উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ কার্তিক ১৪২৯ সোমবার ৪.০০ টাকা 7 November 2022 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

অনন্ত ও বনসালের বৈঠকে ধন্দ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ নিয়ে যতই চর্চা চলুক, বাংলায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল বনসালের উপস্থিতিতে রবিবার শিলিগুড়িতে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে অনুচ্চারিতই থাকল বিষয়টি। অথচ ওই বৈঠকের পর বনসাল আলোচনার টেবিলে বসেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্যতম প্রবক্তা অনন্ত মহারাজের সঙ্গে। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের এই শীর্ষনেতা ছাড়াও ওই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

এতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভাবনায় নতুন চর্চার রসদ জোগান দিল ঠিকই, পাশাপাশি বিজেপির অবস্থান নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হল। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং

পদ্ম-সভায় চর্চায় নেই বঙ্গভঙ্গ

সাংগঠনিক জেলার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রবিবার বৈঠক করেন বনসাল। বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, বৈঠকে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তাঁর সওয়াল, 'এটা জল্পনা ছাড়া কিছু নয়। জল্পনা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। রাজ্য কমিটির কাছে এমন কোনও প্রস্তাব আসেনি। বিষয়টি আমাদের জানাও নেই।'

অথচ বনসালের সঙ্গে বৈঠক করার পর অনন্ত মহারাজ জানান, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কী হবে দেখবেন। ফিল্ডে দেখতে পাবেন।' সুকান্ত যে বিষয়টি জল্পনা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, সেটা উল্লেখ করা হলে সেই অনন্তই আবার বলছেন, 'আমি তো বলিনি সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

অনন্তকে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীই। তাঁর বক্তব্য, 'বনসালজি উত্তরবঙ্গে প্রথম এসেছেন বলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি। সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হয়েছে।' গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতার বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর জবাব, 'উনি ওঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেবেন।' বিজেপি নেতৃত্বের এই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' কৌশলের জন্যই বেশি করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

সেমিফাইনালের টিকিট পকেটে। তাই খুশি আর ধরছে না বিরাট-রোহিতদের। রবিবার মেলবোর্নে। -পিটিআই

সূর্যের তেজে ছাই জিম্বাবোয়ে

ব্র্যাডম্যানের দেশে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-১৮৬/৫
জিম্বাবোয়ে-১১৫

মেলবোর্ন, ৬ নভেম্বর : হামারে ব্যাটার ক্যায়সা হো। সূর্যকুমার জ্যায়সা হো!

রাতের এমসিজি-তে ঢোল বাজিয়ে উদ্দাম নাচছিলেন কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী।

নাচবেনই তো। আজ তো ভারতের সব ক্রিকেটপ্রেমীর নাচারই দিন। সূর্যকুমার যাদবের (২৫ বলে অপরাজিত ৬১) অবিশ্বাস্য ব্যাটিং স্কিলে জিম্বাবোয়েকে ছাই করে দিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আগামী বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ। তার আগে আজ সূর্যের ব্যাটিং ছটা পুরো দলকে স্বস্তি দিয়ে গেল। সঙ্গে লোকেশ রাহুলের (৩৫ বলে ৫১) ফের হাফ সেঞ্চুরিও প্রমাণ করল অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১৫), প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিরা (২৬) বড় রান না পেলেও টিম ইন্ডিয়া ১৮৬/৫ করতে জানে। স্বাভাবিকভাবেই এত বড় স্কোরের কোনও জবাব ছিল না জিম্বাবোয়ের কাছে। ১১৫ রানে অলআউট হয়ে ৭১ রানে ম্যাচ হেরে জিম্বাবোয়ে প্রমাণ করল, ভারতের সঙ্গে বাইশ গজে টক্কর দিতে হলে তাদের এখনও অনেকটা পথ পার হতে হবে।

আগামী রবিবার কি ভারত বনাম পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখব আমরা?

রবিবারের অলস দুপুর। সকাল থেকে চড়া রোদের কারণে ঠান্ডাটা আজ একটু হলেও কম। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। এমন দিনে মেলবোর্ন সিবিডি থেকে ৪৮ নম্বর ট্রামে চড়ে এমসিজি'র ঠিক বিপরীত দিকের জলিমন্ট স্টেশনে নামার পরই দীপাঞ্জন ঘোষের সঙ্গে দেখা। এমসিজিতে পাকিস্তান ম্যাচের আগে পরিচয়। তার পরে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে। আজ জলিমন্ট ট্রাম স্টেশনে দেখা হতেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বিশ্বকাপ ফাইনালের সম্ভাবনা নিয়ে।

অবশ্য তাঁর ভাবনাকে দোষ দিয়ে কী-ই বা লাভ!

ক্রিকেট দুনিয়ার আপামর ক্রিকেটপ্রেমীদের মননে ইতিমধ্যেই উঁকি দিতে শুরু করেছে ১৩ নভেম্বরের মেগা ফাইনাল ম্যাচের সম্ভাবনার কথা। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস আজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেওয়ার পর স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে চলতি টি২০ বিশ্বকাপে 'সবই সম্ভব' বলে মনে করছে ক্রিকেট সমাজ। পাকিস্তানও বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। নিট ফল, এমসিজি-তে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে রোহিতদের ম্যাচ শুরুর অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সমর্থকদের উৎসব শুরু। আর সেই উৎসবের আবহে প্রতিপক্ষের নাম জিম্বাবোয়ে ছিল না। বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'ফাইনাল স্বপ্নের মঞ্চ' তৈরির কাজটা আজই শুরু করে দিল এমসিজি'র ৮২ হাজারের ভরা গ্যালারি।

এমসিজি-তে টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ মানেই উৎসবের মেজাজ।

এরপর দশের পাতায়

সেমিফাইনালের যুদ্ধে

নিউজিল্যান্ড : পাকিস্তান
(বুধবার দুপুর ১.৩০)
ভারত : ইংল্যান্ড
(বৃহস্পতিবার দুপুর ১.৩০)

বাম-তৃণমূল আঁতাতের খোঁচা পদ্মের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : যে সিপিএমকে 'হঠিয়ে' শিলিগুড়ি পুরনিগমের দখল নিয়েছে তৃণমূল, সেই সিপিএমের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরাকে পুরনিগমের মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আবার সিপিএম ও তৃণমূলের আঁতাতের অভিযোগ তুলল বিজেপি।

পুরনিগমের প্রধান বিরোধী দল যে তারা, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পদ্ম শিবিরের বক্তব্য, বিজেপিকে গুরুত্ব না দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সিপিএম কাউন্সিলারকে ওই পদে আনা হয়েছে, তাতে ওই দুই দলের আঁতাত স্পষ্ট। যদিও বিজেপির ওই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে সিপিএম ও তৃণমূল একসুরেই জানিয়েছে, যা হয়েছে তা পুরনিগমের আইন মেনেই করা হয়েছে।

মৌসুমিকে দায়িত্ব, প্রশ্নে পুরবোর্ড

পুরনিগমের গত মাসের বোর্ডসভায় ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমিকে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এখানেই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রধান বিরোধী দল তারাই। সিপিএমের ৪ জন কাউন্সিলার। বিজেপির সেখানে ৫ জন কাউন্সিলার রয়েছেন। সেই কারণে বিজেপি কাউন্সিলারদের মধ্যে থেকেই চেয়ারম্যান হওয়া উচিত।

রবিবার পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনকে পাশে রেখে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের অভিযোগ, *এরপর দশের পাতায়*

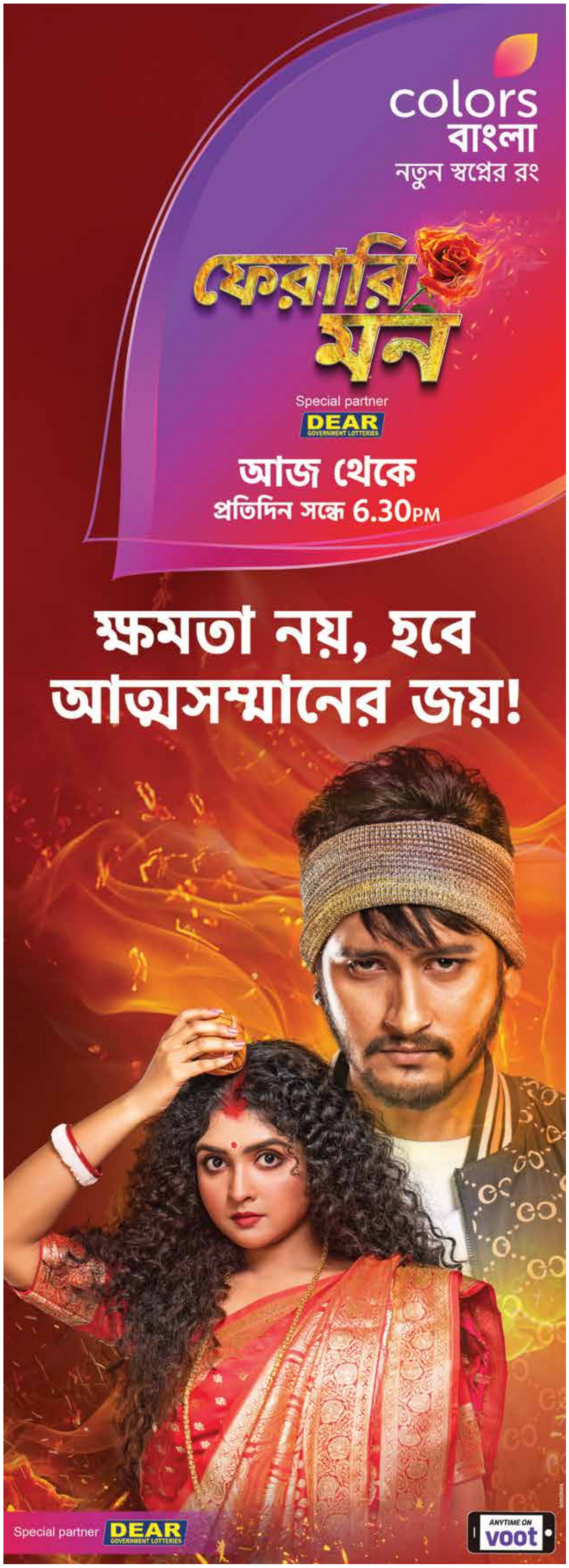

নেটে সেরার তালিকায় মালদা ও শীতলকুচির দুই কন্যা

মানুষের বিবর্তন নিয়ে গবেষণার ইচ্ছে শতশ্রীর

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৬ নভেম্বর : নেটে নজরকাড়া সাফল্য মালদার মেয়ে শতশ্রীর। ইউজিসি আয়োজিত সর্বভারতীয় পরীক্ষায় নৃতত্ত্ববিদ্যায় জিআরএফ সহ উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে সেরার তালিকায় উঠে এসেছে শতশ্রীর নাম।

শনিবার ফলাফল প্রকাশিত হতেই শরৎপল্লির বাড়িতে শুভেচ্ছার বন্যা বইতে থাকে। মেয়ের সাফল্যে খুশি বাবা-মা ও প্রতিবেশীরা।

এবছর নেটে অ্যানথ্রোপোলজি বিষয়ে জিআরএফ বা জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ সহ ভারতবর্ষের মোট ১২ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। শতশ্রী জানান, 'ফলাফল ঘোষিত হলেও ইউজিসির তরফে এখনও র‍্যাংক প্রকাশিত হয়নি। তবে আমি যা পার্সেনটাইল পেয়েছি, তাতে আমার স্থান সম্ভাব্য প্রথম। দু-এক দিনের মধ্যেই সরকারিভাবে ইউজিসির র‍্যাংক ঘোষণা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

মালদা শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎপল্লির বাসিন্দা বিখ্যাত চিত্রকর প্রদ্যুৎ মজুমদারের মেয়ে শতশ্রী। রবিবার সকালে প্রদ্যুৎবাবু ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। পথেই শুভানুধ্যায়ীরা মেয়ের নজরকাড়া সাফল্যের শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন। গর্বে রুগ্ন প্রদ্যুৎ মজুমদারের বুক আজ যেন ফুলে উঠেছিল। মেয়ে কোথায়? প্রশ্ন করতেই তিনি হাত ধরে ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন। নৃতত্ত্ববিদ্যা কেন? প্রদ্যুৎবাবুর উত্তর, 'মেয়ের পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। শতশ্রী নিজে কি হতে চাইছিল তা বুঝতে ওর একটু সময় লেগেছিল। আমি ছবি আঁকি, কিছু শিক্ষানবিশ আমার রয়েছে, যাঁদের জন্য বই কেনাকেটা করতে হয়। এই বইগুলোর মধ্যে একটা বই ছিল মানুষের অভ্যুত্থানের বিষয়। মেয়ে বইটি নিয়ে নাড়াচাড়া করত। বিভিন্ন সভ্যতার মানুষের চিত্র এবং

শতশ্রী মজুমদার

তার বিবর্তন ওকে প্রলুব্ধ করে। তবে এই ভালোলাগাটা তার অন্তরেই ছিল, আমাদের ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি।'

নৃতত্ত্ববিদ্যায় জিআরএফ সহ নেট উত্তীর্ণ হওয়ার পথটা সহজ ছিল না। প্রদ্যুৎবাবু জানান, 'শতশ্রী লেখাপড়ায় খুব মেধাবী ছিল এমনও নয়। মালদা গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও বিজ্ঞানবিভাগে নম্বর সামান্য কম থাকায় সেই স্কুল তাঁকে বিজ্ঞানবিভাগে ভর্তি করতে অস্বীকার করে। বাধ্য হয়েই শতশ্রীকে মালদা রেলওয়ে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করি। এখান থেকেই শতশ্রীর উত্থান। ওর জেদ তৈরি হয়, ভালো লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে জবাব দেবে। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করে। সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর মাত্র ২৩ বছর বয়সেই এই সাফল্য।'

শতশ্রী অবশ্য নিজের সাফল্যের প্রচার নিয়ে অতটা আগ্রহী নন। তিনি জানান, 'অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। তবে আমার লক্ষ্য এবং ভালোলাগার জায়গা হল, মানুষের অভ্যুত্থান ও তার বিবর্তনকেন্দ্রিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা। এক অদ্ভুত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন সভ্যতায়। এই বিষয়গুলি জানতে আমাকে খুব ভালো লাগে। তবে ভালো লাগার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য রোজগারও প্রয়োজন। তাই শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তুতি নিই। একইসঙ্গে নেট দিয়েছিলাম। শনিবার সন্ধ্যায় অনলাইনে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। জিআরএফে ১২ জনে আমার নামও রয়েছে। আমার যা প্রাপ্ত নম্বর তাতে সম্ভাব্য প্রথম স্থান হওয়ার কথা। কাল সন্ধ্যা থেকেই অনেক ফোন আসছে। শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সকলেই।'

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার আশিস কুণ্ডু বলেন, 'অ্যানথ্রোপোলজিতে জিআরএফ ক্র্যাক করা অসাধ্যসাধন বলা যায়। শুধু শরৎপল্লি এলাকার মানুষের নয়, মালদা জেলার গর্ব শতশ্রী। তাঁর এই সফলতার পিছনে মা সমাপ্তী মজুমদার ও বাবা প্রদ্যুৎ মজুমদারের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে। শতশ্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।'

আফ্রুজার স্বপ্ন গবেষক হওয়া

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ নভেম্বর : সর্বভারতীয় নেটে বাংলা বিষয়ে সেরা হল কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের বড় গদাইখোঁড়া গ্রামের আফ্রুজা খাতুন। তাঁর পার্সেন্টাইল নম্বর ১০০। প্রান্তিক এলাকার কৃষক পরিবারের মেয়ে এত ভালো ফল করায় শীতলকুচি ব্লকজুড়ে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

আফ্রুজা ওই পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর বাবা হাকিম মিয়াঁ সামান্য জমিতে চাষ-আবাদ করে চার সন্তানকে কোনওভাবে পড়াশোনা করিয়ে যাচ্ছেন। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

আফ্রুজাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন মা-বাবা।

আফ্রুজার পড়াশোনা শুরু হয় বড় গদাইখোঁড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরে বড় গদাইখোঁড়া ভিএম হাইস্কুলে পড়েন। শীতলকুচি কলেজে বাংলা বিষয়ে পড়াশোনা করে ২০১৬ সালে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ কোর্সে ভর্তি হন। পরবর্তীতে বিএড করেন। নেট ও সেট-এ বসা শুরু করেন। পরপর তিনবার নেটে বসলেও সফল হতে পারেননি। এরপরও পড়াশোনা থেমে থাকেনি। মাথাভাঙ্গা শহরে থেকে অদম্য জেদ নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যান। অনলাইনে কোচিং নিয়েছেন। দিনে ৮-৯ ঘণ্টা পড়াশোনা করে চতুর্থবারের জন্য সর্বভারতীয় নেটে বসার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে বাংলা বিষয়ে ২০২১ সালের জুনে সর্বভারতীয় নেটে বাংলা বিষয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। ভবিষ্যতে অধ্যাপিকা হওয়ার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ওপর গবেষণা করতে চান আফ্রুজা। সেটেও সফল হয়েছেন তিনি। পড়াশোনা ছাড়াও অবসর সময়ে ছবি আঁকতে পছন্দ করেন। আফ্রুজা বলেন, 'অনেকসময় সঠিক প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও সফল হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। হাল না ছেড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেলে সাফল্য অবশ্যই মিলবে। মা ও বাবার অনুপ্রেরণাতেই এই সাফল্য মিলেছে।'

জেলায় প্রচারের ইস্যু বলে দিচ্ছে আরএসএস

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ এখনও কিছুই ঘোষণা করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু সব দলই ভোট নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। গত বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে বিজেপি উত্তরবঙ্গে যে জমি তৈরি করেছে, তা হাতছাড়া করতে রাজি নয় পদ্ম শিবির। তাই ভোটের ইস্যু কী কী হতে পারে, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকেই। আর সেই কাজে পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে আরএসএস। কার্যত আরএসএসই নাকি ঠিক করে দিচ্ছে, কী কী ইস্যু নিয়ে প্রচারের ময়দানে নামবে বিজেপি।

আর সেক্ষেত্রে আরএসএস-এর পরামর্শ, শুধু কয়েকটি সাধারণ ইস্যু নয়, জেলা ধরে ধরে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে প্রচার করতে হবে। যেমন মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে তিস্তা সেচপ্রকল্পকে ঘিরে জনস্বার্থ বিরোধী কাজের অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মালদা জেলায় নদীভাঙন যেমন একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহানন্দা নদীর জলের তলায় মালদা জেলার প্রচুর কৃষিজমি এবং বসতভিটে তলিয়ে গিয়েছে। তবে ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ১০০ দিনের কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্পের টাকা শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। এই বিষয়গুলি মালদা জেলার ক্ষেত্রে নির্বাচনি প্রচারে স্থান দিতে বলা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে আখের উৎপাদন খুব ভালো হয়। আরএসএস-এর সমীক্ষায় সেখানে চিনির কল স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে। সমীক্ষা বলছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের পরিষেবা অধিকাংশ গরিব মানুষ পাচ্ছেন না। জলপাইগুড়ি জেলায় পাহাড়ি নদীর ভাঙনে চা আবাদি এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে চা বাগানগুলিতে এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কথা প্রচার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে পর্যটনশিল্পের বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগানো হয়নি। সেকথাও তুলে ধরতে বলা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় আদিবাসী জনসংখ্যা বেশি। অথচ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীরা পিছিয়ে রয়েছেন। চা বাগানে সরকার ঘোষণা করেছিল জমির পাট্টা দেবে। কিন্তু জমির পাট্টা পাওয়া যায়নি। সেসব প্রচারে বলবেন বিজেপির নেতারা। কোচবিহার জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে ধরা হবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

আরএসএস-এর পরামর্শ, সময় থাকতে নির্বাচনি প্রচারে আগাম নামতে হবে। তবে এখনই এসব নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ বিজেপির নেতারা।

ম্যালে দেউসি প্রতিযোগিতা

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর ঃ জাতীয় স্তরের দ্বিতীয় দেউসি-ভৈলি প্রতিযোগিতায় ডুয়ার্স থেকে নেপালি সম্প্রদায়ের দুটি লোকসংস্কৃতির দল অংশ নিল। রবিবার দার্জিলিংয়ের ম্যালে হিমাল ওয়ার্ল্ড নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে ও জিটিএ'র তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানকে ঘিরে দারুণ সাড়া পড়ে। গোটা দেশের নেপালি সম্প্রদায়ের কলাকুশলীদের নিয়ে প্রথমে অনলাইনে প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হয়। ৬২টি দলের মধ্যে মূল প্রতিযোগিতায় ১২টি দল অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। তার মধ্যে ডুয়ার্স থেকে অংশ নেয় গরুবাথান ও পাথরঝোরার দল। উদ্যোক্তাদের পক্ষে প্রমোদ গিরি বলেন, লুপ্তপ্রায় ওই নেপালি সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্যই এমন প্রয়াস। ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিটিএ'র চেয়ারম্যান অনীত থাপা, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য অনেশ থাপা, দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান রীতেশ পৌড়েল প্রমুখ।

প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দলগুলিকে যথাক্রমে নগদ ২০, ১৫ ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। নেপালি সমাজ জানিয়েছে দেউসি-ভৈলি আসলে একটি লোকাচার। পরম্পরাগত পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচ-গানের মাধ্যমে ঐতিহ্যশালী নেপালি সংস্কৃতির নানা আঙ্গিক এই লোকাচারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।

ভর্তি

ডি এড্ (স্পেশাল এডুকেশন)

টেট -এ আবেদনযোগ্য ডি এড্ -এ শিলিগুড়িতে ডাইরেক্ট ভর্তি। শেষ তারিখ 9/11/2022. (M): 9233424101. (C/102188)

বিউটিশিয়ান কোর্সে ভর্তি

100% কর্মসংস্থান ও এডভান্স ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট সহ ''বিউটিশিয়ান কোর্সে'' ভর্তি চলছে। পড়াশোনা ও বয়সের বাধ্যতা নেই। ''সূচী'' সেবক রোড, তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের কাছে। (M): 9339766329. (C/102186)

চলচ্চিত্র

শুটিং/রেকর্ডিং 27 তারিখ থেকে। সিরিয়াল/ফিল্মে অভিনয়/গানে 5-70y নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। মৌ: 8282979209. (C/102184)

Terai Nursing Institute

Admission Open Now B.Sc. Nursing, GNM (Nursing). Bank Finance Assistance & Placement Assistance in India & Abroad Available. Web :- www.terainursing.com. M-79081 95001, 99331 76656. (C/102180)

ব্যবসা-বাণিজ্য

কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। (M): 97490-85267, 94340-46002. (C/102139)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ashinath Barman সাং- কানফাটা, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার জন্মশংসাপত্র সংগ্রহে 4/11/2022 তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমার পুত্র Abir Barman -এর জন্ম তারিখ 24/8/2019. (B/S)

বিক্রয়

বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের পাশে খতিয়ানভুক্ত ৫ কাঠা জমি বিক্রয়। প্রতি কাঠা ১১,৫০,০০০/-। দালাল নিষ্প্রয়োজন। মোঃ- 9954066462, 7002484964. (C/102546)

•

ময়নাগুড়ি আনন্দনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৮ডি জমি অতিসত্বর বিক্রয় করা হবে। (M) 7586908307. (S/C)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ফ্যাক্টরিতে অতিসত্বর 20 জন ওয়ার্কার চাই। খাওয়া + থাকা ফ্রি। বেতন : 9,000/-। (M) 97494-56650. (C/112065)

•

Wanted a female candidate for Tally ERP.9, 7908088371. Siliguri. (C/102189)

•

বিভিন্ন কোম্পানি মল ও শোরুমের জন্য কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, বানারহাট, ইসলামপুর, শিলিগুড়ি (ঝংকার মোড়, হিলকার্ট রোড, সাহুডাঙ্গি, চম্পাসারি) গার্ড/সুপারভাইজার চাই। মাসে ছুটি, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। বেতন, pf, esi (9000-12000), M: 8653609554. (C/192535)

•

বিখ্যাত কুচিনা কোম্পানির জন্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি, কোচবিহার ইত্যাদি শহরে Outdoor কাজে Salesman নিয়োগ করা হবে। Fixed Salary + কমিশন বহিরাগতদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ফোন : 8116602333. (C/102180)

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে এলাকাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। (M): 9433691437. (C/102184)

REQUIRED

Immediately required office in charge, Sci, Maths, Comp. Sci. PGT. Walk-in-interview on 8/11/2022. Time 11:00 a.m. sharp. Contact Number : 9832065615/9851463534. (S/N)

রিটায়ারিং রুমের উদ্বোধন

মালিগাঁও, ৬ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার রেলস্টেশনে নবীকরণ করা রিটায়ারিং রুম এবং আরও একজোড়া এসকালেটারের উদ্বোধন হল। রবিবার রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ আহমেদ আশফাক করিম ও লোকসভার সাংসদ দুলালচন্দ্র গোস্বামী এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এমএলসি অশোককুমার আগরওয়াল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে মডেল টাউনের দিকে এসকালেটারগুলি স্থাপন করা হয়েছে। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একজোড়া এসকালেটার আগে থেকেই রয়েছে। স্টেশনে আগে দুটি এসি রিটায়ারিং রুম, তিনটি নন-এসি রুম ও ১০টি নন-এসি ডর্মিটরি রুম ছিল। এবার ডর্মিটরিতে যুক্ত হল আটটি এসি ডর্মিটরি। একটি নন-এসি রুমকে এসি রুমে আপগ্রেড করা হয়েছে। চারটি নন-এসি ডর্মিটরি বেডকে এসি কেবিন সুবিধা সহ উন্নত করা হয়েছে। এসি ও নন-এসি উভয় রুমই সাশ্রয়ী দামে পাওয়া যাবে। আইআরসিটিসি পোর্টালে বা স্টেশনের রিটায়ারিং রুম কাউন্টার থেকে তা বুক করা যাবে।

কাজ শেষে ঘরে ফেরা। রবিবার ময়নাগুড়ির কালীপুর বনবস্তির কাছে। ছবি ঃ অর্ঘ্য বিশ্বাস

রয়েল বেঙ্গলে আশা-আশঙ্কা

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : বক্সায় নতুন অতিথি আসা নিয়ে দোলাচলে বনবস্তির বাসিন্দারা। বক্সা বাঘবনে বাইরে থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এনে ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বন দপ্তরের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল দু'দিন বক্সার জঙ্গলের অবস্থা খতিয়ে দেখেছে। বাঘ বিশেষজ্ঞরাও শীঘ্রই বক্সায় আসছেন বলে দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। গত কয়েকবছর ধরেই অবশ্য এই প্রস্তুতি চলছে। তবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হলে কী হবে, তা নিয়ে সেখানকার বনবস্তির বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ, সন্দেহ, সংশয় তৈরি হয়েছে।

বক্সার ২৮ বস্তির বাসিন্দা অমিত ছেত্রী বলেন, 'অনেক আগে শুনেছি বক্সায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিল। তখন বনবস্তির বাসিন্দাদের উপর বাঘের হামলার ঘটনা ঘটত, এমনটা কিন্তু শোনা যায় না। গভীর জঙ্গলে তাদের পছন্দের জায়গা পেলে বাঘ সেখানে থাকতেই ভালোবাসে।'

তবে সবাই কিন্তু অমিতের মতো অতটাও আশাবাদী নন।

বাসিন্দাদের ভয়

- ঘরে বাঘ ঢুকে পড়লে কী হবে
- গৃহপালিত পশুদের উপর বাঘ হামলা করলে কী হবে
- সরকার কি বনবস্তিগুলি তুলে দেবে

রাজাভাতখাওয়ার বাসিন্দা এক যুবক গৌরব ছেত্রী বলেন, 'বাঘ জঙ্গলে ছাড়া হলে আমাদের চলাফেরা করাই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ঘরবাড়িতে বাঘ ঢুকে পড়লে কী হবে? বিপদের আশঙ্কায় ভুগছি।'

বক্সার ২৮ বস্তির বাসিন্দা অঞ্জুলুস খড়িয়ারও অনেকটা একইরকম আশঙ্কা। তিনি বলেন, 'বাঘ জঙ্গলে ছাড়া হলে আমাদের গৃহপালিত প্রাণীদের উপরও তো বাঘের হামলা হতে পারে।' বনবস্তির বাসিন্দা কাজিমান থাপা বলেন, 'জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হলে আমাদের বনবস্তিও তুলে দিতে পারে বন দপ্তর। ঠিকঠাক পুনর্বাসন প্যাকেজ না দিয়ে অন্যত্র সরে যেতে বললে সেটা আমাদের কাছে খুবই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

বক্সার জঙ্গলে কোর এলাকায় থাকা গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তি দুটি তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বন দপ্তর। আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে কোর এলাকায় থাকা ওই দুটি বনবস্তির বাসিন্দারাও সেখান থেকে সরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বন দপ্তরের পিসিসিএফ অ্যান্ড হেড অফ ফরেস্ট ফোর্স সৌমিত্র দাশগুপ্ত বলেন, 'বক্সায় বাইরে থেকে বাঘ এনে জঙ্গলে ছাড়ার পরিকল্পনা কয়েক বছর আগেই নেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে শীঘ্রই বাঘ বিশেষজ্ঞরা এসে সবকিছু খতিয়ে দেখবেন।'

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.10-DE/SMP/2022-23

behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for a road work under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid : 08.11.2022 from 5.0 pm
Last date of submission of bid : 14.11.2022, upto 5.0 p.m.
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - https://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

২ ডিসেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গ বইমেলা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে ৪০তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু হচ্ছে। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বইমেলা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেলা চলবে। ১০ দিনব্যাপী এই মেলায় দিল্লি, মুম্বই, প্রয়াগরাজ, কলকাতা এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা উপস্থিত থাকবে। অন্যবারের মতো এবারও প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। 'লাইভ ফোন ইন' অনুষ্ঠান এবং আঁকা প্রতিযোগিতা হবে। ৪০তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার থিম 'স্বাধীনতা ৭৫'। উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক মধুসূদন সেন বইমেলাকে সফল করে তুলতে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বইপ্রেমীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

অজগর উদ্ধার

ফালাকাটা, ৬ নভেম্বর ঃ ধানখেত থেকে উদ্ধার হল অজগর। রবিবার ফালাকাটার আসাম মোড় এলাকায় গৌতম মজুমদারের ধানখেতে একটি অজগর দেখা যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে মিঠুন বর্মন নামে স্থানীয় এক যুবক ধানখেতে গিয়ে অজগরটিকে ধরে বস্তাবন্দি করেন। মিঠুন জানান, অজগরটি প্রায় ৬ ফুট লম্বা। পরে বস্তাবন্দি করে সেটিকে ব্যাংডাকি বিটের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এনওসি ছাড়াই অবাধে চা চাষ নিয়ে প্রশ্ন

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে ৩৬ হাজার ৬৮০ জন ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্র চা চাষির এনওসি নেই। ফলে বিপুল সংখ্যক চাষি অবৈধভাবে চা চাষ করছেন।

টি বোর্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী, ৩৬ হাজার ৬৮০ জন ক্ষুদ্র চা চাষিকে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয়েছে। টি বোর্ডের ডেভেলপমেন্ট অফিসার সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'চলমান প্রক্রিয়ায় সমীক্ষা চলবে। প্রথম সমীক্ষা অনুসারে যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে তাতে প্রত্যেককে স্মার্ট কার্ডটি দেওয়া হয়েছে।'

বেআইনিভাবে ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে ওঠার কথা স্বীকার করেছেন ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা চা চাষি সমিতির সম্পাদক দেবাশিস পাল।

বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'বেআইনিভাবে ক্ষুদ্র চা চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষিরা সরকারি প্রক্রিয়ায় আসতে বিশেষ আগ্রহী। অথচ সরকারের তরফে এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখানো হয়নি। এনওসি'র ব্যাপারে বারবার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার নীরব।' অন্যদিকে দেবাশিস পালের দাবি, 'ক্ষুদ্র চা চাষ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে নতুন দিক উন্মোচন করেছে। প্রায় সাত লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই চাষের সঙ্গে যুক্ত। আমরা চাই আমাদের এনওসি দেওয়া হোক।'

জলপাইগুড়ি জেলার চাউলহাটি গ্রামের সমস্ত চাষি এখন চা বাগানের মালিক। এমন উদাহরণ উত্তরবঙ্গে আর নেই। চাউলহাটিতে গড়ে একজন চাষির দুই একর করে চা বাগান রয়েছে। চাউলহাটির বাসিন্দা মোশারফ হোসেন জানান, চা বাগানের জন্য গ্রামীণ

> “বেআইনিভাবে ক্ষুদ্র চা চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষিরা সরকারি প্রক্রিয়ায় আসতে বিশেষ আগ্রহী। অথচ সরকারের তরফে এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখানো হয়নি। এনওসি'র ব্যাপারে বারবার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার নীরব।
>
> **-বিজয়গোপাল চক্রবর্তী**
> *সম্পাদক, ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি*

অর্থনীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আবার ক্ষুদ্র চা চাষিরা কাঁচা চা পাতার দাম না পেয়ে চলতি বছরে আর্থিক সংকটের কবলে পড়েছেন।

বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য, যেভাবে ক্ষুদ্র চা চাষের প্রসার হচ্ছে তাতে আগামীতে তিস্তা সেচপ্রকল্পের গুরুত্ব যেমন হারাবে, তেমনই ধান-পাটের চাষ ক্রমেই কমে আসবে। দীর্ঘদিন ধরে ৩৬ হাজার ৬৮০টি চা বাগানের ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্র চা চাষি এনওসি ছাড়া কীভাবে চা চাষ করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যদিও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক কর্তারা এনওসিবিহীন চা চাষের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। ভূমি দপ্তরের পদস্থ এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের ভূমির চরিত্রগত দিকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভূমির চরিত্রগত দিকের বিস্তর ফারাক। এনওসি দেওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

সরকারি বিধি অনুসারে, ২০০১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে এনওসি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কোনও এনওসি দেওয়া হয়নি। উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলা, কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট এলাকাতে ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে। তবে জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ক্ষুদ্র চা বাগানের সংখ্যা বেশি।

টি বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুসারে, দার্জিলিং জেলায় ৩৮৩১, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৯৪৮২, জলপাইগুড়ি জেলায় ২০০৭৭ এবং কোচবিহার জেলায় ৩২৯০ জন ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। টি বোর্ডের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র চা বাগানের সংখ্যা বাড়ছে। এই সংখ্যা ৫০ হাজার ছুঁইছুঁই হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সারা দেশে দ্বিতীয়বার, বক্সায় প্রথম হদিস বিরল প্রজাপতির

কলম্বাইন বাটারফ্লাই

- বিজ্ঞানসম্মত নাম– স্টিবোজেস নিম্ফিডিয়া
- পরিবার–রিওডিনিডে (মেটালমার্ক)
- প্রথম দেখা গিয়েছে– অরুণাচলপ্রদেশে
- ডানার দৈর্ঘ্য– ২৫ থেকে ৩৫ মিমি (ছড়ানো অবস্থায়)
- ডানার রং–অফ হোয়াইট ও কালো রংয়ের বর্ডার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : ফের চর্চায় বক্সার বাঘবন। এবার ব্যাঘ্র–প্রকল্পের অন্তর্গত বক্সা পাহাড়ে দেখা গেল কলম্বাইন প্রজাপতি। এর আগে সারা দেশে শুধুমাত্র অরুণাচলপ্রদেশে এই প্রজাপতির দেখা মিলেছিল। বক্সা পাহাড়ে ট্রেক করতে আসা এক পর্যটকদলের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই প্রজাপতির ছবি। বক্সার জঙ্গলে বিরল এই প্রজাপতির হদিস মেলার পর বন দপ্তরের অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। ঘটনার কথা জানার পরেই বনকর্তা, বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, পরিবেশকর্মীরা উচ্ছ্বসিত। ঘটনা নিয়ে সাড়া পড়েছে বক্সা পাহাড়ের আশপাশের বাসিন্দা, গাইড, ফোটোগ্রাফারদের মধ্যেও।

গত ৩১ অক্টোবর হাওড়ার বাগনান থেকে সাত যুবক বক্সা পাহাড়ে ঘুরতে এসেছিলেন। সেখানে ট্রেক করার সময় কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রজাপতিটিকে দেখতে পান তাঁরা।

ওই দলের সদস্য অনীশ বেরা ফোনে বলেন, 'আমরা বক্সা পাহাড়ে ঘুরতে এসে একদিন লেপচাখা ও দু'দিন চেটেগাঁওতে ছিলাম। আমরা ট্রেক করতে করতেই ঘুরছিলাম। ২ নভেম্বর আমরা এবং আমাদের দাওয়া ডুকপা চেটেগাঁও থেকে সকালে ঘোড়াডুঙ্গার পথে ট্রেক করতে শুরু করি। দুপুরে ঘোড়াডুঙ্গায় পৌঁছাই।'

অনীশের বক্তব্য, 'সেখানে বিশ্রামের জন্য যখন দাঁড়াই তখন হঠাৎই একটি প্রজাপতি দেখতে পাই। এত সুন্দর প্রজাপতি দেখে প্রথমে অবাক হয়ে যাই। সময় নষ্ট না করে প্রজাপতিটির ছবি তুলে রাখি। ট্রেক শেষ করে এসে যখন মোবাইল ফোনের সংযোগ পাই তখন প্রজাপতি বিশেষজ্ঞদের কাছে ছবিটি পাঠিয়ে খোঁজখবর শুরু করি। তখনই জানতে পারি এটি কলম্বাইন প্রজাপতি। অনীশের সংযোজন, 'এই প্রজাপতির অস্তিত্ব এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেল। যা শুনে আমার বন্ধু অহীন্দ্রনাথ দত্ত, অরিজিৎ অধিকারীরাও খুব খুশি।' তিনি জানান, ওই প্রজাপতিটি ছাড়াও আরও ইস্টার্ন কার্টিয়ার, অরেঞ্জ ওয়াক্লিফ সহ ৫০–৬০ ধরনের প্রজাপতির দেখা পেয়েছেন তাঁরা। এছাড়া অনেক পাখিও দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্স–এর গবেষক ও প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ তরুণ কর্মকার জানান, কলম্বাইন প্রজাপতি বক্সায় পাওয়া এই রাজ্যের জন্য খুব ভালো খবর। যে উচ্চতায় এই প্রজাপতি দেখা যায়, তার অনেক কম উচ্চতায় এই প্রজাপতি দেখা গিয়েছে। মূলত ভুটান, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, আপার অসমের যে জঙ্গলে মানুষের যাতায়াত একেবারেই নেই, সেখানে এই প্রজাপতি থাকার সম্ভাবনা বেশি।

তরুণবাবুর মতে, বক্সায় এই প্রজাপতি পাওয়ার অর্থ এখানকার জঙ্গল খুব ভালো পরিস্থিতিতে রয়েছে। এই জঙ্গলকে আরও ভালোভাবে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

পরিবেশপ্রেমী সংস্থা স্পোর–এর আলিপুরদুয়ারের সহ সম্পাদক শিলাদিত্য আচার্যির বক্তব্য, 'আমাদের এখানে এই প্রজাপতি পাওয়া খুবই আনন্দের বিষয়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আরও সমীক্ষা চালালে আরও অনেক নতুন বা বিরল প্রজাতির জীবের সন্ধান পাওয়া যাবে।'

একই মত বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের ডিএফডি (পশ্চিম) পারভিন কাসোয়ানের। তাঁর কথায়, 'বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পে এই প্রজাপতি পাওয়া যাওয়া খুব ভালো খবর। এখানকার জীববৈচিত্র্য খুব ভালো। অনেক প্রজাতির প্রাণী, কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি সহ নানা জীব রয়েছে, যা এখনও কারও চোখে পড়েনি। আমদের ওই বিষয়েও খোঁজ নিতে হবে।'

রাস্তায় জল জমায় ক্ষোভ

কানকি, ৬ নভেম্বর : কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন রাস্তায় জল জমে থাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় পিএইচইর একটি বিবকক স্ট্যান্ডপোস্ট রয়েছে। কিন্তু তার মুখে বিবকক লাগানো থাকে না। ফলে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে অনবরত জল পড়ে অপচয় হচ্ছে। সেই জল জমছে রাস্তায়। এতে যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন পথচলতি মানুষ থেকে স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীর দাবি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সমস্যার কথাটি একাধিকবার জানানো হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক আরকে দাস জানান, পিএইচইর জল অনবরত পড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংলগ্ন রাস্তাটি খারাপ হয়ে পড়ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিষয়টি একটু দেখা দরকার। কানকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নাজিয়া হাসিব জানান, এলাকায় পিএইচইর জল সরবরাহের যাঁরা দায়িত্ব রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের তরফে শিলিগুড়ি মহকুমার নির্বাচিত পদাধিকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। রবিবার বাগডোগরা লোকনাথ নগরে ইন্ডিয়ান এক্স–সার্ভিসম্যান লিগ কার্যালয়ে প্রায় ৫০ জনকে সংবর্ধিত করা হয়। এর মধ্যে ছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, আইনুল হক, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নাজির আহমেদ, বিধাননগর–১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জ্যোতি খালকো, তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া ব্লক সভাপতি আখতার আলি, আইএনটিটিইউসি'র ফাঁসিদেওয়া–২ ব্লক সভাপতি মেহেবুব আলম, আইএনটিটিইউসি'র নকশালবাড়ি–১ ব্লক সভাপতি অধ্যাপক মজিদ মিয়াঁ, শিলিগুড়ির ২ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান আলম খান সহ অন্যরা।

দুটি বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : চোপড়া থানার মুকদুমি গ্রামে শনিবার রাতে দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পঞ্চায়েত সদস্য মুস্তাক আলম জানান, একটি বাড়ি থেকে দুটি গোরু চুরি হয়েছে। অন্য বাড়িতে লোকজনের অনুপস্থিতিতে তালা ভেঙে গয়না সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কনভেনশন

বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির গোঁসাইপুর লোকাল কমিটির কনভেশন রবিবার গোঁসাইপুরে অনুষ্ঠিত হল। ১৭ জনকে নিয়ে গোঁসাইপুর মহিলা কমিটি গঠন করা হয়। ভারতী রায়, শিবানী দাশগুপ্ত, টুম্পা সমাদ্দার সহ অন্যরা বক্তৃতা দেন।

নতুন কার্যালয়

গোয়ালপোখর, ৬ নভেম্বর : রবিবার পাঞ্জিপাড়া ৩১ জাতীয় সড়কের পাশে একটি নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করল বিজেপি। কর্মীসভাও হয় সেখানে। বিজেপি নেতা গোলাম সারওয়া জানান, এতদিন পাঞ্জিপাড়া বাজারে কার্যালয় না থাকায় জনসংযোগের সমস্যা হচ্ছিল। এদিন থেকে স্থায়ী কার্যালয় চালু হল।

বুলুকে সংবর্ধনা

মেটেলি, ৬ নভেম্বর : মেটেলি ব্লকের জুরন্তি চা বাগানের সারনা সমাজের তরফে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে সংবর্ধনা দেওয়া হল। রবিবার জুরন্তি চা বাগানের নেওড়া লাইনে ওই অনুষ্ঠান হয়। এদিন মন্ত্রীকে আদিবাসী নৃত্য ও মাদলের তালে বরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিক্রম রুনডা, জোশেফ মুন্ডা প্রমুখ।

পথে পথে হোঁচট জলছবিও তথৈবচ

বরো বৃত্তান্ত ৫

শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আট মাস হতে চলল। কথা ছিল, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং পর্যটনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ শহরকে সাজানো হবে। বরোগুলিতে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে, কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিলই নেই। আজ ৫ নম্বর বরো এলাকা ঘুরে পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করলেন শমিদীপ দত্ত

শক্তিমান ঘাট রোডের বর্তমান হাল এখন এমনই। ▸▸ রিপোর্ট কার্ড নয়ের পাতায়।

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর রোড। সাতমাস আগে রাস্তাটি ছিল এবড়োখেবড়ো। চলতি সপ্তাহে গিয়ে একই ছবি নজরে পড়ল। পরিস্থিতির বদল বলতে, রাস্তা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওই রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন প্রশান্ত দাস। বললেন, 'শুধু এই একটা রাস্তাই নয়, ওয়ার্ডের অনেক রাস্তারই একই পরিস্থিতি।'

বেহাল রাস্তার ছবি কিন্তু দেখা যাবে এই বরোর অধিকাংশ ওয়ার্ডেই। শুধু বেহাল রাস্তাই নয়, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে ঘুরলে বারেবারেই প্রশ্ন জাগবে, পুর পরিষেবা কী এই ওয়ার্ডগুলিতে পৌঁছায় না?

৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরলে এখনও নজরে পড়বে কাঁচা রাস্তা। দুর্গানগর, গৌরাঙ্গপল্লির মতো বেশ কিছু জায়গার বাসিন্দারা এখনও পর্যন্ত পিচের রাস্তা পাননি। পাননি পাকা নিকাশির ব্যবস্থা। এলাকায় ঢুকলেই এক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি নজরে আসবে।

পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভূপেন্দ্রনগর, শালুগাড়া এলাকার রাস্তাগুলির একাংশে এখনও পিচের প্রলেপ না পড়ায় অসন্তুষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। ভূপেন্দ্রনগরের বাসিন্দা প্রিয়জিৎ দাসের কথায়, 'একতিয়াশাল রোডের কাজ এখনও পর্যন্ত শুরুই হল না। শুধু বলা হচ্ছে দ্রুত টেন্ডার করা হবে।' ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের মুন্না প্রসাদের অবশ্য দাবি, '১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার দুটি রাস্তার টেন্ডারের জন্য এসজেডিএ'র কাছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৭৫ লক্ষ টাকা করে দুটি রাস্তার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।' ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ শুরুর দাবি করেছেন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো। তাঁর কথায়, '৭০ লক্ষ টাকায় একটি নালা ও ছয়টা রাস্তার কাজ শুরু করা হচ্ছে।'

৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। একইরকম ভাবে পুরনিগমের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে জোড়াপানি নদী। ভোটের সময় ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নদীবাঁধ দেওয়া হবে। যদিও সে বাঁধের এখনও কোনও চিহ্ন নেই। ওয়ার্ড কাউন্সিলার দুলাল দত্ত অবশ্য এদিন বললেন, 'বাঁধের ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' জোড়াপানির অবস্থাও সারাবছর বেহালই থাকে। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলার বাসিন্দা পবিত্র দাসের ক্ষোভ, 'প্রতি বছরই নদীর জল ওপরে উঠে যায়। সমস্যায় পড়তে হয়।' ভোটের সময় শুধু আশ্বাসই মেলে, বললেন পবিত্র। বিষয়টা শুনতেই অবশ্য এবারের বর্ষার সময় নিজেদের কাজ বোঝানোর চেষ্টা করলেন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। তাঁর বক্তব্য, 'এবারে আমরা নদীর সাফাইয়ের অনেকটা চেষ্টা করেছি।'

৫ নম্বর ওয়ার্ডের একদিকে সেবক রোডের একটা অংশ, অন্যদিকে রয়েছে ইস্টার্ন বাইপাসের একপাশের কিছুটা অংশ। ঘুরতে গিয়ে দেখা গেল, সাহানি বস্তিজুড়ে পানীয় জলের জন্য হাহাকার। জ্যোতিনগরেও একই চিত্র। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের এবারের ভোটের মূল ইস্যুই ছিল পানীয় জল। গত লোকসভা ভোটের সময় ডিপ টিউবওয়েল বসানো কেন্দ্র করে সেসময়ে ওয়ার্ডের বিরোধী দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল ওয়ার্ডের সে সময়ের শাসকদল সিপিএম। সাহানি বস্তিতে চেকপোস্ট থেকে দুই বালতি জল নিয়ে আসছিলেন বছর পঁচাত্তরের বিনোদ প্রসাদ। তাঁর গলায় হতাশা, 'এভাবে আর কতদিন চলতে হবে জানা নেই।' একইরকম জলকষ্টে ভুগছেন জ্যোতিনগরের বিজন দাস, ভূপেন্দ্রনগরের দীপক মাহাতোরা। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুখদেব মাহাতো বোঝালেন, 'জলসমস্যা মেটাতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' ৫ নম্বর বরোর ওয়ার্ডগুলিতেই বর্তমানে পানীয় জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি।

জোড়াপানি নদীর ওপর দিয়ে যাওয়া সেতুর সমস্যা শোনা গেল ঘোগোমালি বাজারে। বাজার করতে আসা অশোক দাস বললেন, 'ঘোগোমালি সেতুর অবস্থা একেবারে ভালো নেই। ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগকারী সেতুর অবস্থাও একইরকম রয়েছে।' অলোক ভক্ত বললেন, 'আমরা কথা দিয়েছি সেতুগুলির সংস্কার করব।'

সমস্যার কথা আরও রয়েছে। ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের মেঘলাল রায় সরণির রাস্তা নতুন করে বেহাল হয়ে রয়েছে। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার ধার বরাবর একটা অংশে খাটাল তৈরি হয়ে রয়েছে। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় গজিয়ে ওঠা বসতির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাসই ৫ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান। গজিয়ে ওঠা ওই বস্তি প্রসঙ্গে প্রীতিকণার মত, 'সরকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। তবে পরবর্তীতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে দেখা হবে।' আর সাতমাসের কাজ? প্রীতিকণা বলে চললেন, 'আমরা নিকাশি, জঞ্জাল সাফাইয়ের ওপর বিশেষভাবে কাজ করে চলেছি। সেকারণে এবারে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে সেরকম জল জমেনি।' সাতমাসে বরো এলাকার অমূল পরিবর্তন হয়তো সম্ভব নয়। যতটুকু হতে পারত, সেটাও কি হয়েছে? প্রশ্ন ঘুরছে ৫ নম্বর বরোর বাসিন্দাদের মধ্যে।

সরকারি বাসের গায়ে নিগমের নামের বানান ভুল। –সংবাদচিত্র

ভুল বানান নিয়েই চলছে সরকারি বাস

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : যাত্রীদের মধ্যে খোদ বিভ্রান্তি তৈরি করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। খোদ নিজস্ব বাসে নিগমের নাম ভুল লেখা নিয়েই ছুটে চলেছে বাস। যা শুধু বাসযাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করাই নয়, নিগমের অধিকর্তাদের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি দার্জিলিং রুটের ওই বাসের গায়েই দেখা গিয়েছে 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম'–এর প্রতিটি 'র' – 'ব' হয়ে গিয়েছে। শুধু এই বাসেই নয়, নিগমের বিভিন্ন রুটের বাসগুলির একাংশেই এধরনের বানান সংক্রান্ত ভুল লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে খোদ নিগমের কাছেই। বিষয়টি ইতিমধ্যেই নজরে পড়েছে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের। তাঁর বক্তব্য, 'এধরনের বিষয়গুলি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে শুরু করেছি।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসগুলির সামনে 'এনবিএসটিসি' কথা সহ লোগোটি স্টিকার হিসেবে লাগানো থাকলেও সামনের ডিপোর নাম গায়ে থাকা 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম' নামটি কোটেশনের মাধ্যমে ছাপাখানার মাধ্যমে লেখানো হয়। কিন্তু ঠিকমতো নজরদারির অভাবে সে কাজ না হওয়ায় বেশ কিছুক্ষেত্রে ভুল নাম কিংবা ভুল বানান দেখা যাচ্ছে। যা রীতিমতন দৃষ্টিকটু হিসেবেই মনে করছেন বাসের যাত্রীরা। শুক্রবার শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি রুটেও একই রকমভাবে এধরনের বিভ্রান্তিকর নাম দেখা গিয়েছে। সেখানেও 'র'–'ব' হয়ে রয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতন ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রায়ই সরকারি বাসে যাতায়াতাকারী বিজন দাস। তিনি বলেন, 'বহু পর্যটকও সরকারি বাসে করে যাতায়াত করেন। তাঁদের কাছে তো গোটা বিষয়টাই বিভ্রান্তিকর। আর সরকারি বাসে যদি নাম নিয়ে এরকম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাহলে তো আর কিছু বলারই নেই।' বিষয়টা নিয়ে নিগমের কর্মীদের মধ্যেও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'নাম লেখার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দেখা উচিত, ঠিকমতো সবকিছু লেখা রয়েছে কি না। নইলে গাফিলতির বিষয়টাই তো প্রকাশ্যে সামনে আসছে।' তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাসের অকপট স্বীকার, 'এটা আমাদেরই ভুল। আমাদেরই এই ভুল শোধরাতে হবে।' ওয়াকিবহল মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের 'জেএনএনইউআরএম' বাস আসার পর বেসরকারি বাসগুলির একটা অংশ যাত্রীদের নিজের দিকে টানতে 'এনবিএসটিসি'–র অনুরূপ নামের ব্যবহার করছে। কোনও ক্ষেত্রে 'এনবিএসসি', কোনও ক্ষেত্রে আবার এনবিসিসি'। রংও একই ব্যবহার করছে। এই পরিস্থিতিতে নিগম যদি খোদ নিজের সংস্থার নাম ভুল রাখা অবস্থাতেই বাস রাস্তায় বের করতে শুরু করে, তাহলে তো বিভ্রান্তি আরও বাড়বে। দীপঙ্করবাবু বলেন, 'এধরনের বিষয়গুলো আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি।' সবমিলিয়ে, নজরদারির অভাবে গায়ে ভুল নাম নিয়েই চলছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস।

> নাম লেখার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দেখা উচিত, ঠিকমতো সবকিছু লেখা রয়েছে কি না। নইলে গাফিলতির বিষয়টাই তো প্রকাশ্যে সামনে আসছে।
>
> –তুফান ভট্টাচার্য
> *বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য*

দারিদ্র্যকে জয় করে নেটে ভালো ফল তিন ছাত্রের

তপনকুমার বিশ্বাস

ঝিটকিয়া (গোয়ালপোখর), ৬ নভেম্বর : শিক্ষার দিক দিয়ে রাজ্যে পিছিয়ে পড়া এলাকার মধ্যে রয়েছে গোয়ালপোখর–২ ব্লক। এবার এই ব্লকের তিন ছাত্র ইউজিসি নেট–এ ভালো ফল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এই ফলাফলে এলাকার শিক্ষা মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। শনিবার ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

ব্লকের নিয়ামতপুর গ্রামের সঞ্জয় মণ্ডল ভূগোলে, হাসানের সুদেব মণ্ডল ইংরেজিতে ও গলিয়ার জাবির আলম সংস্কৃত বিষয়ে নেটে কৃতকার্য হয়েছে। ওই তিন ছাত্রই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এই সাফল্য পেয়েছে। চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আফরিন আজাদ বলেন, 'এলাকার ছেলেমেয়েরা এখন শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। এটি আমাদের জন্য খুবই খুশির খবর। এলাকার বিধায়ক হিসেবে ওই পড়ুয়াদের যখনই প্রয়োজন হবে, অবশ্যই পাশে দাঁড়ানো হবে।'

স্থানীয় সৈয়দপুর বাভনটুলি হাইস্কুলের শিক্ষক অজয় সরকারের পর্যবেক্ষণ, 'ওই তিন ছাত্র পড়াশোনায় খুবই ভালো। তাঁরা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে নেটে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আগামীদিনে তাঁরা অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে পারবে।'

নিয়ামতপুরের সঞ্জয় মণ্ডলের বাবা নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল পেশায় ভাগচাষি। নারায়ণবাবু লেখাপড়া না জানলেও খুব কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। নারায়ণবাবু বলেন, 'অনেক কষ্ট করে ছেলে নেট পাশ করেছে। সবার আশীর্বাদ থাকলে ছেলে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছোবে।'

হাসান এলাকার সুদেব মণ্ডল ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর। ওই বিষয়ে নেট কোয়ালিফাই করেছেন তিনি। সুদেবের বাবা সুরেশ মণ্ডল পেশায় রাজমিস্ত্রি। তাঁর কথায়, 'ছেলে পড়াশোনায় আগ্রহী দেখে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছি। গ্রামীণ এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ সবসময় মেলে না। অনেক সময় দিনমজুরিও করে ছেলেকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছি। আমি চাইব আগামীতে সুদেব অধ্যাপক হয়ে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে পারে।'

মুসলিম পরিবারের সন্তান হলেও গতানুগতিক চিন্তাভাবনা পেছনে ফেলে সংস্কৃত বিষয়ে আগ্রহ ছিল গলিয়ার জাবির আলমের। সেই বিষয়ে এমএ পাশ করেছেন জাবির। এবার ওই বিষয়ে নেট কোয়ালিফাই করেছেন। জাবিরের বাবা প্রান্তিক চাষি। পরিবারের সচ্ছলতা বলতে কিছুই নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে নেট–এ জাবির ভালো ফল করায় খুশি তাঁর পরিবার।

গোয়ালপোখর–২ ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার বলেন, 'খবরটি পেয়েছি। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ব্লকের ওই তিন ছাত্র নেট–এ যে ফল করেছে তা সত্যিই অভাবনীয়। তাঁদের দেখে আগামীদিনে পড়ুয়ারা উৎসাহিত হবে এবং এলাকায় শিক্ষার জোয়ার আসবে বলে আমি আশাবাদী।'

> আমাদের ব্লকের ওই তিন ছাত্র নেট–এ যে ফল করেছে তা সত্যিই অভাবনীয়। তাঁদের দেখে আগামীদিনে পড়ুয়ারা উৎসাহিত হবে এবং এলাকায় শিক্ষার জোয়ার আসবে বলে আমি আশাবাদী।
>
> –কানাইয়া কুমার
> *বিডিও, গোয়ালপোখর–২*

ছুটির দিনে নৌকাবিহার। রবিবার আলিপুরদুয়ারের কাছে সিকিয়াঝোরায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

যাত্রীসংখ্যা কমছে, বাড়ছে ভিস্টাডোমের যাত্রাপথ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : এক বছরেই পালটে গেল ছবিটা। নিউ জলপাইগুড়ি–আলিপুরদুয়ার জংশনের মধ্যে ভিস্টাডোম কোচে যাতায়াতের জন্য যখন গত বছর হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, এবার তার ঠিক উলটো। পুজোর মরশুমেও সেভাবে যাত্রী টানতে পারেনি। রেলেরই হিসেব বলছে ভিস্টাডোম কোচে যাত্রী হয়েছে ৫০ শতাংশ। করোনার আতঙ্ক কাটিয়ে এবার যেখানে ডুয়ার্স ও পাহাড়ে পর্যটকের ঢল নেমেছে, সেখানে ভিস্টাডোম কোচে ডুয়ার্সের রেলপথে যাত্রার বিষয়টি সেভাবে যে ছাপ ফেলতে পারেনি, তা টিকিট বিক্রিতেই স্পষ্ট।

পুজোর আগে থেকেই যাত্রীর সংখ্যা কমছিল। তাই সেই সময় সপ্তাহে দু'দিন ট্রেনটি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে পুজোর মরশুমে সাতদিনই চলেছে ট্রেনটি। তবে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ রেল। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপকুমার সিংয়ের দাবি, ভিস্টাডোমের যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সংখ্যা আরও যাতে বাড়ে, তার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রেল সূত্রে খবর, ট্রেনটির যাত্রাপথ কোচবিহার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যায় কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তবে সেক্ষেত্রে সময়সীমা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২০২১ সালের ২৮ অগাস্ট থেকে নিউ জলপাইগুড়ি–আলিপুরদুয়ার জংশন রুটে ভিস্টাডোম কোচ সহ টুরিস্ট এক্সপ্রেস চালু করে রেল। ট্রেনটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুয়ার্সের জঙ্গলের রূপ দেখতে ভিস্টাডোম কোচে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। এক মাস আগে থেকেই ওই কোচের সমস্ত টিকিট বুকড হয়ে যেত। দীর্ঘ ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হত যাত্রীদের। প্রথমে সপ্তাহে তিনদিন ট্রেনটি চললেও এখন চাহিদা দেখে সপ্তাহে প্রতিদিন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভিস্টাডোম কোচকে ঘিরে ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায় নতুন জোয়ার আসবে বলে আশা করেছিল রেল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টিকিটের চাহিদা কমতে শুরু করে। তাই ট্রেন চলাচলের দিনসংখ্যা কমিয়ে দু'দিন করে দেওয়া হয়। পুজোর সময় যাত্রীসংখ্যা বাড়তে পারে বলে দিনসংখ্যা বাড়ানো হলেও সেই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়নি।

রেল সূত্রে খবর, ভিস্টাডোম কোচ সহ টুরিস্ট এক্সপ্রেসকে কোচবিহার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করলে আরও একটি পর্যটনস্থল যাত্রাপথের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে যাঁরা উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসেন, তাঁরা আরও একটি ট্রেনের সুবিধা পাবেন।

কিন্তু সমস্যা হয়েছে ট্রেনটির সময় নিয়ে। এখন ট্রেনটি সকাল ৭টা ২০মিনিটে ছেড়ে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে পৌঁছায় দুপুর ১টায়। ফিরতি যাত্রায় দুপুর দুটোয় ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ছেড়ে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছায়। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ট্রেনটির যেতে সময় লাগে ৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। একই পথ ফিরতে সময় ধরা হয়েছে ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিট।

কোচবিহার পর্যন্ত ট্রেনটি গেলে আরও সময় লাগবে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান যাত্রাপথে সময়ের কাটছাঁট করে নতুন তালিকা তৈরি করে তা রেলবোর্ডে পাঠানো হয়েছে। সেই তালিকার অনুমোদন মিললে কোচবিহার পর্যন্ত ভিস্টাডোম কোচ সহ টুরিস্ট এক্সপ্রেসটি চলাচল করবে। সেক্ষেত্রে যাত্রীসংখ্যা ফের বাড়বে বলে আশাবাদী রেলকর্তারা।

তবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, ডুয়ার্সের জঙ্গলে রাত্রিবাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও অনেক যাত্রী ভিস্টাডোম কোচে ডুয়ার্সে যাওয়ার বদলে বিকল্প পথ বেছে নিচ্ছেন।

- কোচবিহার পর্যন্ত ট্রেনটি গেলে আরও সময় লাগবে
- বর্তমান যাত্রাপথে সময়ের কাটছাঁট করে নতুন তালিকা তৈরি করে তা রেলবোর্ডে পাঠানো হয়েছে
- সেই তালিকার অনুমোদন মিললে কোচবিহার পর্যন্ত ভিস্টাডোম কোচ সহ টুরিস্ট এক্সপ্রেসটি চলাচল করবে
- সেক্ষেত্রে যাত্রীসংখ্যা ফের বাড়বে বলে আশাবাদী রেলকর্তারা

পর্যটক টানতে রেলের নয়া উদ্যোগ

চক্ষু বিভাগ কার্যত অচল

মেডিকেলে দীর্ঘদিন অচল পেরিমেট্রি ও বায়োমেট্রি মেশিন

কী এই পেরিমেট্রি মেশিন

মূলত গ্লকোমা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের ব্যবহার বেশি হয়। রোগীর চোখ সামনের দু'দিকে কতটা এলাকা দেখতে পাচ্ছে, গ্লকোমার জেরে দৃষ্টিশক্তির পরিধি কমছে কি না, তা এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। প্রায় এক বছর ধরে মেডিকেলের পেরিমেট্রি যন্ত্রটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে।

কী এই বায়োমেট্রি মেশিন

কোনও রোগীর চোখে ছানি রয়েছে কি না, ছানি থাকলে অপারেশনের পরে কত পাওয়ারের লেন্স বসাতে হবে, সেই সমস্ত এই বায়োমেট্রি ঠিক করে দেয়। গত তিন মাস ধরে মেশিনটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : চোখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেরিমেট্রি এবং বায়োমেট্রি মেশিন। অথচ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে এই মেশিন দুটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। যার ফলে অনেকটা আন্দাজে আন্দাজে চিকিৎসা করতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। এমনকি ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রেও আন্দাজমতোই রোগীর চোখে লেন্স বসানো হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে স্বভাবতই রোগীর বিপদ বাড়ার আশঙ্কা থাকছে।

আবার সমস্যা কমাতে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে যেতে বলা হচ্ছে। সেখানে যেতে গিয়ে দালালদের খপ্পরে পড়ছেন রোগীরা। বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'বায়োমেট্রি মেশিনটি মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে। একটি নতুন বায়োমেট্রি মেশিন কেনার জন্য স্বাস্থ্য ভবন থেকে টেন্ডার করা হয়েছে। সেটা যতদিন না আসছে এভাবেই চলতে হবে।' সেইসঙ্গে পেরিমেট্রি মেশিনও দ্রুত মেরামত করার আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতাল সুপার।

প্রায় এক বছর ধরে মেডিকেলের পেরিমেট্রি যন্ত্রটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। মূলত গ্লকোমা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের ব্যবহার বেশি হয়। রোগীর চোখ সামনের দু'দিকে কতটা এলাকা দেখতে পাচ্ছে, গ্লকোমার জেরে দৃষ্টিশক্তির পরিধি কমছে কি না, তা এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই এই মেশিনটি সারাইয়ের কোনও ব্যবস্থাই করেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। এখনও চক্ষু বিভাগের ভিতরে পেরিমেট্রি মেশিনটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

তাহলে চিকিৎসা হচ্ছে কীভাবে? এক চিকিৎসকের বক্তব্য, 'বাইরে থেকে রোগীদের পেরিমেট্রি করিয়ে নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে। যাঁরা দেড়-দুই হাজার টাকা খরচ করে বেসরকারি জায়গা থেকে পেরিমেট্রি পরীক্ষা করিয়ে আসতে পারবেন, তাঁদেরই চিকিৎসা হচ্ছে। নয়তো বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে যেতে বলা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, গত তিন মাস ধরে বায়োমেট্রি মেশিনটিও অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কোনও রোগীর চোখে ছানি রয়েছে কি না, ছানি থাকলে অপারেশনের পরে কত পাওয়ারের লেন্স বসাতে হবে, সেই সমস্ত এই বায়োমেট্রি ঠিক করে দেয়। মেডিকেলের চক্ষু বিভাগে প্রতিদিন সিংহভাগ রোগীই আসেন ছানির সমস্যা নিয়ে। অথচ বায়োমেট্রি মেশিনটি খারাপ থাকায় ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ছানি অপারেশনের পরে একেকজন রোগীর ভিন্ন ভিন্ন পাওয়ারের লেন্স প্রয়োজন হয়। কিন্তু বায়োমেট্রি না থাকায় কার কত পাওয়ারের লেন্স প্রয়োজন, তা ধরা যাচ্ছে না। ফলে খানিকটা অনুমান করেই অপারেশনের পর লেন্স বসানো হচ্ছে। কারও ক্ষেত্রে সেটা হয়তো ঠিকঠাক হচ্ছে, আবার কেউ একটু ঝাপসা দেখছেন।

আবার বায়োমেট্রি এবং পেরিমেট্রি করানো নিয়ে দালালদের খপ্পরেও পড়ছেন রোগীরা। চক্ষু বিভাগের বাইরে দাঁড়ানো দালালরা রোগীকে ফুসলিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইছে। সেই প্ররোচনায় পা দিয়ে একবার বেসরকারি ক্ষেত্রে চলে গেলেই অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে রোগীদের।

শ্রীলঙ্কার সংকটে বাজার দখল ভারতের

রপ্তানি বাড়লেও ধুঁকছে দার্জিলিং চা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কায় সংকটে হুহু করে রপ্তানি বেড়েছে ভারতীয় চায়ের। গত বছরের তুলনায় বছরের প্রথম ৮ মাসেই বিদেশের বাজারে ভারতীয় চা-এর দাপট। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও সে দেশে রপ্তানি বেড়েছে। বছর শেষ হতে হতে ২২৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানির মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবে বলে আশা চা শিল্পপতিদের। যা গত বছরে ছিল ১৯৬ মিলিয়ন কেজি। কিন্তু সেই স্বস্তির খবরের মাঝে হতাশার পরিস্থিতি দার্জিলিং চা নিয়েই। একদিকে সস্তার নেপাল চায়ের দাপট, অন্যদিকে উৎপাদন খরচের লাগামছাড়া বৃদ্ধির জোড়া ফলায় বিদ্ধ দেশের মধ্যে প্রথম জিআই ট্যাগ পাওয়া দার্জিলিং চা। যা নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই উত্তরবঙ্গের চা মহলের।

বিষয়টি নিয়ে ইন্ডিয়ান টি এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অংশুমান কানোরিয়া বলেন, 'চায়ের রপ্তানি বাড়ছে। তবে দার্জিলিংয়ের চায়ের জন্য কোনও সুখবর নেই। সেখানকার রপ্তানি দিনকে দিন কমছে। পাল্লা দিয়ে কমছে উৎপাদন। সরকারি সাহায্য না পেলে দেশের গর্ব দার্জিলিং চায়ের ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়া শুভ সংকেত। তবে ক্ষুদ্র চা চাষিরা এর সুফল পাচ্ছেন না। তাঁদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার দাম দিন-দিন কমছে। উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিও বন্ধের মুখে। দেশের ঘরোয়া বাজারের চাহিদাও একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। টি বোর্ডের এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েই দেখা উচিত।'

সম্প্রতি প্রকাশিত টি বোর্ডের তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ ১৪০.২৮ মিলিয়ন কেজি। যা এই সময় পর্যন্ত গত বছরে ছিল ১২২.১৮ মিলিয়ন কেজি। রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তানের মতো দেশগুলিতে রপ্তানি হয়েছে ৩০.৫৬ মিলিয়ন কেজি চা। গত বছর যা ছিল ২৯.১৩ মিলিয়ন কেজি। রপ্তানি বেড়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, তুর্কি, ইরানের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। সিরিয়ার মতো দেশ থেকে ৫০ বছর পর ভারতের চা কেনা শুরু করছে। লেবানন হয়ে সিরিয়ায় ভারতের চা পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এই সব দেশেই আগে শ্রীলঙ্কার অর্থোডক্স চায়ের একচেটিয়া বাজার ছিল।

কিন্তু রপ্তানির ফিল গুড আবহেও পুরু ভাঁজ ফেলেছে উত্তরের চা মহলের কপালে। পাহাড়ের বাগানে শ্রমিকদের অনুপস্থিতির সংখ্যা ৫০-৬০ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। শুধু ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্লাশ মিলিয়ে ২০ শতাংশের মতো চায়ের ভালো দাম মিলছে। বাকি সময়ের উৎপাদনের কোনও চাহিদা নেই। তবে রপ্তানি বৃদ্ধির সুখবরের রেশ ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় রয়েছে উত্তরের চা মহল।

পাহাড়ে বিমলই বিজেপির তুরুপের তাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : পাহাড়ের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে অনীত থাপা, অজয় এডওয়ার্ডের মোকাবিলায় বিমলকেই তুরুপের তাস করছে বিজেপি। ইতিমধ্যে বিমলকে পঞ্চায়েতের প্রস্তুতির জন্য দলের তরফে বলেও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৪-এর লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বিমলের সঙ্গে এখন থেকেই সখ্য তৈরি করছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দু'দিন আগেই বিমলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ফলে বিজেপি যে বিমলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাইছে তা কার্যত পরিষ্কার।

এদিকে, বিমলও বিজেপির ঘরে ফিরে পাহাড়ে নিজের রাজনৈতিক মাটি পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন। তবে মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত ভোট এখনও দেরি আছে। আমরা জিটিএ ভোটে লড়িনি, পঞ্চায়েত ভোটে অবশ্যই অংশ নেব। কিন্তু তার রুটম্যাপ এখনও ঠিক হয়নি।' বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি কল্যাণ দেওয়ানের বক্তব্য, 'ভোট ঘোষণা হোক, তারপর এসব নিয়ে বলব।'

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি)-এর অধীনে ২০০০ সালে পাহাড়ে শেষ পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল। ২০০৫ সালের পর থেকে পাহাড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নেই। প্রথমত, ঘিসিংয়ের আপত্তি এবং পরবর্তীতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার উত্থানের পর থেকে আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের জেরে এখন

পঞ্চায়েত ভোট

পাহাড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়নের প্রচুর প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পাহাড়।

এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে দ্রুত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফেরাতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ইচ্ছেতেই ইতিমধ্যে পাহাড়ে পঞ্চায়েতের আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হয়েছে। জিটিএ আইনে পাহাড়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট হচ্ছে, এটা একরকম নিশ্চিত। সবকিছু ঠিক থাকলে রাজ্যের বাকি জায়গার পঞ্চায়েত ভোটের সঙ্গেই পাহাড়েও পঞ্চায়েত ভোট করিয়ে নিতে চাইছে সরকার। এটা বুঝেই অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম), হামরো পার্টি ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। গ্রামে গ্রামে দলীয় কমিটি গঠন, মানুষের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে জনসংযোগ চলছে। অনীতও জিটিএ'র মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের প্রাধান্য দিয়েছেন।

বসে নেই বিজেপিও। তারা পাহাড়ে বিভিন্ন দল থেকে যোগদান পর্বের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে। জিএনএলএফ, সিপিআরএম-কে সঙ্গে নিয়ে আপাতত ময়দানে নামছে বিজেপি। কিন্তু পাহাড়ের মানুষের কাছে নিজেদের কথা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেভাবে কোনও মুখ নেই বিজেপি বা সহযোগী দলগুলিতে। সেজন্যই বিমলকে পাশে চাইছে বিজেপি। বিমলের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, বিধায়ক নীরজ জিম্বা সহ অন্য নেতৃত্বের নিয়মিত কথা হচ্ছে। বিমল তাঁদের জানিয়েছেন, আপাতত তিনি পৃথক রাজ্য আদায়ের দাবি নিয়ে দিল্লিতে দরবার করার জন্য একটি সর্বভারতীয় কমিটি তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের গোর্খাদের প্রতিনিধিকে এই কমিটিতে রাখা হবে। সেই কমিটিই রাজ্য আদায়ের দাবি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে দরবার করবে।

এখন দেখার বিজেপির হাত ধরে পাহাড়ে ফের গুরুং নিজের আসর জমাতে পারেন কি না।

সুকান্ত-হরকাকে সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের চতুর্থ রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং পাহাড়ের জন আন্দোলন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হরকাবাহাদুর ছেত্রীকে এদিন বটানি বিভাগের তরফে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে এদিন দুজনেই স্মৃতিচারণায় ফিরে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে। ছাত্র হিসেবে তাঁরা কেমন ছিলেন সহপাঠীদের কাছে, সেসময় অধ্যাপকরা কেমন ছিলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কের বুনিয়াদ কেমন ছিল, নিজেদের বক্তব্যে তুলে ধরেন সুকান্ত, হরকাবাহাদুর। বক্তব্য রাখেন আরও অনেক প্রাক্তনী।

এদিন সকালে রি-ইউনিয়নের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। এদিনই ২১ জনকে নিয়ে অ্যালুমনি গঠন করা হয়। যার জন্য সুকান্ত মজুমদার দশ হাজার টাকা জমা দেন তহবিল গঠনের জন্য। তিনি এবং হরকাবাহাদুর ছেত্রী ছাড়াও সমস্ত প্রাক্তনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির ক্ষেত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্র এবং বিভাগগুলির ভূমিকা রয়েছে, তা নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন উপাচার্য। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের অধ্যাপকদের পাশাপাশি স্কুল শিক্ষকরাও এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বলে জানান আয়োজক কমিটির সম্পাদক ও বটানি বিভাগের সহ অধ্যাপক স্বর্ণেন্দু রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রায় তিনশো প্রাক্তনী।

ক্ষতিপূরণে বঞ্চিত পরিবার

ফাঁসিদেওয়া, ৬ নভেম্বর : আদিবাসীদের চাকরি এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অধিগৃহীত জমিতে কৃষক বাজার তৈরি হয়েছে। অথচ, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কান্তিভিটার অন্তত ১৪টি পরিবার এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি বলে অভিযোগ। রবিবার শিলিগুড়িতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির আর্জি জানাল ১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। সুকান্তর মন্তব্য, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে আছি। এমন অন্যায় কোনওভাবেই মানা যাবে না। প্রয়োজনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে কৃষক বাজার তৈরি হয়েছিল। তবে, এই সমস্ত কৃষক বাজারের অধিকাংশই চালু হয়নি। কিংবা চালু হলেও কৃষকদের কাজে আসছে না বলে রাজ্যে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়াতেও কৃষক বাজার হয়েছিল। তবে সেটি আজও চালু হয়নি।

ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটা সংলগ্ন বালাসন নদীর কাছে লিচুবাগান এলাকায় ২০১৪ সালে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আদিবাসীদের জমিতে কৃষক বাজার হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারে চাকরি এবং জমির ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল বলে পরিবারগুলির দাবি। তবে, এতবছর পরও কিছুই পাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। আরও দাবি, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হয়নি। হাইকোর্টেও পিটিশন জমা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবারের তরফে ফার্দিনান্দ টিগ্গা বলেন, 'বিজেপি রাজ্য সভাপতি আমাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।'

চল, দেখি কার চাকা আগে যায়। রবিবার মূর্তির কাছে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

নকশালবাড়ি শুটআউট কাণ্ডে ফরেন্সিক দল

নকশালবাড়ি, ৬ নভেম্বর : নকশালবাড়ি কোটিয়াজোতের শুটআউটের ঘটনায় ফরেন্সিক দলকে ডাকল পুলিশ। ফরেন্সিক দল গোটা ঘটনার তদন্ত করবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে তার রহস্য জানাবে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দল। গত ২৪ অক্টোবর দীপাবলির রাতে কোটিয়াজোত এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন মিলনি পাল নামে এক মহিলা। পুজোর রাতে গুলিবিদ্ধের ঘটনায় নকশালবাড়িজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মহিলার বুকের ডান পাশে গুলি লাগে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে ক্ষতের চিহ্ন ছিল। মহিলার কাছ থেকে দুটি গুলিও উদ্ধার হয়। বিষয়টি নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। কিন্তু তদন্তে মহিলা অসহযোগিতা করাতে দার্জিলিং পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। গুলি কোথা থেকে এল, কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে তার কোনও রহস্যই খুলতে পারেনি পুলিশ। শেষপর্যন্ত কলকাতা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের কাছে দ্বারস্থ হয়েছে দার্জিলিং পুলিশ। কোন বন্দুক থেকে গুলি চলেছিল, বুলেটের আকার নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছিল তারও খোলাসা করবেন। নকশালবাড়ির শুটআউটের ঘটনার একটি বিষয় নিয়ে রহস্য রয়েই গিয়েছে। সেই বিষয়টি তদন্তের পরিধির মধ্যে এলেও, তা পুরোপুরি এখনও খোলসা করা হয়নি। ঘটনার দিন গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন বাজি-পটকার শব্দে, কালীপুজোর মণ্ডপে মাইকের শব্দে তাঁরা গুলির শব্দ শুনতে পাননি। গুলি দুটি কোথা থেকে এল? সামনে থেকে গুলি চললে শরীর ভেদ করে চলে যেত। কিন্তু তেমন কোনও কিছুই হয়নি। মেডিকেল রিপোর্টে সরাসরি কোনও গুলির কথার উল্লেখ নেই। এখানেই রহস্য রয়েছে।

ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক পেরিয়ে গেলেও কোটিয়াজোতের শুটআউট নিয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চাইছে না। অন্যদিকে, নকশালবাড়ির বাসিন্দারাও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন সামাজিক মাধ্যমে তুলেছেন। ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। কিন্তু কোনও ফল মেলেনি। দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কলকাতায় ফরেন্সিক দলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা দ্রুত নকশালবাড়িতে আসবেন।

খড়িবাড়িতে আবর্জনায় ডেঙ্গি সংক্রমণের ভয়

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৬ নভেম্বর : খড়িবাড়িতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এজন্য খড়িবাড়ি বাজারের আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা এবং সাফাই কাজের অভাবকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা। মাছ বাজারের পেছনে খেঁচগাঁজা খালের জলে মাছের থার্মোকলের বাক্স ফেলা হচ্ছে। সেই বাক্সে জন্মাচ্ছে মশার লার্ভা। খাল পরিষ্কার না করায় তৃণমূল পরিচালিত খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী।

খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'পুজোর সময় নর্দমা পরিষ্কারের পাশাপাশি খেঁচগাঁজা খাল পরিষ্কার ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়। আর্থমুভার দিয়ে খালের কাজ শুরু হয়। বাজারের পেছনে খালে আর্থমুভার নামানো সম্ভব হয়নি। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমিক দিয়েও কাজ করানো যাচ্ছে না। হাটবাবু, ব্যবসায়ী সমিতি ও মাছ ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।' ডেঙ্গি মোকাবিলায় লাগাতার প্রচারের পাশাপাশি আক্রান্ত এলাকায় ফগিং চলছে বলে পরিমলবাবু জানান।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, খড়িবাড়িতে মোট ১৫ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। খড়িবাড়ি বাজারের এক ব্যক্তিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের

> ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমিক দিয়েও কাজ করানো যাচ্ছে না। হাটবাবু, ব্যবসায়ী সমিতি ও মাছ ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **পরিমল সিংহ**, *প্রধান*

নজরদারির অভাব রয়েছে বলে দাবি খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা সিপিএম নেতা বাদল সরকারের। তিনি বলেন, 'খড়িবাড়ি বাজারের পাশ দিয়ে গিয়েছে খেঁচগাঁজা খাল। এই খালটি খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়িভিটা, ফুলবরজোত, প্রেতাজোত, খালটাবাজার, হাওদাভিটা ও খড়িবাড়ি বাজার হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে। বর্ষার সময় গোটা এলাকার জল এই খাল দিয়ে বিহারে যায়। বাজারের সমস্ত আবর্জনা ব্যবসায়ীরা খালে ফেলছেন। আর গ্রাম পঞ্চায়েত ঠুঁটো জগন্নাথ।'

খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডলের সভাপতি কল্যাণ প্রসাদের কথায়, 'খড়িবাড়ি বাজারে পাঁচ শতাধিক দোকান রয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। অথচ আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা নেই। অধিকাংশ ব্যবসায়ী খেঁচগাঁজা খালে নোংরা ফেলেন। খালের নাব্যতা কমে গিয়েছে। মশার আঁতুড় হয়েছে খড়িবাড়ি বাজার। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেও লাভ হচ্ছে না।'

খড়িবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অজয় জয়সওয়াল বলছেন, 'ব্যবসায়ীদের বহুবার আবর্জনা খালে না ফেলার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বাজারের কয়েকটি নর্দমা পরিষ্কার করা হলেও খেঁচগাঁজা খাল হয়নি।'

ঝুলন্ত সেতু পরিদর্শনে অরুণ ঘোষ। রবিবার শালবাড়িতে।

শালবাড়িতে ঝুলন্ত সেতু সংস্কারের সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ির ঝুলন্ত সেতু দ্রুত মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিল মহকুমা পরিষদ। সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ করে এই ঝুলন্ত সেতুটি মেরামত করা হবে। রবিবার এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই ঝুলন্ত সেতুর পাশেই একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের বিষয়েও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) সঙ্গে কথা বলব।'

শালবাড়ি থেকে সুকনা চা বাগান হয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামে যাতায়াতের জন্য বৃটিশ আমল থেকেই পঞ্চনই নদীর উপরে একটি ঝুলন্ত সেতুর ব্যবহার হয়ে আসছে। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মানুষ ওই সেতু দিয়ে চলাচল করেন। পরিস্থিতি বুঝে ২০০৬ সালে মহকুমা পরিষদ ওই ঝুলন্ত সেতুর পাশেই একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই কংক্রিটের সেতুটি ২০১৫ সালে ভূমিকম্পের সময় ভেঙে যায়। ফলে আবার ওই নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে ওই ঝুলন্ত সেতুটিই। বর্তমানে ওই সেতু দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যেমন পারাপার হচ্ছেন, তেমনই সাইকেল, মোটরবাইক থেকে শুরু করে যাত্রী নিয়ে টোটোও পারাপার হচ্ছে। দীর্ঘদিন ওই ঝুলন্ত সেতু মেরামত না হওয়ায় যে কোনও সময় সেটি ভেঙে বড় ধরনের বিপর্যয় এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।

> এই ঝুলন্ত সেতুর পাশেই একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের বিষয়েও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।
>
> **অরুণ ঘোষ**
> *সভাধিপতি, মহকুমা পরিষদ*

গত ১ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। তার পরেই মহকুমা পরিষদ নড়েচড়ে বসেছে। এদিন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস সহ দপ্তরের অন্য আধিকারিকদের নিয়ে এলাকায় যান সভাধিপতি। তিনি সেতুর পুরোটাই ঘুরে দেখেন। পরে বলেন, 'এই ঝুলন্ত সেতুটি মেরামত করার জন্য সোমবারই টেন্ডার করা হবে। পাশাপাশি আমরা দ্রুত নতুন সেতুর জন্য ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করছি। সেই ডিপিআর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং এসজেডিএ'র কাছে পাঠানো হবে। যে কোনও একটি দপ্তর থেকে আর্থিক বরাদ্দ এনে যত দ্রুত সম্ভব সেতুটি তৈরির ব্যবস্থা করব।'

ট্রেকিংয়ে পড়ুয়ারা

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : রবিবার ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের মাল মহকুমা শাখার তত্ত্বাবধানে ট্রেকিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলে কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের রকি আইল্যান্ড, ধাপেটার, তিনকাটারি এলাকায়। এদিন সকালে প্রায় ২০০ জন কিশোর-কিশোরী মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে জড়ো হয়। সেখান থেকে তাদের রকি আইল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই বেয়ে ধাপেটার, তিনকাটারির মতন দুর্গম এলাকায় পৌঁছায় তারা।

এক মাস ধরে জল নেই নাগুরুজোতে

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ৬ নভেম্বর : দীর্ঘ এক মাস থেকে জলকষ্টে ভুগছে পাথরঘাটার নাগুরুজোত এলাকার প্রায় ১২০০ পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, গত অক্টোবর মাস থেকে বন্ধ টাইমকলের মাধ্যমে জল পরিষেবা। যেখানে রাজ্যের অন্য জায়গায় বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেখানে এই এলাকায় এতদিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকলেও প্রশাসন উদাসীন কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

পিএইচই'র মাটিগাড়ার প্রকল্পের অপারেটর নীলমোহন সিংহের দাবি, জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ হরি শর্মা বলেন, 'জলের লেয়ার নীচে নেমে যাওয়ায় নতুন করে বোরিং করতে হবে। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং মাটিগাড়া বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

> গ্রামে প্রায় প্রত্যেকের কুয়ো শুকিয়ে গিয়েছে। পানীয় জলের একমাত্র ভরসা ছিল টাইমকল। এখন সেই পরিষেবা না পাওয়ায় জল কিনে পান করতে হচ্ছে। সেটা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে।
>
> –**উত্তম শৈব** *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম শৈবর গলায় ক্ষোভ, 'গ্রামে প্রায় প্রত্যেকের কুয়ো শুকিয়ে গিয়েছে। পানীয় জলের একমাত্র ভরসা ছিল টাইমকল। এখন সেই পরিষেবা না পাওয়ায় জল কিনে পান করতে হচ্ছে। কিন্তু সেটা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে।' এই পরিস্থিতিতে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন কুয়োর অপরিস্রুত জল পান করতে। নিবানন্দ রায় বলেন, 'যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন প্রত্যেককে জল পরিষেবা দেওয়া হবে, সেখানে এই এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।'

শুধু এই এলাকাই নয়। শালবাড়ি নয়াবস্তির একই হাল। প্রায় ২ বছর ধরে টাইমকলের মাধ্যমে জল পরিষেবা বন্ধ। প্রথমে ঘোলাজল সরবরাহ হলেও ২ বছর আগে বন্ধ হয়ে যায় জল পরিষেবা। প্রশাসনের তরফে কয়েকবার এলাকা পরিদর্শন করতে এলেও কোনও ফল হয়নি বলে দাবি নয়াবস্তির বাসিন্দাদের।

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'শালবাড়ির জলের সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। পাথারঘাটার বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখব।' কবে সমস্যা মিটবে, জানেন না সাধারণ মানুষ। অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই তাঁদের কাছে।

পাখি খেলায় পুরস্কার ৩২ হাজার

বেলাকোবা, ৬ নভেম্বর : গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া 'পাখি খেলা' বর্তমান যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিল রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা সোশ্যাল ইউনাইটেড। পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পণ্ডিতেরবাড়ি মাঠে রবিবার একদিবসীয় 'পাখি খেলা'র উদ্বোধন করেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

খেলা কমিটির সভাপতি মইনুল হক জানান, প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশ নিয়েছে। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে দলগুলি গ্রামীণ এই খেলা খেলতে এসেছে।

উদ্বোধনী খেলাতে অংশগ্রহণ করে হাড়িয়াবাড়ি সিনিয়ার বনাম বটতলা পাখি খেলা কমিটি। টুর্নামেন্টে বিজয়ী দল ট্রফির সঙ্গে পাবে ৩২ হাজার টাকা। রানার্স দলকে ২১ হাজার টাকার সঙ্গে ট্রফি দেওয়া হবে বলে কমিটি সম্পাদক গুলজার মহম্মদ জানান। খেলার মাঠে মহিলা ও পুরুষ দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

খেলায় স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী করিমুল হক, হড়পায় উদ্ধারকারী মহম্মদ মানিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা রায় প্রমুখ। খেলা প্রসঙ্গে করিমুল জানালেন, গ্রামবাংলার এই জনপ্রিয় খেলা হারাতে বসেছে। এই খেলা পুনরায় ফিরিয়ে আনা দরকার।এদিন খেলা শুরুর আগে হড়পায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পদ্মশ্রী করিমুল ও মহম্মদ মানিককে সংবর্ধনা দেয় খেলা কমিটি।

এতদিনে মুক্তি, আবার সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর

বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে আনা হয়েছিল এই চিতাদের। কুনো ন্যাশনাল পার্কে তারা ছিল কোয়ারান্টিনে। রবিবারই সেই কোয়ারান্টিনপর্ব শেষ হল। তাদের ছাড়া হচ্ছে আরও বড় অঞ্চলে। শেওপুরে রবিবার। ছবি : পিটিআই

উপনির্বাচনে চওড়া হাসি উদ্ধব ও কেসিআরের

সাতে চার বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : হিমাচলপ্রদেশ-গুজরাটে বিধানসভা ভোটের আগে বড় সাফল্য পেল বিজেপি। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, বিহার এবং ওড়িশার ৭টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হল রবিবার। তাতে বিজেপির দখলে গিয়েছে ৪টি আসন। আসনগুলি হল, হরিয়ানার আদমপুর, উত্তরপ্রদেশের গোলা গোরক্ষনাথ, বিহারের গোপালগঞ্জ এবং ওড়িশার ধামনগর। তেলেঙ্গানার মুনুগোড়ে আসনে মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল টিআরএস জিতলেও দুর্দান্ত লড়াই করে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে গেরুয়া শিবির। অপরদিকে মহারাষ্ট্রের আন্ধেরি পূর্ব আসনে প্রত্যাশামতোই জয়ী হয়েছে শিবসেনা উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে। বিহারে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর মোকামা ও গোপালগঞ্জ আসনে নীতীশ-তেজস্বীর মহাজোট কতটা ভালো ফল করে সেদিকে নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের। কিন্তু আরজেডি তাদের হাতে থাকা মোকামা আসনটি ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ওই সাতটি আসনের মধ্যে বিজেপির হাতে ছিল তিনটি। কংগ্রেসের ছিল আদমপুর এবং মুনুগোড়ে আসন দুটি। শিবসেনা এবং আরজেডির হাতে একটি করে আসন ছিল।

জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বিহারের গোপালগঞ্জ আসনে দলীয় প্রার্থী কুসুম দেবী জয়ী হওয়ার পর মহাজোট এবং নীতীশ-তেজস্বীকে খোঁচা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। দলের নেতা শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, 'মোকামায় আরজেডির মার্জিন কমে গিয়েছে। আমরা বিহারের ৪০টি লোকসভা আসনেই জিতব।' এর উত্তরে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'গোপালগঞ্জে আমরা ২০২০ সালে ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলাম। কিন্তু বিজেপির অনুকূলে সহানুভূতির হাওয়া থাকা সত্ত্বেও এবার সেই ব্যবধান কমে ১৭৯৪ হয়েছে। আগামীবার আমরা ২০ হাজার ভোটে জয়ী হব।' মোকামায় আরজেডি প্রার্থী নীলম দেবী ১৬৭৪১ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

তবে বিহারে লড়াই হলেও মহারাষ্ট্রে তার কোনও অবকাশ ছিল না। বিজেপি প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ওই আসনে অনায়াসে জয় পেয়েছেন উদ্ধব গোষ্ঠীর প্রার্থী রুতুজা লাটকে। জয়ের পর তিনি মাতুশ্রীতে গিয়ে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে পাশে বসিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আমরা উপনির্বাচনে জিতেছি।' এই উপনির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নোটা। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে দাবি করেছেন অনেকে। উত্তরপ্রদেশের গোলা গোরক্ষনাথ আসনে দলের প্রার্থী আমন গিরির জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অন্যদিকে ওড়িশার ধামনগর আসনটিও ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিকে হারিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সূর্যবংশী সুরয। তেলেঙ্গানার মুনুগোড়ে আসনে বিজেপি প্রার্থী প্রায় ১০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন। হরিয়ানার আদমপুরে বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভজন লালের নাতি ভব্য বিষ্ণোই জয়ী হয়েছেন।

একনজরে

বিজেপি ৪
টিআরএস ১
আরজেডি ১
শিবসেনা (উদ্ধব) ১

তিরুপতিতে ৫৩০০ কোটির সোনা

তিরুপতি, ৬ নভেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরের সম্পত্তির পরিমাণ জানিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করল তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম বোর্ড (টিটিডি)। তাতে স্থায়ী আমানত (অর্থ) ও সোনা মিলিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের ১০.৩ টনেরও বেশি সোনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর বাজার মূল্য ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকারও বেশি। জমানো অর্থের যে ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে তার পরিমাণ হল ১৫ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা।

২০১৯ সালের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ম অনুসারে ট্রাস্টি বোর্ড চলছে। টিটিডির কার্যনির্বাহী অধিকর্তা এভি ধর্মা জানিয়েছেন, মন্দির ট্রাস্টের সম্পত্তির মোট মূল্য পৌঁছেছে ২.২৬ লক্ষ কোটিতে। ২০১৯ সালে বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের আকারে টিটিডি'র বিনিয়োগ ছিল ১৩ হাজার ২৫ কোটি টাকা। এখন এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকায়। রেড্ডি আরও জানিয়েছেন, গত তিন বছরে বিনিয়োগ বেড়েছে ২৯০০ কোটি টাকা।

ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট অনুযায়ী, ট্রাস্ট জানাচ্ছে তিরুপতি মন্দিরের ৭৩৩৯.৭৪ টন সোনা রাখা ছিল ২০১৯ সালে। গত তিনবছরে রাখা হয়েছে, আরও ২.৯ টন সোনা।

মোদির চাঞ্চল্যকর দাবির দিন পালটা দিলেন রাহুল

আ গুজরাট, মাই বনাবু চে

আহমেদাবাদ, ৬ নভেম্বর : দিল্লির মসনদ দখল করতে নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির হাতিয়ার ছিল গুজরাট মডেল। গত ৮ বছরে অবশ্য সেই মডেল নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য করতে শোনা যায় না। কিন্তু নিজের রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রচারের তীব্রতা বাড়াতে সেই পুরোনো অস্ত্রই হাতে তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার থেকে গুজরাটে প্রচারাভিযান শুরু করেন তিনি। কাপরাডার একটি জনসভায় তিনি নতুন স্লোগান দেন, 'আ গুজরাট, মাই বনাবু চে (এই গুজরাট আমি বানিয়েছি)।' গুজরাটের জনতার প্রতি তাঁর গভীর আস্থার কথা জানিয়ে মোদি বলেন, 'প্রত্যেক গুজরাটি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সেকারণে যখন গুজরাটিরা কথা বলেন, তখন তাঁদের অন্তরাত্মা থেকে সেই কথাগুলি বেরিয়ে আসে, প্রত্যেকটি আওয়াজ গুজরাটের হৃদয় থেকে আসে।'

ভালসাদ জেলার কাপরাডা আসনটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। সেকারণে আদিবাসিদের কাছে টানার চেষ্টাও করেছেন মোদি। কংগ্রেসকে বিঁধে তিনি বলেন, 'যে বিভেদকামী শক্তি গত ২০ বছর ধরে গুজরাটের অসম্মান করে চলেছে তাদের এবার খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেবেন রাজ্যের মানুষ।' মোদির এই আক্রমণের জবাবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি টুইটারে লেখেন, 'বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের প্রতারণা থেকে গুজরাটকে বাঁচাব, রাজ্যে পরিবর্তনের উৎসব করব।'

রাহুলকে চুম্বন এক শিশুর। মেডাকে যাত্রার ফাঁকে। রবিবারই রাহুলের পদযাত্রায় যোগ দিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ।

ভিক্টোরিয়া লেকের মধ্যে বিমান। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। রবিবার খুব ভোরে তানজানিয়াতে এক যাত্রীবিমান দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিমানটি নামার কিছুক্ষণ আগে আছড়ে পড়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদে। দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই উত্তর-পশ্চিম তানজানিয়ার বুকোবা বিমানবন্দর।

নোট বাতিলের ৬ বছর

নগদ নির্ভরতা বাড়ছে ভারতের

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দুর্নীতি, কালো টাকা এবং জাল নোটের কারবারের মোকাবিলায় ৬ বছর আগে দেশে নোট বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করতে গিয়ে দেশে নগদ নির্ভরতা কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ডিজিটাল অর্থনীতির 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার' হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যত প্রচারই করে থাকুন না কেন, ভারতের আমজনতা যে তাতে খুব একটা কর্ণপাত করেননি, সেটা রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য-পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার।

শুক্রবার ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, ভারতীয়দের হাতে গচ্ছিত নগদের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৬-র ৪ নভেম্বর যে পরিমাণ নগদ টাকা ভারতীয়দের হাতে ছিল তার তুলনায় ৭১.৮৪ শতাংশ বেশি নগদ টাকা বর্তমানে সাধারণ মানুষের হাতে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে লেসক্যাশ অর্থনীতিতে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নোটবন্দির সময় প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ভারতকে লেসক্যাশ অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরবিআইয়ের পরিসংখ্যান বলছে, গত ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয়দের হাতে নগদ ছিল ৩০.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর সারাদেশে ১৭.৭ লক্ষ কোটি টাকা ভারতীয়দের হাতে ছিল। ভারতে একাধিক ডিজিটাল মাধ্যমে টাকার লেনদেন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও মানুষের নগদ নির্ভরতা বেড়ে যাওয়াকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

রণবীর-আলিয়ার কন্যাসন্তান

তপন বকসি

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : মা হলেন আলিয়া ভাট। বলিউডের কাপুর ও ভাট পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন ঘটল। গত জুন মাসে নিজেদের সন্তান সম্ভাবনার খবর প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন রণবীর। আর তার পাঁচ মাসের মধ্যেই রণবীর-আলিয়ার প্রথম সন্তানের জন্ম হল।

রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের পূর্ব গ্রান্ট রোডে এইচএন রিলায়েন্স হসপিটালে আলিয়াকে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন রণবীর কাপুর। দক্ষিণ মুম্বইয়ের এই হসপিটালেই জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলেন রণবীর কাপুরের বাবা ঋষি কাপুর। রবিবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় রণবীর-আলিয়া যখন এই হসপিটালে এসেছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হসপিটালে দেখা গেল আলিয়া ভাটের মা সোনি রাজদান এবং রণবীর কাপুরের মা নিতু কাপুরকে। কনিষ্ঠ কন্যার সন্তান প্রসবের খবরে উচ্ছ্বসিত বাবা মহেশ ভাট। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনকে তিনি নতুন সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করলেন। আলিয়া চেয়েছিলেন নরম্যাল ডেলিভারি হোক, তাই প্রতীক্ষার প্রহর ছিল আরও দীর্ঘ।

আলিয়ার কন্যা সন্তান প্রসবের কিছুক্ষণের মধ্যেই আলিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দেখা যায়। একটি লায়ন আর্ট শেয়ার করে আলিয়া লিখেছেন, '... আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সুখবর...আমাদের সন্তানের আগমন... অ্যান্ড হোয়াট আ ম্যাজিক্যাল গার্ল সি ইজ... দুজনেই উচ্ছ্বসিত... আমরা আনন্দে ভাসছি। আপনাদের আশীর্বাদ চাইছি। সকলের ভালবাসায় ধন্য আমরা, রণবীর ও আলিয়া।'

রণবীর যখন কন্যা সন্তানের বাবা হলেন, রণবীরের দিদি ঋদ্ধিমা কাপুর তখন ফ্রান্সে। সেখান থেকেই ফোনে বললেন, 'আমি এখন ফ্রান্সে। কিন্তু আমাদের পরিবারের এই নতুন সদস্যকে দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনা। আমরা সবাই সুপার এক্সাইটেড। আমি জানি মা (নিতু কাপুর) যখনই ওকে দেখবে তখনই হয়তো আমার জন্মানোর প্রথম দিনের কথা মার মনে আসবে।' আগামী ২৮ নভেম্বর আলিয়ার ৩০ বছরের জন্মদিনে উৎসব হবে কপুর পরিবারে। নবজাতক আর তার মাকে নিয়ে একেবারে ঘরোয়া আত্মীয়দের নিয়ে উদযাপন করা হবে।

মেয়ে হওয়ার পর এরকমই পোস্ট করলেন আলিয়া ভাট।

দীপিকা-ক্যাটরিনার অভিনন্দন

রণবীর কাপুর বাবা হওয়ার পর তাঁর দুই প্রাক্তন প্রেমিকা দীপিকা পাড়ুকোন ও ক্যাটরিনা কাইফ অভিনন্দন জানালেন রণবীর ও আলিয়াকে। সংক্ষিপ্ত অভিনন্দন অবশ্য। তাঁরা আলিয়ার পোস্টে শুধু লিখেছেন, অভিনন্দন। আলিয়ার সঙ্গে অবশ্য দুই অভিনেত্রীর সম্পর্ক ভালোই।

ম্যাক্রোঁ-পুতিন কথোপকথনে পরমাণু হামলার ইঙ্গিত

ভারত আবার দাঁড়াল রাশিয়ার পাশে, রাষ্ট্রসংঘও

নিউ ইয়র্ক, ৬ নভেম্বর : ইউক্রেনকে কবজা করতে মরিয়া রাশিয়া। ন'মাস ধরে যুদ্ধ চলছে। অক্টোবরে রাশিয়ার পারমাণবিক বাহিনীর কৌশলগত বার্ষিক পরমাণু মহড়া পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন সম্পর্কে তাঁর কট্টর মনোভাব বদলায়নি। এই আবহে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হামলার যৌক্তিকতা বোঝাতে ক্রেমলিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই শিরোনাম সহকারে প্রস্তাবাকারে তুলে ধরলো। প্রস্তাবটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নাৎসিবাদকে মহিমান্বিত করার বিরুদ্ধে লড়াই'।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে প্রস্তাবেটি রাখা হয়। ভারত রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত, রাষ্ট্রসঙ্ঘও সহ শতাধিক দেশ। একটি সূত্র জানিয়েছে, ১০৫টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে, ৫২টি দেশ বিপক্ষে মত দিয়েছে। ভোটদানে বিরত থেকেছে ১৫টি দেশ। ভোটাভুটিতে উপস্থিত ভারতের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বিষয়টি ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয় বটে কিন্তু আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় ঐকমতের বার্তাবাহী।

এদিকে ইউক্রেন প্রসঙ্গে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাম্প্রতিক কথোপকথনের যে নির্যাস সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা আতঙ্কজনক। ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে পুতিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে হিরোসিমা, নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা হামলার প্রসঙ্গ তুলেছেন। জাপানের দুই শহরের নামোল্লেখ করে পুতিন কি বোঝাতে চেয়েছেন, ইউক্রেনে এবার পরমাণু হামলা চালাতে চলেছে রাশিয়া?

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল পরমাণু হামলার পরে। একটি ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডে পুতিনের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'পুতিন বলেছেন, আপনাকে প্রধান শহরগুলিতে আক্রমণ হানার দরকার নেই।' দু'টি শহরে পরমাণু বোমা ফেলার পর পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। পুতিনের এহেন মন্তব্যে চিন্তায় পড়েছেন ম্যাক্রোঁ পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের নেতারা।

অন্যদিকে, ইউক্রেনের প্রতিনিধির দাবি, ইউক্রেন আক্রমণকে নাৎসিবাদ, নব্য নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াই বলে রাশিয়া দাগাতে চাইলেও বিষয়টির সঙ্গে তা কোনওভাবেই মেলে না।

বিশ্বজুড়ে উত্তেজনার মাঝে আমেরিকায় এক মঞ্চে প্রাক্তন ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট। ওবামা ও বাইডেন। দেশের মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষ্যে। রবিবার।

হামলাস্থল থেকেই যাত্রা শুরু ইমরানের

ইসলামাবাদ, ৬ নভেম্বর : গুলিবিদ্ধ হয়েও দমে যাননি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। হামলার পরের দিন এক ভিডিও বার্তায় হুংকার দিয়েছিলেন তিনি। আর রবিবার তিনি জানিয়ে দিলেন, মঙ্গলবার থেকে আবার যাত্রা শুরু করবেন তিনি। যাত্রা শুরু হবে সেই জায়গায়, যেখানে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

শওকত খানুম হাসপাতালে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ইমরান বলেন, 'আগামী মঙ্গলবার থেকেই আমাদের র‍্যালি ফের শুরু করা হবে। ওয়াজিরাবাদের যে জায়গায় আমার সঙ্গে আরও এগারো জন গুলি খেয়েছিলেন, সেই জায়গা থেকেই যাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' তবে তিনি স্বয়ং যাত্রায় যোগ দিতে পারবেন না।

তিনি বলেছেন, 'আমি হাসপাতাল থেকেই যাত্রা শুরু করার ভাষণ দেব। তারপর ১৪ দিনের মধ্যে আমাদের যাত্রা রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে যাবে।' হামলার পিছনে পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফ ও তাঁর সহযোগীদের দিকে আঙুল তুলেছিলেন ইমরান। এবার এই হামলার ঘটনায় তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী।

মহাকাশে জন্ম? গবেষণায় বাঁদর পাঠাবে চিন

বেজিং, ৬ নভেম্বর : মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই। অভিকর্ষহীন মহাশূন্যে প্রাণীদের প্রজনন কি হতে পারে? এই প্রশ্নকে সামনে রেখে চিন মহাকাশে বাঁদর পাঠানোর পরিকল্পনা নিল। চিনের নতুন মহাকাশ স্টেশন তিয়াংগংয়ে পাঠানো হবে কয়েকটি শাখামৃগকে।

চিনা গবেষকদের কয়েকজন জানিয়েছেন, মহাকাশে থাকার জন্য বানরদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ। তিয়াংগং মহাকাশ স্টেশনে চিনের তিনজন মহাকাশচারী রয়েছেন। তাঁরা হলেন চেন ডং, কাই জুয়েজ ও লিউ ইয়াং। চলতি বছরের জুনে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। নতুন বছর পড়ার আগে ফিরে আসবেন পৃথিবীতে।

বহু দেশ চাঁদ, মঙ্গলে দীর্ঘমেয়াদি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। মানুষের সঙ্গে বাঁদরের অনেক মিল আছে। কাজেই মহাকাশে বাঁদর পাঠানোর প্রয়োজন রয়েছে, এই অভিমত সিংগুয়া বিশ্ববিদালয়ের অধ্যাপক কেহকুই কিয়ের।

চিনে মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণায় যাঁরা রয়েছেন, সেই বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে আছেন ঝাং লু। তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে একটি ইংরেজি দৈনিকে বলা হয়েছে, মহাকাশে চিনের তৈরি বৃহত্তম মডিউলটি জীববিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য করা হয়েছে। বাঁদরের প্রজনন সংক্রান্ত পরীক্ষাটি সেখানেই চালানো হবে। তিনি এও জানিয়েছেন, এই পরীক্ষা মাইক্রোগ্রাভিটি ও মহাকাশে জীবের অভিযোজন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আরও স্পষ্ট ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

মহাকাশে বাঁদরের ওপর কী কী বিষয়ে পরীক্ষা চালাবেন চিনের বিজ্ঞানীরা? জানা গিয়েছে, মাধ্যাকর্ষণহীন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে বাঁদরদের সমস্যা হচ্ছে কিনা, মানসিক অবসাদ আসছে কিনা, নতুন পরিবেশে শারীরিক মিলনে তারা কতটা উদ্বুদ্ধ, এসবই নজরে রাখবেন বিজ্ঞানীরা। খাওয়াদাওয়া, মলমূত্র ত্যাগের গতিপ্রকৃতির ওপরও নজর রাখা হবে।

একটি রিপোর্ট বলছে, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশবিজ্ঞানীরা কয়েকটি ইঁদুরকে মহাকাশে স্পেস ফ্লাইটে ১৮ দিন রেখেছিলেন। ওই ইঁদুরগুলি কিন্তু শারীরিক চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেও গর্ভধারণের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর ওই ইঁদুরদের কোনও ছানা হয়নি।

মেয়াদ প্রায় উত্তীর্ণের মুখে কোভ্যাক্সিন টিকা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দেশে তৈরি করোনা টিকা বলে গর্বের সীমা ছিল না কোভ্যাক্সিনের। কিন্তু ভারত বায়োটেকের তৈরি এই টিকার চাহিদা তলানিতে থাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলেছে বিপুল পরিমাণ ডোজের। সংস্থার একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে প্রায় ৫ কোটি কোভ্যাক্সিন টিকার ডোজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তাতে বড়সড়ো আর্থিক লোকসান হবে ভারত বায়োটেকের। সূত্রটি দাবি

করেছে, ভারত বায়োটেকের কাছে ২০ কোটিরও বেশি কোভ্যাক্সিন ডোজ পড়ে রয়েছে। কিন্তু চাহিদা না থাকায় সাত মাস আগে কোভ্যাক্সিন উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার ভারতে নতুন করে ১০৮২ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা কমে ১৫,২০০ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২১৯.৭১ কোটি করোনা টিকার ডোজ নেওয়া হয়েছে সারাদেশে। কোভ্যাক্সিন নিয়ে বিদেশে তেমন সাড়া না পড়াকে অনেকেই কম চাহিদা হিসেবে দেখছেন।

আজাদের মন্তব্যে জল্পনা

শ্রীনগর, ৬ নভেম্বর : কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে দল ছেড়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসকে নিয়ে তিনি যে এখনও চিন্তাভাবনা বন্ধ করে দেননি তার ইঙ্গিত নিজেই দিয়ে রাখলেন গুলাম নবি আজাদ। হিমাচলপ্রদেশ এবং গুজরাটে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে একমাত্র কংগ্রেসই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে বলে রবিবার দাবি করেন তিনি, 'আমি কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি ঠিকই। কিন্তু তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির বিরুদ্ধে ছিলাম না। দলের ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণেই দল ছেড়েছিলাম। আমি এখনও চাই গুজরাট এবং হিমাচলের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস যেন ভালো ফল করে।'

খুন প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তাকে

মাইসুরু, ৬ নভেম্বর : গাড়ির ধাক্কার মৃত্যু হল আরকে কুলকার্নি নামে এক প্রাক্তন আইবি আধিকারিকের। শুক্রবার সন্ধ্যায় মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ৮২ বছরের ওই প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তাকে একটি গাড়ি সজোরে এসে ধাক্কা মারে। পুলিশ প্রথমে এই মৃত্যুকে নিছক একটি দুর্ঘটনা বলে ভেবেছিল। কিন্তু পরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে জানা যায়, যে গাড়িটি ধাক্কা মেরেছে তাতে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না। পুলিশের ধারণা, পরিকল্পনা করেই ধাক্কা মারা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে তিনটি টিম গঠন করেছে পুলিশ।

হিমাচলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

শিমলা, ৬ নভেম্বর : হিমাচলপ্রদেশের ভোটে জিততে হিন্দুত্বের চেনা অস্ত্রেই ভরসা রাখছে বিজেপি। রবিবার দলের তরফে নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। তাতে শাসক শিবির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলে রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরি করা হবে। গুজরাট সরকারও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা যায় কিনা খতিয়ে দেখতে একটি এক সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। হিমাচলেও সেই ধাঁচে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এর আগে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকারও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

মা, বোন, ঠাকুমা, পড়শিকে খুন

আগরতলা, ৬ নভেম্বর : নেশা মানুষকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়। নেশার প্রতি আকর্ষণের এক বীভৎস্য ঘটনার সাক্ষী থাকলো ত্রিপুরার ধলাই জেলার কমলপুর। অভিযোগ, নেশায় আসক্ত এই শহরের এক কিশোর মা, ছোট বোন ও দাদুকে কুড়ুল দিয়ে কোপানোর পর এক পড়শি মহিলাকেও কুপিয়ে খুন করেছে। শনিবারের ঘটনা। পুলিশ রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করেছে।

নোবেলজয়ী সিভি রমণের জন্ম ১৮৮৮ সালে আজকের দিনে।

১৯৫৪ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সুপারস্টার কমল হাসান।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সোমবার, ২০ কার্তিক ১৪২৯
■ ৪৩ বর্ষ ■ ১৬৮ সংখ্যা

শূন্য কোষাগার

যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকতে চলেছেন, তখন আদালতে রাজ্য হলফনামা দিয়ে জানাচ্ছে, সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার মতো সামর্থ্য সরকারের নেই। এই দুটি ঘটনাই রাজ্যের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যথেষ্ট অর্থবহ। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্যক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, গরিব মানুষের জন্য বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পের ব্যয় সামলাতে গিয়ে রাজ্যের কোষাগার প্রায় শূন্য।

এমতাবস্থায় যে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়, তা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ খুঁজতে নিশ্চয়ই রাজ্যের অর্থনীতির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা জরুরি। সেই কাজটি সরকারি স্তরে কতখানি সুচারুভাবে হচ্ছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি শুধু এ রাজ্যেই নয়, সারা দেশে জ্বলন্ত সমস্যা এখন।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। নবান্নের বৈঠকে হয়তো সকলে কিছু পরামর্শ দেবেন। সেই পরামর্শ কার্যকর হলে সাময়িকভাবে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়তো কিছুদিনের জন্য থমকে যাবে। তবে আটকানো যাবে না। রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা না হলে পরিস্থিতির উন্নতির আশা নেই। বৈঠকের পর হয়তো বিভিন্ন বাজারে হানা দিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীকে চড়া দামে পণ্য বিক্রি করা থেকে বিরত করা যাবে। কিন্তু রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য না ফেরা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে না।

করোনা অতিমারিকালে একাধিক জনহিতকর প্রকল্প শুরু হয় রাজ্যে। অমর্ত্য সেন বা অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অর্থনীতিবিদরাও এইসব প্রকল্পের সুপারিশ করেছিলেন। তাতে মানুষের হাতে টাকা এসেছিল এবং সেই টাকায় বাজারে লেনদেনের ফলে অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি। নির্বাচনকালে এইসব প্রকল্পের পরোক্ষ সুবিধা ভোগ করেছে শাসকদল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কারণে তৃণমূল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

অন্যদিকে এইসব প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্যের কোষাগারে টান পড়েছে। অথচ রাজ্যের আয়বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়নি। বরং রাজ্যের আয় কমেছে। আয়-ব্যয়ের এই বৈষম্যে রাজ্যের কোষাগার ক্রমেই শূন্য হয়েছে। তা পূর্ণ করার জন্য করণীয় বিষয়গুলি রাজ্য সরকার উপেক্ষা করায় পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে না পারার জন্য কৃষিমন্ত্রীর দেখানো কারণ মানবিক ঠিকই, কিন্তু আইনের পরিসরে এই যুক্তি টেকা নিয়ে সংশয় আছে। দরিদ্র মানুষের জন্য প্রকল্প যেমন প্রয়োজন, তেমন আইন মেনে চলা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

হাইকোর্টের রায়ে যেহেতু মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মচারীদের স্বীকৃত অধিকার, অতএব সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা আইন লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সরকারি কাজকর্মে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। রাজ্যের সামনে এখন অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করা অগ্নিপরীক্ষার সমতুল্য।

অমৃতধারা

ভ্রান্ত জীবের ন্যায় দিবরাত্রি ঘুমাইয়া (আত্মবিস্মৃত অবস্থায়) কাটাইও না। নিজের দিকে তাকাও। যে পর্যন্ত বিবেক বৈরাগ্য তোমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত না হইবে সে পর্যন্ত তোমার বুদ্ধি ও মতলবের কোনও মূল্য নাই। প্রতি নিমিষে নিমিষে, প্রতি পলকে পলকে জীবন-যৌবনের পরিণতির বিষয় স্মরণ রাখিয়া আত্মস্মৃতি আত্মীনুভূতিকে জাগরূক রাখিবে। স্বাতন্ত্রিকতাকে কদাপি ত্যাগ করিও না। ইহা তোমার যথাসর্বস্ব। সতত স্মরণ রাখিও যে, তোমরা সাধারণের মতো জীবনযাপন করিতে আস নাই। পরিমিত আহার সাধনা ও ব্রহ্মচর্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ বিঘ্নকর। এক হস্তে কর্ম ও অপর হস্তে বিবেক বৈরাগ্যের সুশাণিত অসি লইয়া সতত চলিবে। নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহই তোমাদের পাপ। তোমাদের পক্ষে সমস্তই সম্ভব, তবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সাধারণ ব্যাপারে বিচলিত হইলে চলিবে না। মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত মহদ্ভাব তোমাদের ভিতর আসিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে খুব ভাবিবে। তাহা হইলে ক্রমশ শান্তি পাইতে থাকিবে।

– শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ

আমরা কিছু দেখিনি, শুনিনি, বলার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না

আশিস ঘোষ

ভয়। সর্বব্যাপী ভয়। উপর থেকে নীচে চুইয়ে পড়া নিরেট ভয়। কথা বলতে ভয়। দু'চার কথা লিখতে ভয়। কোনওরকম বিতর্কে জড়ানোর ভয়। এ দেশের আপাদমস্তক এখন ভয়ে জবুথবু। কথা বোলো না, কেউ শব্দ কোরো না।

কিছু বলতে গেলে আগে ভাবতে হবে তার ফল কী হবে। কখন রাষ্ট্র আঙুল উঁচিয়ে বলবে তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী। তুমি শহুরে নকশাল, টুকরে টুকরে গ্যাং, মাওবাদী। তারপরই রাষ্ট্রদ্রোহের কঠোর ধারায় মামলা। বিনা বিচারে মাসের পর মাস জেলের গারদের ওপারে। কারও রেহাই নেই। বৃদ্ধ সমাজকর্মী, অসুস্থ লেখক, প্রতিবাদী ছাত্র নেতা-ছাড় নেই কারও। এখানে এখন কেউ কিছু দেখেনি। মাসান্তে একজনের মনের কথা ছাড়া কেউ কিছু শোনেনি।

তাই ভয়। থতমত চতুর্থ স্তম্ভ। কম সাংবাদিককে রাষ্ট্রবিরোধী বলে জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে না। জামিন পেলেও আরেক মামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে জেলে। কেউ কোথাও বেফাঁস কিছু লিখে ফেললে তাঁর বাড়িতে হানা দিচ্ছে পুলিশ। তন্নতন্ন করে তল্লাশি চলছে দিনভর। গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখছে দেশ। সেটুকুই নয়, একের পর এক লাশ দেখে যেতে হচ্ছে সবাইকে। কালবুর্গি, পানেশর থেকে গৌরী লঙ্কেশ। তাঁরা যথেষ্ট হিন্দুবাদী ছিলেন না, অতএব সমাজবিরোধী বিবেচনায় তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে।

জেলেই মারা গেলেন অশীতিপর সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামী। আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার থাকার মতো ভয়ংকর দেশবিরোধী কাজে অভিযুক্ত তিনি। অশক্ত দেহে রোগে ভুগে চলে গেলেন। চোখের জল ফেলল না কেউ, পাছে রাষ্ট্র দেখে ফেলে। তারপর দাগিয়ে দেয়, ব্যাটা শহুরে নকশাল, মাওবাদী।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারত আট ধাপ নেমে গিয়েছে। তাবৎ সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। চুল আর কেশর দিয়ে গলার বকলসের দাগ লুকিয়ে মুখে রং মেখে টিভির পর্দায় সাজানো তক্কো লাগিয়ে ফি সন্ধে চলে ঢপকীর্তন। কার কত টিআরপি নজর সেদিকেই। নিজেদের মানসম্মানের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদীদের কণ্ঠস্বর। এখানে ঘৃণাভাষণের সাজা নেই। শাসক পক্ষের হলে পুলিশ তাকে খুঁজে পায় না। উলটে তা নিয়ে লেখালেখি করলে তাকে গারদে পুরে দেয়। এ শিবঠাকুরের আপন দেশ। ধর্ষণের আসামিরা জেল থেকে ছাড়া পেলে তাদের ফুলচন্দন দিয়ে বরণ করা হয়। তাদের ছবি ছাপা হয় কাগজে। ভুলেও কেউ প্রশ্ন করে না। এখানে প্রশ্ন করা বারণ। এমন দেশটি কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

ইতিহাসের সাধারণ ছাত্ররাও জানেন গত শতকের তিনের দশকে এমনই একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল জার্মানিতে। সেখানকার শাসকও ক্ষমতায় এসেছিল গণতন্ত্রের মই বেয়েই। তারপর গোটা ইহুদি জাতিকেই নিঃশেষ করতে নিষ্ঠুর পথে গিয়েছিল। তখনও তার স্তাবকের অভাব হয়নি। দেশপ্রেমের নামে হাততালি দেওয়ার লোকও কম পড়েনি। যারা প্রতিবাদ করেছিল, করতে পারত হয় গ্যাসচেম্বারে, নয়তো তারা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছিল ভিনদেশে।

এখন সরাসরিই আক্রমণের লক্ষ্য করা হচ্ছে যাঁরা ভাবতে পারেন, বলতে পারেন, লিখতে পারেন তাঁদের। তাঁদের লেখাপত্র বা সোশ্যাল মিডিয়ার মতো বিনিময় তো ছিলই, এবার টার্গেট মগজ। আসলে যত নষ্টের গোড়া সেই মগজ। সেটাই শত্রু। শুধু বন্দুকধারীই নয়, কলমধারীরাও এখন তোপের মুখে। মগজ যুক্তি দেয়, মগজ গবেষণা করে, মগজ রাষ্ট্রের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে, নিপাত যাও। এই সাহস আর বরদাস্ত করবে না রাষ্ট্র, প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। বলেছেন, এদের নির্মূল করতে হবে।

তাই ব্রিটিশ আমলের গলাপচা আইন ব্রিটেনে বাতিল হলেও এখানে থেকে যায়। সেই আইনের নানা রকমফের বের করেন নেতা-মন্ত্রীরা, কীভাবে আরও কঠোর করা যায় বিনা বিচারে জেলে পচিয়ে মারার সনাতনি দাওয়াই চলছেই। মিসার উন্নততর চেহারা ইউএপিএ, এনআইএ আইন। তার প্রয়োগ চলছে দেশজুড়ে, কে যে কখন ফেঁসে যাবেন কেউ জানে না।

অভি

জেএনইউ, যাদবপুর থেকে হায়দরাবাদ, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ পাঠিয়ে একদিকে ধোলাই দাও, অন্যদিকে তাদের দেশবিরোধী বলে দাগিয়ে জেলে পুরে দাও। শুধু মগজই নয়, নবীন তরতাজা মগজই বিপদের। কাশ্মীরের ধর্মোন্মাদ যুবকদের মগজধোলাই থেকে শুরু করে সুকনার জঙ্গলে গা-ঢাকা দেওয়া যুবকের মগজ সবই বিপদের। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। মহম্মদ জুবেইর, সিদ্দিক কাপ্পান, তাঁদের নাম যাই হোক, অন্তত দশজন সাংবাদিক এখন জেলে। নানা কিসিমের চাপের মুখে নতজানু সংবাদমাধ্যম, মুখ খোলে না তারাও।

এখানে প্রশ্ন করাও বারণ। প্রশ্ন মনমতো না হলেই তুমি মাওবাদী। প্রশ্ন বেকায়দায় ফেললে তুমি দেশবিরোধী। পাকিস্তানের চর। এমনকি ফেসবুকে নিতান্ত নিরীহ পোস্টও কাউকে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাতে পারে। গণতন্ত্রের প্রথম শর্তই যে প্রশ্ন তোলা, কে শুনছে। গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা দূরস্থান। পিটিয়ে সোজা করে দাও। দুরমুশ করে দাও সব বিরোধী মতকে। হয় তুমি এদিকে, নয়তো জেলে।

আর চাঁদমারি করো মগজকে। যে মগজ সমানাধিকারের কথা ভাবে, যে মগজ বিদ্রোহের কবিতা লেখে, যে মগজ গুচ্ছের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হেলায় যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, সেই মগজ, রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই বিপদের। অতএব খুঁজে বের করো সেইসব মগজকে যারা জলজঙ্গল দখল করে আদিবাসী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে দেশবাসীকে, রাষ্ট্রের নানা বৈষম্যের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায়, যারা ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামকে হাতিয়ার করে ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করে শাসকদের।

তাই ভয়। সর্বব্যাপ্ত ভয়। আগে মানুষকে ভীত করো। তারপর তাদের আলাদা করো, বিচ্ছিন্ন করো, যাতে তারা জোট বাঁধতে না পারে। একলা মানুষ ভয় পায়, সাতেপাঁচে না থাকা অধ্যাপক, মেধাবী ছাত্ররা, বেকার যুবক-যুবতীরা একা একা কীই বা করতে পারে। জেএনইউ, যাদবপুর থেকে হায়দরাবাদ, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ পাঠিয়ে একদিকে ধোলাই দাও, অন্যদিকে তাদের দেশবিরোধী বলে দাগিয়ে জেলে পুরে দাও। শুধু মগজই নয়, নবীন তরতাজা মগজই বিপদের। কাশ্মীরের ধর্মোন্মাদ যুবকদের মগজধোলাই থেকে শুরু করে সুকনার জঙ্গলে গা-ঢাকা দেওয়া যুবকের মগজ সবই বিপদের। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। মহম্মদ জুবেইর, সিদ্দিক কাপ্পান, তাঁদের নাম যাই হোক, অন্তত দশজন সাংবাদিক এখন জেলে। নানা কিসিমের চাপের মুখে নতজানু সংবাদমাধ্যম, মুখ খোলে না তারাও। মুক্তমনারা বিবেকের জ্বালায় একলা নীরবে ভুগতেই পারেন, মানব না বলার আগে গলা শুকিয়ে আসতেই পারে। তাতে কী।

ধন্দ শুধু একটাই। মস্তিষ্ককে গোলাম বানালেও চিন্তাধারাকে মারবে কী করে। রবীন্দ্রনাথ তো গান ধরবেনই, ভাবছো হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও। দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে, হয় না যেটা সেটাও হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

শীতের নাম মরণ, ক্ষুধার সূচকে পৃথিবী গদ্যময়

সাহানুর হক

রূপকথার শহরেও খুব গোপনে চাঁদ নেমে আসে। ছোট-বড়, সরু-মোটা প্রতিটি গলি ধরে হেঁটে যায় জ্যোৎস্না। আকাশের পাড়ায় তারারা নিঃশর্ত সংসার সাজায়। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অদৃশ্য আশ্চর্যের যে দরজা সারারাত সেই অতলের খোঁজে নির্ঘুম কেউ কেউ জেগে থাকে এইসব দৃশ্যের থলি মাথায় পরজন্মের পলিথিনে শুয়ে।

নভেম্বরের হেমন্ত রাত। যেন রাতের গভীরে শীত ক্রমশ নবজাতক হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বন্ধুর বার্থ-ডে পার্টি থেকে বাড়ি ফিরছিলাম দিনহাটার মহকুমা হসপিটালের সামনে দিয়ে। মধ্যরাত্রি বারোটা হবে। রোডের পাশের ফুটপাথে ছেঁড়া-পোড়া চাদর অথবা খণ্ড ভাস্বর পোশাকে রেললাইনের ট্র্যাকে সারিবদ্ধ হয়ে শুয়ে আছে কিছু জ্বলজ্যান্ত মানুষ।

এত অবহেলায় ওরা কীভাবে বেঁচে আছে ওখানে? কী দিয়ে কাঁসর বাজায় ওরা? ওদের কাছে আছে নাকি নেই কোনও পরিষ্কার জায়নামাজ? মোমবাতি নাকি দুঃখের প্রদীপ জ্বালায় ওরা শুধু?

এক পা, দুই পা কাছে গেলে দেখি আগল ভাঙা দুয়ার খোলা ঘরহীন ছাদের নীচে কালো চাদর জড়িয়ে প্যাঁচার মতো নিজেকে গুটিয়ে বসে আছে একটি বুড়ি। পাশে যেতেই উত্তেজনায় আঁতকে উঠে- বাপু খানা লেকে আয়ে হো? দো না বহুত খিদে পেয়েছে! নিরুপায় অভাগা আমি কষ্ট লুকানোর কৌশলী চোখে পকেটে থাকা দুটো ক্যাডবেরি হাতে দিয়ে বললাম, এই নিন আমার কাছে এটাই আছে।

পরাজয় মেনে নেওয়া বুড়ি খিদের আঁচড়েও সুকণ্ঠে ধন্যবাদ জানায়। যত্নবান গলায় বলে, বহুত রাত এখন। ঠান্ডা পড়ছে। ঘর যাও বাপু। মা-বাপ চিন্তা করছে হয়তো!

উদাসীনতার অদ্ভুত কম্পিত হৃদয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে প্রত্নছায়ার মতো কুয়াশা ঘেরা রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকলাম। পিছন থেকে বুড়ির বিড়বিড় আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাঙা কণ্ঠে বলছে, ঝড় আসে, বৃষ্টি আসে, শীত আসে, মরণ শুধু আসে না!

হাঁটতে হাঁটতে ভাবি এরকম কত মানুষ কত কষ্ট বুকে পাথরের মতো জমিয়ে রেখে বেঁচে আছে ফুটপাথের পৃথিবীতে। প্রতিটি শহর, প্রতিটি গলি, প্রতিটি ফুটপাথের কোনায় কোনায় জেলা থেকে রাজ্য ও রাজ্য থেকে দেশ সবখানে। আরও ভাবি ওদেরও তো পরিবার ছিল। ওদেরও তো সংসার ছিল। বংশপরিচয় ছিল নিশ্চয়ই। অতঃপর তখন, মনে মনে হাজার প্রশ্নে একান্তে বেদনার বিজারণ ওদের জীবনের আস্বাদন!

কিন্তু আমরা ওদের জন্য কি কিছু করতে পারি না? আমাদের পৃষ্ঠপোষক, আমাদের সরকারের ওদের জন্য কি কিছুই করার নেই? ওদের জন্য কেউ ভাবে না কেন? কতকাল ওখানে ওরা ঝড়-বৃষ্টি-শীতে ওভাবেই লিখবে জীবন, এই ভাবনায় ভারী হৃদয়ে বাড়ি ফিরি। বিছানায় শুতে গেলে ওদের কথা মনে পড়ে। ওদের জীবন ঈশ্বরের দান নাকি অভিশাপ? ভাবতে থাকি পুরো পৃথিবীর কথা। ভাবি ক্ষুধার সূচকে এই কারণেই কি পৃথিবীতে আমাদের দেশের স্থান ১০৭!

আচ্ছা, আপনিও কি ওদের কখনও দেখেছেন? রাস্তায় অথবা কোনও ফুটপাথে? আপনারও কি কখনও ঘরে শুয়ে মনে পড়ে ওদের কথা? জানতে বড় ইচ্ছে জাগে! উত্তর কেউ কি দেবেন?

(লেখক দিনহাটার বাসিন্দা, সাহিত্যিক)

বিন্দু বিসর্গ

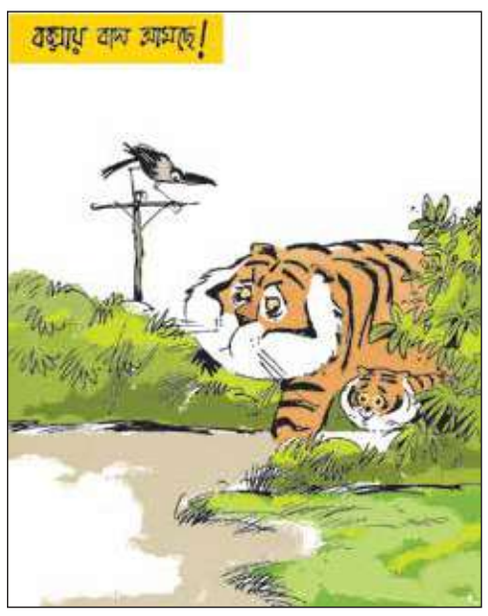

দারুণ হবে মাম্মা। ওখানে সম্বর, শুয়োর, হরিণ সবই তো দুয়ারেই পাওয়া যায়। – অভি

আলোচিত

বিজেপির কাজের ঢং আলাদা। আরএসএসের কাজের ধারা আলাদা। আরএসএস সমাজ গঠন করছে, নির্মাণ করছে মানুষ। রাজনীতির বাইরে সমাজের মধ্যে নিভৃতে কাজ করছে। ওদের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

–দিলীপ ঘোষ

আজ

১৯৪৪ সালে আজকের দিনে আমেরিকায় ৪০তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রিপাবলিকান থমাস ই ডিউইকে হারিয়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ফ্রাঙ্কলিন ডে রুজভেল্ট পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৪ পরপর চারবার প্রেসিডেন্ট হয়ে নজির গড়েন তিনি।

আনন্দ

ঝাড়খণ্ডে অজানা অচেনা পাখির স্থানীয় ভাষায় নামকরণ করে বেড়াচ্ছেন জামতাড়ার ডিএফও অজিঙ্ক বাংকার। ইতিমধ্যেই তিনি সাঁওতালি ভাষায় ১৪৬ রকমের পাখির নাম দিয়েছেন। এর পাশে পাখিদের বাঁচানোরও উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৩৬৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। সূর্য ৫। চতুর্বেদের অন্যতম ৭। পূর্ণচন্দ্র, পিরবিশেষ, কুলগাছ, কুলফল ৮। রত্নের খনি, সমুদ্র, রামায়ণে বর্ণিত বাল্মীকির পূর্বনাম ৯। মুনিবিশেষ, দ্রোনের পিতা, ভরত বা ভারুই পাখি, বাঙালি ব্রাহ্মণের গোত্রবিশেষ ১১। মাতামহী ১৩। নতুন, অভিনব, আধুনিক ১৪। চড়াইপাখি, ঔজ্জ্বল্য, বাহার, চাকচিক্য, ভড়ং বা আড়ম্বর ১৫। রসজ্ঞ, তাৎপর্য জানে বা বোঝে এমন, রঙ্গরসে পটু।

উপর-নীচ : ১। বিষ্ণু সম্বন্ধীয়, বিষ্ণুভক্ত, শ্রীচৈতন্যের অনুগামী ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ ২। খয়ের ৩। চাঁদ ৬। দেবালয়, উপাসনা-গৃহ ৯। গৃহ, রাসস্থান, আলয় ১০। যার ছোঁয়া জল পান করতে বাধা নেই ১১। খনি, উৎপত্তি স্থান, আধার বা পাত্র ১২। প্রেমাস্পদ

সমাধান ■ ৩৩৬৬

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। বায়স ৫। নবাবজাদা ৭। বিজনি ৯। বরফি ১০। বকধার্মিক ১৪। নালিক ১৫। কটমট।

উপর-নীচ : ১। মিয়াঁবিবি ২। মহান ৩। বাসব ৪। সফেদা ৬। জামির ৮। জম্বুক ১০। ফিটফাট ১১। বন্দনা ১২। ধার্মিক ১৩। কটক

জনমত

ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে সব দল মিলে কাজ করুক

শিলিগুড়িতে এখন করোনার মতো ডেঙ্গি শুরু হয়েছে। বেশ ক'জন মারাও গিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, এর কোনও ওষুধ নেই। অনেকে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাচ্ছেন। বেশি অসুস্থ হলে তখন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে যাচ্ছেন।

এই অবস্থায় আমার মতো প্রবীণদের ভয় হয়। ডেঙ্গি হলেই বুঝি শেষ। মেয়রের কাছে অনুরোধ, কে কোন পার্টির কাউন্সিলার তা না দেখে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসে আলোচনা করে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে দেখতে নির্দেশ দিন। সেইসঙ্গে ডেকে নিন প্রতিটি ওয়ার্ডের ক্লাবগুলোকে। সব ক্লাবকে শুধু পুজোর সময় চাঁদা তুলতে দেখা যায়। অতিমারি গেল, কত মানুষ মারা গেলেন, অথচ কোনও ক্লাবকেই দেখা গেল না।

একসময় আমরাও ক্লাব করেছি। তখন আমাদের কাজ ছিল, রবিবার সারা পাড়া ঘুরে খবর নেওয়া। কেউ অসুস্থ হল কি না, কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কি না প্রভৃতি বিষয় আমরাই দেখতাম।

যাইহোক, যদি সবাইকে ডেকে প্রতিটা ওয়ার্ডে কাজ হয় তাহলে ডেঙ্গির সংক্রমণ অনেকেটাই কমানো যাবে বলে আশা করি। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ির প্রবীণ নাগরিকদের তরফে মেয়র গৌতম দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যতন পালচৌধুরী
রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আবেগে সুড়সুড়ি

৬ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাস্তবে সম্ভব?' শীর্ষক বিষয়ে বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদদের মতামত প্রকাশ পেয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই বলি, বর্তমান বিষয়টি বিজেপির নেতাদের ভোটবাক্স ভরানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু কিছু আবেগকে সুড়সুড়ি দেওয়া। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ যদি তাদের কথাতেই বঞ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে বিগত বিধানসভা, লোকসভায় নির্বাচিত বিজেপি জনপ্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গের জন্য কী কী কাজ করেছেন সেটা সবার আগে জনসমক্ষে আনা উচিত। উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদরা গত তিন বছরে আদৌ কি কোনও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছেন? প্রকারান্তরে তাঁরা কিন্তু উত্তরবঙ্গের সেই সব মানুষের ভোটকে অসম্মান করেছেন।

একটা নির্বাচন এলেই বিজেপি নামক দলটি কিছু কিছু মানুষকে কেনার চেষ্টা করে, যদি সেই আবেগকে খোঁচা দেওয়া যায়। আখেরে জনগণের কিন্তু কোনও লাভ হয় না। লাভ হয় সেই নেতাদের যাঁরা একবার কেন্দ্রকে, একবার রাজ্যকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে চায়। আমি এও মনে করি, শান্ত উত্তরবঙ্গকে অশান্ত করার যে চেষ্টা, সেক্ষেত্রে সিপিএম এবং কংগ্রেসেকেও তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত।

আমার চিন্তাধারায় এটা অবাস্তব এবং কিছু মানুষের নিজ স্বার্থের খেলা। তাছাড়া বামফ্রন্টের

জমানায় গোর্খাল্যান্ডের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন কিন্তু সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এবং সর্বসাধারণকে অনেক বিপাকে ফেলেছিল। কাজেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় দফার জনকল্যাণগামী সরকারে উত্তরবঙ্গ কিন্তু শান্তিতে বিরাজ করছে।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায় থেকে শুরু করে আদিবাসী, বাঙালি, হিন্দিভাষী তথা বিভিন্ন উপজাতিদের হৃদয়ের যে মিলন এবং আত্মিক সম্পর্ক আমার মনে হয় ভারতের অনেক অঞ্চলেই হয়তো নেই। কাজেই আমাদের উত্তরবঙ্গ সুখে-শান্তিতেই বিরাজ করুক।

তাছাড়া বিহার ও অসমের এক টুকরো অংশের সঙ্গে পুরো উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার চিন্তাধারা- তারাও জানে এটা অবাস্তব। কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে জানান দেওয়ার জন্য এটা আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার নামান্তর মাত্র।

নির্ঝর দত্ত
জটেশ্বর, ফালাকাটা।

বোল্লাপুজোর বলি বন্ধ হোক অবিলম্বে

হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকদিন, তারপর বোল্লাপুজো। জায়গাটা বালুরঘাট থেকে কিছু কিলোমিটার আগে, নাম বোল্লা। হয়তো দেবতার নামানুসারেই হয়েছে। যাকে উত্তরবঙ্গ আজ এক ডাকে চেনে। শুধু উত্তরবঙ্গ বললে হয়তো ভুল হবে। এটা এখন অনেক বিস্তৃত। এর সঙ্গে জুড়েছে অর্থনীতি, কিছু মানুষের জীবন জীবিকা। যেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় – ধর্ম ছাড়া জীবন চলে না। সেই ধর্মই আবার জীবিকা।

কিন্তু যেটা না বললেই নয় সেটা হল এ পুজোর বলি। হাজার হাজার নিরীহ প্রাণের বলি হয় এ পুজোয়। অথচ পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থই প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে। সময়টাকে যদি একটু পিছিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, এ সমাজে একদিন মানুষ বলি দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। সেটা অবশ্যই কয়েকশো বছর আগের কথা। কালের নিয়মে সে প্রথা বন্ধ হয়েছে। ভেবে দেখুন তো মানুষ বলি যে বন্ধ হয়েছিল তাতে কি মানবসভ্যতার কোনও ক্ষতি হয়েছিল বা সভ্যতার অগ্রগতি কি থেমে গিয়েছিল? যায়নি। পশুবলি বন্ধ হলে সমাজ বা জীবনের অগ্রগতি থেমে যাবে না।

যারা নিজেদের বাঁচার কথা বলতে পারে না, বাঁচতে চায় বলেও মিছিলে হাঁটতে পারে না কিংবা বাঁচতে চাই – এই দাবি নিয়েও হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেনি, পারবেও না – আসুন এদের জন্য আমরা কথা বলি।

সম্পা পাল, শিলিগুড়ি।

এল শীতের বেলা যত্ন নেওয়ার পালা

জগদ্ধাত্রী দেবীর বিসর্জনের সঙ্গে শেষ হল আমাদের উৎসবের মরশুম। ধীরে ধীরে আবার ভিড় বাড়ছে শিশুদের বহির্বিভাগে, ইমার্জেন্সিতে। শীতের শুরুতে, ঋতু পরিবর্তনের সময়ে এখন আমাদের প্রয়োজন বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যদের একটু সাবধানে রাখা, তাদের শরীর-স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শ্রেয়সী সেন**

কেন এই সময়ে শিশুদের অসুখবিসুখ বাড়ে

প্রথমত, মেঘমুক্ত আকাশ থাকায় দিনের বেলা তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি থাকে। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে। এই যে তাপমাত্রার তারতম্য, এর সঙ্গে শিশুরা সহজে মানিয়ে নিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু ভাইরাস আছে যারা শীতকালে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে–যেমন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, রোটাভাইরাস, নরোভাইরাস ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, বৃষ্টি কমে যাওয়ার পরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমতে থাকে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়। এই ধূলিকণার সঙ্গে প্রায় ২৫০–৩০০ ধরনের অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী কণা (অ্যালার্জেন) থাকে। তাই এই সময়ে শিশুদেরই শুধু নয়, প্রাপ্তবয়স্কদেরও অ্যালার্জি এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা যায়।

বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ

ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় রোগ

এক্ষেত্রে বাচ্চাদের জ্বর থাকে। সঙ্গে নাকবন্ধ, গলাব্যথা, কাশি, গা-হাত-পা ব্যথা, ক্লান্তিভাব থাকে। অনেক সময় বাড়ির একাধিক সদস্য একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

প্রাথমিক চিকিৎসা : বাচ্চাকে বিশ্রামে রাখুন। জল বেশি করে খাওয়ান। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দিন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শীতকালীন ডায়ারিয়া

এই ধরনের ডায়ারিয়া প্রধানত ভাইরাসঘটিত। এদের মধ্যে রোটাভাইরাস সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, রোটাভাইরাস ডায়ারিয়াতে বমি ও পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ জল বেরিয়ে যায়, শিশুর শরীর জলশূন্য (ডিহাইড্রেশন) হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সৌভাগ্যবশত রোটাভাইরাসের ভ্যাকসিন এসে গিয়েছে এবং তা সরকারিভাবে সব শিশুকেই দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে নরোভাইরাসের আক্রমণেও অনেক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

রোগের লক্ষণ : জ্বর, বমি, জলের মতো পায়খানা, পেট ব্যথা, খাওয়ার অনিচ্ছা।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ওআরএস জলে মিশিয়ে অল্প অল্প করে বারেবারে খাওয়াতে থাকুন। ঘরেও লবণ-চিনির শরবত বানিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া ডালের জল, জল-মুড়ি, লস্যি খাওয়াতে পারেন। শিশু প্রস্রাব কতটা করছে খেয়াল রাখুন।

কী করবেন না : প্রচলিত জনপ্রিয় অ্যান্টিবায়োটিক মেট্রোনিডাজোলের কম্বিনেশন ওষুধগুলি নিজেরা খাওয়াতে শুরু করবেন না। অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাস তো মারতে পারবেই না, উপরন্তু শরীরের উপকারী ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলবে। ফলে সুস্থ হতে আরও বেশি সময় লাগবে।

অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্ট

গা, হাত-পায়ে চুলকানি, লাল-লাল র‍্যাশ ওঠা এই সময়ের খুব সাধারণ সমস্যা। কারও কারও নাক বন্ধ হয়ে যায়, কারও বা ক্রমাগত হাঁচি হতে থাকে। কারও চোখে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে। অনেক শিশুরই দেখা যায়, বছরের শুধু এই সময়ে ইনহেলার ব্যবহার করতে হয়।

শীতকালে বাচ্চাদের করণীয়

হাত ধোয়া

বাচ্চাদের সহজাত প্রবণতা হল মুখে-নাকে-চোখে বারবার হাত দেওয়া। ফলে জীবাণুরা সহজেই নাক-মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। বারবার হাত ধোয়ার যে অভ্যাস আমরা কোভিড অতিমারির সময় রপ্ত করেছিলাম, তা বজায় রাখুন। বাচ্চাদেরও অভ্যাস করান। বিশেষত বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর, শৌচালয় ব্যবহারের পর, কোনও খাবার খাওয়ার আগে ও পরে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ান। এর জন্য সাধারণ সাবানই যথেষ্ট। বিশেষ জীবাণুনাশক সাবানের প্রয়োজন নেই। যেখানে জল পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানেই শুধু স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।

জল খাওয়া

শীতের দিনে বাচ্চাদের জল খাওয়ার ইচ্ছেটা স্বাভাবিকভাবেই কম থাকে। জল কম খেলে ত্বক তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারাতে থাকে। প্রস্রাবে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। জল কম খাওয়ার কারণে শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও বেড়ে যায়।

অনেকেই বাচ্চাদের গরম জল খেতে দেন। কিন্তু গরম জল বেশি পরিমাণে খাওয়া বাচ্চাদের পক্ষে সত্যিই খুব কষ্টকর। জলের ঠান্ডা কমানোর জন্য সামান্য উষ্ণ জল মিশিয়ে দিতে পারেন।

ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়া

শীতের সময় বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি পাওয়া যায়, যেগুলি প্রাকৃতিক ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। রামধনুর সাতটি রংয়ের মধ্যে অন্তত পাঁচটি রং (বেগুনি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল) যাতে বাচ্চাদের খাদ্যতালিকায় থাকে সেটি নিশ্চিত করুন।

এক বছরের বেশি বয়সের বাচ্চাদের খেজুর গুড় দিতে পারেন, খেজুর গুড়ে যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন থাকে।

জামাকাপড় পরা

এই সময়ে দিনে হালকা সুতির জামা পরান। সন্ধ্যার পর থেকে অনেক সময় দুটি লেয়ারের জামাকাপড় দিতে হচ্ছে। পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে মানানসইভাবে জামা পরান। দিনেরবেলা অতিরিক্ত পোশাক চাপালে বাচ্চারা ঘেমে যেতে পারে।

খেলাধুলো করা

বাচ্চাদের ঘরের বাইরে, অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে খেলতে উৎসাহ দিন। শীতের নরম রোদ অন্তত দশ মিনিট শরীরে লাগাতে দিন। তাতে শরীরে স্বাভাবিকভাবে ভিটামিন-ডি সংশ্লেষ হবে।

বিশেষত লকডাউনের সময় থেকে আমরা দেখছি, অনেক বাচ্চার ওজন অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছে। নিয়মিত খেলাধুলোর মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ওজনে ফিরতে পারবে।

পর্যাপ্ত ঘুম

সাধারণভাবে ৩-৫ বছর বয়সি শিশুদের অন্তত পক্ষে ১০ ঘণ্টা, ৬-১২ বছরে ৯ ঘণ্টা ও ১২-১৮ বছরে ৮ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন।

এখন দেখা যায়, পড়াশোনা ও হোমওয়ার্কের চাপে বাচ্চাদের ঘুমোতে ঘুমোতে রাত ১২টা-১টা বেজে যাচ্ছে। পরদিন আবার সকাল ৬টায় উঠতে হচ্ছে স্কুলের জন্য। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে সারাদিনই বাচ্চাদের মধ্যে একটা ক্লান্তি ভাব থাকছে, ক্লাসেও সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বাচ্চাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য খেলাধুলো ও পর্যাপ্ত ঘুম খুবই প্রয়োজন। পড়াশোনার জন্য তাদের খেলা ও ঘুম থেকে বঞ্চিত করবেন না।

ত্বকের যত্ন

শিশুদের ত্বক খুব পাতলা হয় এবং সহজেই আর্দ্রতা হারাতে থাকে। ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে চুলকানি ও অ্যালার্জির সমস্যাও বেড়ে যায়। দিনে অন্তত দু'বার কোনও ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে দিন। স্নানের পরপরই অল্প নারকেল তেল লাগিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সংবেদনশীল চামড়ায় সর্ষের তেল না লাগানোই ভালো।

ভ্যাকসিনেশন

আগেই বলেছি রোটাভাইরাসের ভ্যাকসিন এখন সরকারিভাবে দেওয়া হচ্ছে- দেড় মাস, আড়াই মাস ও সাড়ে তিন মাস বয়সে। ভ্যাকসিনগুলি সময়মতো নিয়ে নিলে আপনার সন্তান সুরক্ষিত থাকবে।

যেসব শিশুর ফুসফুস বা হৃদযন্ত্রে কোনও সমস্যা রয়েছে বা ঘনঘন শ্বাসকষ্ট হয়, তাদের শীতের শুরুতে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন দিয়ে দিলে তারা কিছুটা ভালো থাকে। এই ভ্যাকসিন প্রতি বছর শীতের আগে দিয়ে দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত সাধারণ বিষয় মেনে চললে শীতকালেও বাচ্চারা সুস্থ, স্বাভাবিক ও প্রাণোচ্ছল থাকবে।

অক্সিজেন মাস্কের কাজ করে বেদানা

অধিক পুষ্টিকর উপাদানে সমৃদ্ধ বেদানার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিটিউমার এবং অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বেদানা ভিটামিন এ, সি, ই এবং ফলিক অ্যাসিডের দুর্দান্ত উৎস। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, এই ফলটি বহু রোগের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। জানলে অবাক হবেন, বেদানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ওয়াইন বা গ্রিন টি'র তুলনায় তিনগুণ বেশি। ইমিউনিটি বাড়াতে, টাইপ-২ ডায়াবিটিসের সঙ্গে লড়তে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, হজমশক্তি ভালো করতে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে প্রতিদিন বেদানা বা এর রস খেতে পারেন।

কেন খাবেন বেদানা

ফ্রি র‍্যাডিক্যালস থেকে রক্ষা করে : অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর বেদানা ফ্রি র‍্যাডিক্যালস থেকে আমাদের শরীরকে রক্ষা করে। ফ্রি র‍্যাডিক্যালস অকাল বার্ধক্যের জন্য দায়ী। সূর্যের সংস্পর্শে এবং পরিবেশের ক্ষতিকর টক্সিনের কারণে ফ্রি র‍্যাডিক্যালস তৈরি হয়।

রক্ত পাতলা করে : বেদানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্ত পাতলা করতে সাহায্য করে। বেদানার দানা প্লেটলেটকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

এথেরোস্কেলেরোসিস প্রতিরোধ করে : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আমরা যে ধরনের জীবনযাপন করি তাতে কোলেস্টেরলের কারণে আমাদের ধমনীর দেওয়ালগুলি ক্রমে শক্ত হয়ে যায়। ফলে মাঝে মাঝে ব্লকেজ হয়ে থাকে। বেদানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খারাপ কোলেস্টেরলকে অক্সিডাইজ হতে বাধা দেয়। ফলে অতিরিক্ত চর্বি দূর হয় এবং ধমনীর দেওয়াল শক্ত হওয়া প্রতিরোধ করে।

অক্সিজেন মাস্কের কাজ করে : বেদানা আমাদের রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পাম্প করতে সাহায্য করে। বেদানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র‍্যাডিক্যালসের বিরুদ্ধে লড়তে, কোলেস্টেরল কমাতে এবং রক্ত জমাট বাঁধা রোধে সাহায্য করে। এই সব কিছু রক্তকে অবাধে সঞ্চালনে সাহায্য করে এবং এভাবে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রার উন্নতি ঘটে।

আথ্রাইটিস প্রতিরোধ করে : বেদানা এনজাইমের সঙ্গে লড়ে কার্টিলেজের ক্ষতি কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে এই ফলের।

হৃদরোগ ও প্রসেস্ট ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়ে : দুটি গবেষণার দাবি, বেদানার রসে প্রসেস্ট ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেদানার রস ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ধীর করে দিতে পারে, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। আর বেদানার রস যেহেতু রক্ত পাতলা করতে সাহায্য করে তাই অবস্থার উন্নতি হয়। ফলে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিস প্রতিরোধ করা যায়।

উপকারী পুষ্টিগুণে ভরপুর : এক কাপ বেদানার দানায় ২৪ গ্রাম শর্করা এবং ১৪৪ ক্যালোরি থাকে। এছাড়া ৭ গ্রাম ফাইবার, ৩ গ্রাম প্রোটিন, আরডিএ (রেকমেন্ডেড ডায়াটরি অ্যালোয়েন্সেস)-এর ১৬ শতাংশ ফোলেট, আরডিএ'র ১২ শতাংশ পটাসিয়াম, আরডিএ'র ৩০ শতাংশ ভিটামিন সি এবং আরডিএ'র ৩৬ শতাংশ ভিটামিন কে রয়েছে।

স্মৃতিশক্তি উন্নত করে : যাঁদের স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে তাঁদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এরকম মানুষদের প্রতিদিন ২৩৭ মিলি বেদানার রস খেতে দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁদের ভার্বাল ও ভিসুয়াল মেমোরিতে অভাবনীয় উন্নতি দেখা গিয়েছে। আরেকটি পরীক্ষা করা হয়েছিল ইঁদুরের ওপরে। তাতে দেখা গিয়েছে, বেদানা অ্যালজাইমার্সও প্রতিরোধ করতে পারে। তবে এই পরীক্ষাটি এখনও মানুষের ওপর করা বাকি রয়েছে।

রক্তচাপ কমায় : বেদানার অন্যতম উপাদান পুনিসিক অ্যাসিড, যা কোলেস্টেরল কমাতে, ট্রাইগ্লিসারিড ও রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

হজমে সাহায্য করে : আমরা সবাই জানি, ফাইবার (আঁশ) হজমের জন্য খুব ভালো। কিন্তু বর্তমানের ব্যস্ত জীবনে আমরা জাংক ফুডেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। শাকসবজি ও ফলে থাকা ফাইবার আমরা পাচ্ছি না। যদি খাবারের পাতে ফাইবার রাখতে চান তাহলে প্রতিদিন বেদানা খান। একটি বেদানায় আপনার প্রতিদিনের প্রস্তাবিত ফাইবার গ্রহণের ৪৫ শতাংশ থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : যাঁরা ইমিউন সংক্রান্ত রোগ যেমন রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস বা অস্টিয়োআথ্রাইটিসে ভুগছেন, তাঁদের জন্য অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি সমৃদ্ধ বেদানা খুবই কার্যকরী। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ভিটামিন সি, যা অ্যান্টিবডি উৎপাদন বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এভাবেই বেদানা স্বাস্থ্যকর ইমিউনিটি বজায় রাখে এবং সাধারণ অসুখ ও সংক্রমণ থেকে দূরে রাখে।

স্ট্রেস কমায় : শরীরের অভ্যন্তরীণ অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমানোর পাশাপাশি বেদানা মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। কুইন মার্গারেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, যাঁরা নিয়মিত বেদানার রস খান, তাঁদের কর্টিসলের মাত্রা কম থাকে। কর্টিসল একটি স্ট্রেস হরমোন, যা চাপের পরিস্থিতিতে বাড়ে।

প্লাক গঠন প্রতিরোধ করে : আমরা মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে মাউথওয়াশ ব্যবহার করি। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, অ্যালকোহলযুক্ত মাউথওয়াশের তুলনায় বেদানার রস অনেক ভালো। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেদানার হাইড্রোঅ্যালকোহলিক নির্যাস প্রায় ৮৪ শতাংশ অণুজীব তৈরির কারণে ডেন্টাল প্লাক গঠন কার্যকরভাবে কমিয়ে দেয়।

হাড় মজবুত করে : বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত বেদানা খাওয়া আপনার হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এই ফলে থাকা ফ্ল্যাভোনলস সক্রিয়ভাবে যে কোনও প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে, যা কার্টিলেজের ক্ষতি বা অস্টিওআথ্রাইটিসের কারণ। শুধু তাই নয়, বেদানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাথলেটিক পারফরম্যান্সের উন্নতিতেও সহায়ক।

কারা সতর্ক থাকবেন

যাঁরা গর্ভবতী ও ব্রেস্টফিডিং করান : এই সময়ে বেদানার রস খাওয়া নিরাপদ। কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাই সতর্ক থাকাই ভালো।

যাঁদের রক্তচাপ কম : যাঁরা লো প্রেশারে ভুগছেন তাঁরা বেদানার রস খেলে প্রেশার আরও কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্ল্যান্ট অ্যালার্জি থাকলে : যাঁদের বিভিন্ন গাছপালা থেকে অ্যালার্জি হয়ে থাকে, তাঁদের বেদানা থেকেও অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

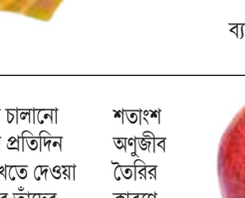

অস্ত্রোপচার হলে : কোনও অস্ত্রোপচার হওয়ার কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে থেকে বেদানা খাওয়া বন্ধ করুন। কারণ, এই ফলটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

জেনে রাখুন

কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের জন্য বেদানার রস খুব ভালো, কিন্তু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে রোগীর ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

নিয়মিত ম্যাসাজে উপকার অনেক

বর্তমানে ব্যস্ত জীবনে স্ট্রেস ও টেনশন যেন নিত্যসঙ্গী। এসব থেকে খানিক রেহাই দিতে পারে বডি ম্যাসাজ। যদি আপনি নিয়মিত ম্যাসাজ করাতে পারেন তাহলে অনেক উপকার পাবেন। বিশেষ করে স্ট্রেস বা পেশির ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে ম্যাসাজের জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া ম্যাসাজ থেরাপির মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, উত্তেজনা কমে, চাপ কমে ও ঘুম ভালো হয়। ম্যাসাজের সময় যেহেতু ত্বকের ওপর চাপ পড়ে, তাই মৃত কোষ জমে থাকতে পারে না। রক্ত চলাচলও সঠিকভাবে করে। নিয়মিত ম্যাসাজের উপকারিতার মধ্যে রয়েছে –

উচ্চ রক্তচাপ কমায় : বিশ্বজুড়ে হৃদরোগ এক নম্বর ঘাতক। এর একটা বড় কারণ উচ্চ রক্তচাপ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ম্যাসাজ থেরাপি রক্তচাপ কমাতে পারে।

ক্যানসার রোগীদের যত্নে : ক্যানসারে আক্রান্তদের একাধিক ক্ষেত্রে যেমন ব্যথা কমাতে, অবসাদের কিছু পর্বে এবং মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে ম্যাসাজ থেরাপি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। ক্যানসার রোগীকে খানিক সুস্থ বোধ করাতে এবং সাধারণ ক্যানসারের লক্ষণগুলি কমাতে ম্যাসাজ স্বল্পকালীন অনেক সুবিধা দেয়।

শিশুর যত্নে : শুধু বড়দের জন্য নয়, সব বয়সের সবার জন্যই ম্যাসাজ খুব উপকারী। সদ্যোজাতকে নিয়মিত ম্যাসাজ করালে তাদের সামাজিক ব্যবহারের উন্নতি ঘটে। পাশাপাশি ঘুম ভালো হয়।

মানসিক চাপ কমায় : প্রচণ্ড চাপের পরে কিছুক্ষণ আরামদায়ক ম্যাসাজ আপনাকে তরতাজা করে তুলবে। বডি ম্যাসাজ করলে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কমে মানসিক চাপ অনেকটাই দূর হয়।

চুল আরও সুন্দর করে তোলে : সপ্তাহে দু'দিন স্ক্যাল্প ম্যাসাজ করাতে পারলে চুল লম্বা ও ঘন হবে। স্ক্যাল্প ম্যাসাজ করালে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়। ফলে চুলের ফলিকলগুলো আরও বেশি অক্সিজেন ও পুষ্টি পায়। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন চার মিনিট করে ম্যাসাজ করান এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফল পান হাতেনাতে।

রক্ত সঞ্চালন ভালো হয় : বডি ম্যাসাজের মাধ্যমে শরীরে রক্ত চলাচল ভালো হয়। এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। পিঠ ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, পা ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে বডি ম্যাসাজ বেশ কার্যকরী।

মাইগ্রেন ও মাথাব্যথা দূর করে : গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাথাব্যথা হলে মায়োফেসিয়াল ট্রিগার পয়েন্টে ম্যাসাজ করলে দারুণ কাজ দেয়। সপ্তাহে দু'দিন ৩০ মিনিট করে এই ম্যাসাজ করাতে পারেন। এতে মাইগ্রেনের ব্যথা বা মাথাব্যথা থেকে অনেকটা আরাম পাবেন।

ভালো ঘুমোতে সহায়ক : যাঁদের ঘুমের সমস্যা রয়েছে তাঁরা মাঝে মাঝে বডি ম্যাসাজ করিয়ে নিন। ম্যাসাজ শরীরের ডেলটা ওয়েভস বাড়িয়ে দেয়, যা ঘুমে সহায়তা করে।

সতর্কতা : প্রশিক্ষিত কাউকে দিয়েই ম্যাসাজ করান, নয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে।

বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে বার্তা মদন-সৌগতর

মারধর করে জেতা যাবে না

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যজুড়ে। শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব হয়েছিল বিরোধী বাম, বিজেপি ও কংগ্রেস। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার মাশুল দিতে হয়েছিল তৃণমূলকে। উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা আসনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল। এই পরিস্থিতিতে আগামী বছরের গোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে কোথাও কোনওরকম সন্ত্রাসের অভিযোগ যাতে না ওঠে সেদিকে সতর্ক থাকতে আগেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার একই সুর শোনা গেল দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় ও কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের গলায়। যদিও তৃণমূলের এই দাবিকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা।

কামারহাটিতে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে মদন, সৌগতবাবু সহ দলের অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, 'একটাই অনুরোধ, মেরে পঞ্চায়েত দখল করব, এই চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলুন। মারধর করে আমরা পঞ্চায়েত দখল করতে চাই না। হৃদয়ে নাম

> প্রয়োজনে যিনি আমার থেকেও ভালো কাজ করতে পারবেন, তাঁর গলায় উত্তরীয় নয়, বিধায়কের মালা পরিয়ে আমি কামারহাটি থেকে সরে যাব। কিন্তু অশান্তি হবে না।
>
> –মদন মিত্র

> দলে থেকে যাঁরা আর্থিক সুবিধা নেওয়ার কথা ভেবেছেন, তাঁদের এবার সরে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমাদের ৯৫ শতাংশ কর্মী সৎভাবে কাজ করেন।
>
> –সৌগত রায়

লিখতে পারলে, সেই নাম রয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষের কাছে গিয়ে অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে। আমাদের কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। কিন্তু নেতার অন্যায় হলে নেতাকে সংশোধনের দায়িত্ব নিতে হবে। কর্মীদের ওপর হামলা হলে তার দায়িত্বও নেতাকে নিতে হবে।' এরপরই মদন বলেন, 'প্রয়োজনে যিনি আমার থেকেও ভালো কাজ করতে পারবেন, তাঁর গলায় উত্তরীয় নয়, বিধায়কের মালা পরিয়ে আমি কামারহাটি থেকে সরে যাব। কিন্তু অশান্তি হবে না।'

ওই অনুষ্ঠানে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হোক। সবাই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক। আমরাও দলের মধ্যে ঝাড়াই-বাছাই শুরু করি। এটা বলার সময় এসেছে যে, দলে থেকে যাঁরা আর্থিক সুবিধা নেওয়ার কথা ভেবেছেন, তাঁদের এবার সরে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমাদের ৯৫ শতাংশ কর্মী সৎভাবে কাজ করেন। আমরা চাই না, কিছু লোক তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করুক। তৃণমূলের লড়াই নিজের সঙ্গে।'

তৃণমূল নেতাদের এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কলকাতা ও জেলায় পুরভোটের আগেও তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছিলেন কোনও সন্ত্রাস হবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ভোটের দিন দাপিয়ে বেড়াল। পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে থাকল।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই রাজ্যে কোনও ভোটই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়নি। তাই তৃণমূলের এই বক্তব্যকে আমরা গুরুত্ব দিতে রাজি নই।'

গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রাক উদযাপন। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় কড়া নির্দেশ ফিরহাদের

সিউড়ি, ৬ নভেম্বর : রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সফরের সময় শনিবার রাতেই খুন হলেন প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ। খুনের অভিযোগে দলীয় কর্মী কাজল শাহ সহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি সিউড়ির বাঁশঝোর গ্রামে ঘটেছে। নিহত তৃণমূল নেতার নাম শেখ ফাইজুল (১৯)। বাড়ি ওই গ্রামেই।

নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। শেখ ফাইজুলের বাবা মাহাফুজ শেখ পুলিশের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, 'ছেলের লাশ গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়ার পরেও দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার না করে উলটে আমাদের হুমকি দিচ্ছিল। পুলিশ নিজের মতো করে অভিযোগ লিখিয়ে আমাকে অভিযোগপত্রে সই করাল। আমি পরে আত্মীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযোগ করার কথা বললে হুমকি দেয় পুলিশ।' তাঁর অভিযোগ, পুলিশ, তৃণমূল পার্টির মদতেই কাজল শাহ'র এত ক্ষমতা।

রবিবার সকালে সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সকালে আমিও শুনেছি বোমার আওয়াজ।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'বড় জেলা। অত পুলিশ নেই। এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটেই থাকে।'

সিউড়ি থেকে আট কিমি দূরে বাঁশঝোর গ্রাম। সেখানে ফাইজুল খুনের ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত কাজল শাহ সহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজনৈতিক রং না দেখে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ফিরহাদও।

মধুচক্রে ফাঁসলেন দিল্লির ক্রিকেটার

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : মধুচক্রের শিকার হয়ে ৬০ হাজার টাকা, গলার সোনার চেন ও দামি মোবাইল ফোন খোয়ালেন দিল্লির এক ক্রিকেটার। এই ঘটনায় পুলিশ ঋষভ চন্দ, শুভঙ্কর বিশ্বাস ও শিবা সিং নামে ৩ জনকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার বারাসত আদালতে তাদের তোলা হলে বিচারক ৩ জনকেই পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মধুচক্রের পিছনে থাকা মূল ব্যক্তিকে পুলিশ এখনও খুঁজে পায়নি। সল্টলেকের একটি অভিজাত হোটেলে তিনি ছিলেন। একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে তিনি কয়েকজন ব্যক্তির খপ্পরে পড়েন। তারা তাঁকে তাঁর পছন্দের নারীসঙ্গ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ নভেম্বর ওই ক্রিকেটার বাগুইআটির কাছে একটি বাস স্টপেজে ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে বেশ কিছু মহিলার ছবি দেখিয়ে একজনকে বেছে নিতে বলা হয়। এরপর এক মহিলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও গোপনে ক্যামেরাবন্দি করা হয়। সেইদিনই ওই ক্রিকেটারের সঙ্গে ৪ দুষ্কৃতী দেখা করে ভিডিওটি দেখায় এবং তাঁর কাছে টাকা দাবি করে।

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। চতুর্থ ব্যক্তি এখনও পলাতক।

জেলা সফরে মমতা

অভিষেকের নজর ত্রিপুরা-মেঘালয়ে

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : আগামী বছর রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। একইসঙ্গে মেঘালয় ও ত্রিপুরায় বিধানসভা ভোট। এই মুহূর্তে মেঘালয়ে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে তৃণমূল। এই তিনটি নির্বাচনকেই পাখির চোখ করে এগোচ্ছে তৃণমূল। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফর শুরু করে দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার যেমন শুরু করছেন, তেমনই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা ও মেঘালয় সফরে নামছেন। মঙ্গলবার থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওইদিন তিনি কৃষ্ণনগরে যাবেন। সেখানে তিনদিন তাঁর ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে। সেখান থেকে ফেরার পরই আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। যদিও উত্তরবঙ্গ সফরের চূড়ান্ত কর্মসূচি এখনও স্থির হয়নি। তৃণমূল সূত্রে খবর, ১৪ অথবা ১৫ নভেম্বর তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে শিলচরে পৌঁছোচ্ছেন অভিষেক। সেখান থেকে ফিরেই ত্রিপুরায় যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা ও মেঘালয় দুটি রাজ্যকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক। এই দুই রাজ্যে ভোট ঘোষণা হলে মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার আগে অভিষেক সাংগঠনিক ত্রুটিমুক্ত করতে এই দুই রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকতে চাইছেন। মেঘালয়ে ১২ জন কংগ্রেস বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এই মুহূর্তে সেখানে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল। সেখানকার বিরোধী দলনেতা মুকুল সাংমাকে সামনে রেখেই বিধানসভা ভোটে নামতে চাইছে তৃণমূল। আগামী কয়েক সপ্তাহে সেখানে একাধিক সভা করার কথা রয়েছে তৃণমূলের। রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে মেঘালয়ে ভোট

সফর সূচি

- ১৪ অথবা ১৫ নভেম্বর তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরে মমতার যাওয়ার কথা
- আগামী সপ্তাহে শিলচরে পৌঁছোচ্ছেন অভিষেক
- সেখান থেকে ফিরেই ত্রিপুরায় যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর
- সাংগঠনিক ত্রুটিমুক্ত করতে দুই রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকতে চাইছেন অভিষেক

পর্যন্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তৃণমূলের যুব ও ছাত্রদের একটি দল সেখানে বুথস্তরে সভা করবে। একইভাবে ত্রিপুরার দলের ইনচার্জ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ সুস্মিতা দেব এখন থেকেই সেখানে পড়ে রয়েছেন। এছাড়াও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য, সুদীপ রাহা সহ তৃণমূলের যুব ও ছাত্রদের সেখানে বুথস্তরে পৌঁছে তৃণমূলের সংগঠন বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। ত্রিপুরা পুরসভা ভোটে তৃণমূল প্রায় ২২ শতাংশ ভোট পেলেও বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের সেই ভোট নেমে আসে ৬ শতাংশে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে আদৌ তৃণমূল কোনও দাগ কাটতে পারবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ত্রিপুরার দাপুটে নেতা সুদীপ রায়বর্মনের সঙ্গে তৃণমূলের কথা চলছে। সিপিএমের সঙ্গে জোটের চূড়ান্ত বিরোধী সুদীপ। কিন্তু তিনি রাজ্য থেকে বিজেপিকেও হটাতে চান। এই পরিস্থিতিতে সেখানে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট আদৌ সম্ভব হয় কিনা, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সুদীপ অবশ্য বলেন, 'রাজনীতিতে কোনওকিছুই অসম্ভব বা সম্ভব নয়। ভোট এখনও অনেক দেরি আছে। আমরা কংগ্রেসের সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা করছি। সেই মতো আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।' তৃণমূলের ত্রিপুরার রাজ্য ইনচার্জ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জোট হবে কি না তা সময়ের ওপর নির্ভর করবে। এখন থেকে আমরা কিছু বলতে পারব না। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।'

ক্ষতিপূরণ পাননি, ক্ষুব্ধ বৌবাজারের বাসিন্দারা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছিল, ক্ষতিপূরণ মিলবে ১৫ দিনের মধ্যেই। কিন্তু ২৪ দিন পেরিয়ে গেলেও বৌবাজারের ক্ষতিগ্রস্তরা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এলাকায় যে শিবির খোলা হয়েছে, সেখানে গিয়েও তাঁরা সুরাহা পাচ্ছেন না। এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে পাঠানো হচ্ছে তাঁদের। ঠিকাদার সংস্থার কিছু অফিসার তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার পর্যন্ত করছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

মেট্রো রেলের বৌবাজার অংশে সুড়ঙ্গের কাজ চলাকালীন একের পর এক ধস নেমেছে ওই এলাকায়। এর ফলে ওই এলাকার বহু বাড়ি আংশিক ও পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১ অগাস্টের পর বেশ কিছুদিন কাজও বন্ধ ছিল। পরবর্তীকালে আবার কাজ শুরু হলে এবছরের ১১ মে ফের মেট্রোর কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৌবাজারের একাধিক বাসিন্দার বাড়ি। ঘটনায় তাঁদের রুটিরুজিতেও যেমন টান ধরে, তেমনই অনেককেই বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়।

এরপরও বিপর্যয় থামেনি। আবারও ক্রস প্যাসেজ বানানোর সময় বেশকিছু বাড়িতে ফাটল ধরে। এইসময় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। তার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার অফিসারদের সঙ্গে কলকাতা মেট্রোর অফিসারদের একসঙ্গে শিবিরে বসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানেও বৌবাজারের বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত মাসে বৌবাজারের মদন দত্ত লেনের বাড়িতে ফাটল ধরা পড়ার পর নোটিশ দিয়ে কেএমআরসিএল কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু এখনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। কথা ছিল বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য ১ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেবে কেএমআরসিএল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, বাড়ি মেরামতির কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। কেএমআরসিএলের তরফে শুধু বলা হয়েছে, আবেদনগুলি খতিয়ে দেখার পরই সবাই ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে যাবেন।

ডেঙ্গি : জেলায় যাচ্ছে দল

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : রাজ্যের ৫ জেলায় ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। ওই জেলাগুলিতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠাচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। গত এক সপ্তাহে রাজ্যে পরপর বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গিতে। যদিও স্বাস্থ্য ভবনের মতে, ডেঙ্গি সংক্রমণ নিম্নমুখী। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেছেন, 'আগে প্রতিদিন নতুন করে হাজার খানেক লোক আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এখন ওই সংখ্যা অনেকটাই কমেছে।' স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ডেঙ্গি সংক্রমণের হার বেশি। ওই জেলাগুলিতে জলাশয়ের পরিমাণ বেশি। অর্থাৎ, মশার বংশবিস্তারের পক্ষে ওই এলাকাগুলি বিশেষভাবে উপযোগী। এজন্যই ডেঙ্গি ওই জেলাগুলিতে বেশি ছড়াচ্ছে। মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকে ডেঙ্গি সংক্রমণ লাগামছাড়া অবস্থায়। উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট ব্লকের ছবিও প্রায় একই। তবে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে ডেঙ্গি সংক্রমণ কমেছে।

পারিবারিক খুনের মামলায় কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ টুলু গ্রেপ্তার

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৬ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় এজেন্সির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়িতে ফিরতেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার সিউড়ির প্রসিদ্ধ পাথর ব্যবসায়ী এবং অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ টুলু মণ্ডল। দু'দিন আগে ইডি'র তলবে হাজিরা দিয়ে সিউড়ি ফেরেন তিনি। রবিবার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

বীরভূম জেলার পাথর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত টুলু মণ্ডল। দিন কয়েক আগেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। তার আগে টুলুর বাড়িতে তল্লাশিও চালিয়েছিল ওই তদন্তকারী সংস্থা। এরপরই টুলুকে গ্রেপ্তার করল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

চলতি বছরের ৩ অক্টোবর মহম্মদবাজার থানার চরিচা গ্রামে বাড়ির ঢালাইকে কেন্দ্র করে খুন হন জাকির মিয়াঁ (৪৬)। তাঁর ভাইপো সেলিম মিয়াঁ এবং খুড়তুতো ভাই ইসরায়েল মিয়াঁর ঝামেলা চলছিল। তাঁদের বিবাদ মেটাতে গেলে সেলিম মিয়াঁ সহ পাঁচজন তাঁর উপর লোহার কুড়ুল দিয়ে আঘাত করেন। তাঁকে প্রথমে মহম্মদবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার ২৭ দিন পর জাকির মিয়াঁ মারা যান। সেই ঘটনায় এদিন কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ টুলু মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। টুলুর বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে গুরুতর

সিউড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে টুলু মণ্ডলকে। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

আঘাত, অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি নানা ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার টুলুকে হাজির করানো হয় সিউড়ি আদালতে। যদিও নিহতের অভিযোগপত্রে নাম ছিল না টুলু মণ্ডলের। এ ব্যাপারে পুলিশ মুখ খুলতে চাইছে না।

এই ঘটনায় সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'দেখা যাচ্ছে, সিবিআই-ইডি আসায় রাজ্য পুলিশ সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো একটা খুনের মামলা, টুলু মণ্ডলকে ধরার চেষ্টা করেনি। কারণ, তিনি অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে আছেন। এখন ইডি-সিবিআই ধরছে। সব খবর এমনিতেই বেরিয়ে গিয়েছে। আরও বেরিয়ে যাবে। অনুব্রতকে কেন হঠাৎ নবান্নের মালকিন বীর বলেছিলেন, তারও আসলটা বেরিয়ে যাবে। সেভ করার চেষ্টা। সিবিআই বা ইডি'র থেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করা। যদি খানিকটা ঠেকিয়ে রাখা যায়! রাজ্য পুলিশের এখন কাজ হয়েছে, যেন অপরাধী অন্য কারও হাতে পড়ে গিয়ে সব না স্বীকার করে ফেলে, সেটার বন্দোবস্ত করা। ওইজন্য পুরোনো একটা মামলা পেয়েছে। এনিয়ে খুব লাফাবে বলে মনে হয় না।'

অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'কেষ্ট মুখ খুললে তৃণমূল পার্টির ঢোল ফেটে যাবে। তাই কেষ্টকে বাঁচাতে তৃণমূল সরকার সর্বস্ব পণ করে ময়দানে নেমেছে। এই গ্রেপ্তারি তার একটা দিক মাত্র।'

সব মিলিয়ে ওই খুনের ঘটনার এতদিন পর পুলিশের সক্রিয়তা নিয়ে বিরোধীরা বেশ সরব।

কার লাট্টুর কত দম সেই খেলায় মেতেছে খুদেরা। নলহাটির মণিপুরে। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

মৃতদেহ ছাড়তে টাকা চাওয়ার অভিযোগ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৬ নভেম্বর : 'এখানে টাকা ছাড়া কাজ হয় না, টাকা দিতেই হবে'- এই কথা জানিয়ে দুর্ঘটনায় মৃতর ছেলের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গের ডোমেদের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিহিত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন মৃতর ছেলে মৃণালকান্তি কোলে।

মৃণালকান্তি কোলের বাড়ি মেমারি থানার পাল্লারোডের কাঁটাটিকর গ্রামে। লিখিত অভিযোগে প্রশাসনকে তিনি জানিয়েছেন, ১ নভেম্বর পথ দুর্ঘটনায় তাঁর বাবা কৃষ্ণচন্দ্র কোলে মারা যান। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ২ নভেম্বর সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। ওইদিন বিকালে তাঁর বাবার মৃতদেহ তাঁদের হাতে হস্তান্তরের সময়ে মর্গের ডোমেরা

বর্ধমান হাসপাতাল মর্গ

পাঁচ হাজার টাকা দাবি করেন। সেই টাকা দিতে তিনি রাজি না হয়ে উলটে প্রতিবাদ করেন। তখনই টাকা না দিলে মৃতদেহ হস্তান্তর করা হবে না বলে মর্গের ডোমেরা তাঁকে হুমকি দেয়।

এই সব নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলার সময়ে ডোমেরা জানান, তাঁরা ময়নাতদন্ত হওয়া মৃতদেহ সরকার অধীনস্থ মর্গের ডোমেদের এমন হুঁশিয়ারি ও দুর্ব্যবহারে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। শেষমেশ সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে তাঁর বাবার ময়নাতদন্ত হওয়া মৃতদেহ ডোমেরা যথাযথভাবে হস্তান্তর করেন। মৃতদেহ হস্তান্তরের সময়ে ডোমেরা ধমকের সুরে বলেন, 'এখানে (মর্গে) টাকা ছাড়া কাজ হয় না, টাকা দিতেই হবে, শুধু শুধু দেরি করলেন।'

এই অভিযোগের বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রণব রায় বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না, যা বলার হাসপাতাল সুপার বলবেন।' বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সুপার তাপস ঘোষকে ফোন করা হলে তিনিও কোনও মন্তব্য না করে বিষয়টি এড়িয়ে যান। যদিও জেলা শাসক প্রিয়াংকা সিংলা জানিয়েছেন, অভিযোগপত্র এখনও হাতে পাননি। তবে এমন ঘটনা ঘটে থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হবে বলে জেলা পুলিশ সুপার কমনাশিস সেন জানিয়েছেন।

আমাদের পাত্র-পাত্রী কলামে একটি বিজ্ঞাপনেই চার হাত এক হওয়ার নজির অজস্র
তাই শুভ কাজে আর দেরি কেন? আজই বিজ্ঞাপন দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে, আমাদের অফিসে এসে,
আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্রে অথবা শুধুমাত্র একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।
9064849096
শিলিগুড়ি : 0353-2524722, জলপাইগুড়ি : 9641289636, কোচবিহার : 9883550805, আলিপুরদুয়ার : 9883539878, মালদা : 9800585950,
রায়গঞ্জ : 9531538275, বালুরঘাট : 9434220500, কলকাতা : 9073204040 এছাড়াও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্র

কালার দ্য ওয়ার্ল্ড অরেঞ্জ ডে

কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম এবং রিফ্লেক্স সিমপ্যাথেটিক ডাইস্ট্রফি– এই জটিল রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর নভেম্বরের প্রথম সোমবার কালার দ্য ওয়ার্ল্ড অরেঞ্জ ডে পালন করা হয়। এবছর এই দিনটি পড়েছে ৭ নভেম্বর।

যে খবর সামনে আসে না, যে খবর লুকিয়ে রাখা হয়, যা প্রকাশ্যে আনার সাহস পায় না অন্যরা, সেই খবর তুলে ধরবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দুর্নীতি থেকে গণহত্যা, রাজনীতি থেকে অপরাধ

খবরের ভেতর লুকিয়ে থাকা আসল খবর জানতে দেখুন

ময়নাতদন্ত

LIVE

চোখ রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial
https://www.youtube.com/c/UttarbangaSambadTV

শিশু উদ্যানে নজর পুরনিগমের

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকটি শিশু উদ্যান থাকলেও এখন সেগুলিতে পা মাড়ানোর উপায় নেই। অধিকাংশই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই পার্কগুলি চিহ্নিত করে এবার সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেইসঙ্গে নতুন শিশু উদ্যান গড়া যায় কি না, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। নতুন পার্ক তৈরির জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখছেন উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসুরায়। তিনি বলেন, 'পুরনিগমের কয়েকটি পার্ক রয়েছে যেগুলির অবস্থা খুব খারাপ। সেরকম তিন–চারটি পার্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলিকে ঠিক করা হবে। পাশাপাশি নতুন কোনও জায়গায় যদি শিশু উদ্যান করা যায় সেটাও দেখা হবে। ৩৬ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন পার্ক তৈরির ভাবনা রয়েছে।'

দোকানে ভাঙচুর

ইসলামপুর, ৬ নভেম্বর : ইসলামপুর পুরসভার আশ্রমপাড়া এলাকায় একটি মুদি দোকানে ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। রবিবার ইসলামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়া এলাকায় রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী একটি মুদি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাউন্সিলারের প্রতিনিধি এবং ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্মরণসভা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির প্রয়াত সভাপতি বিষ্ণু সাহার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সূর্যনগরের প্রীতিলতা ওয়েলফেয়ার আয়োজিত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকেই দল এবং মানুষের প্রতি বিষ্ণুর দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে গত সোমবার মারা যান বিষ্ণু।

কৃতী সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ওয়ার্ডের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জানাল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। চলতি বছরের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা, আইসিএসই, আইএসসি, সিবিএসই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জানানো হয়। রবিবার আমরা সবাই সূর্য সেন ক্লাব ময়দানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিমান তপাদার প্রমুখ।

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে কর্মশালার আয়োজন করল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। রবিবার বিজ্ঞানকেন্দ্রে এই কর্মশালায় উপস্থিত পড়ুয়াদের এব্যাপারে ক্লাস নেওয়া হয়। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে কীভাবে কাজ করা হয় তা বোঝানো হয়। এদিনের কর্মশালায় বিজ্ঞানকেন্দ্রের ইনোভেশন হাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাম্পার আটক

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলায় তিনটি ডাম্পার আটক করল এনজেপি পুলিশ। শনিবার রাতে নৌকাঘাট মোড় থেকে ওই ডাম্পার তিনটি আটক করা হয়। ঘটনার পরই সেখান থেকে পালিয়ে যায় ডাম্পার তিনটির চালক।

বাংলা গান উৎসব

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ডিসেম্বর মাসে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে ১৫তম বাংলা গান উৎসব। প্রধাননগরের নিবেদিতা অডিটোরিয়ামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবিষয়ে রবিবার সেবক মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে সাধারণ সভা আয়োজিত হয়। উৎসব সংক্রান্ত নতুন কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা হয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

পুরনিগমের ৫ নম্বর বরো রিপোর্ট কার্ড

প্রতি বিষয়ে ১০, মোট ৭০-এর মধ্যে কে কত

ওয়ার্ড	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
জল	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৫	৩	৪
আলো	৬	৬	৭	৫	৪	৪	৩	৩	৫
রাস্তা	৬	৫	৭	৫	৩	৪	২	৪	৫
আবর্জনা	৫	৫	৫	৫	৪	৪	৩	৪	৫
নিকাশি ব্যবস্থা	৪	৪	৪	৩	৩	৪	৩	৩	৬
শিক্ষা স্বাস্থ্য	৬	৫	৬	৫	৫	৪	৪	৫	৬
কত কাছে মেলেন কাউন্সিলার	৭	৭	৮	৬	৬	৫	৫	৫	৭
মোট	৩৮	৩৭	৪০	৩৩	২৯	২৯	২০	২৭	৩৮

কী কী ভালো দিক

এখনও পর্যন্ত কোনও ওয়ার্ডেই বাড়তি কোনও উন্নতির ছাপ নেই। তবে বরোর ৯টি ওয়ার্ডেই ২৫ লক্ষ টাকার শেষের পথে বলে দাবি বরো চেয়ারম্যান প্রীতিকণা বিশ্বাসের।

কী প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি

- পানীয় জলসমস্যার সমাধান হয়নি।
- ঘোগোমালি সেতুর সংস্কার হয়নি।
- জোড়াপানি সেতুর বাঁধের কাজ হয়নি।
- রাস্তা ও নিকাশি সমস্যার সুরাহা হয়নি।

নতুন ভাবনা

- কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। পরিকল্পনাই নেই তো ভাবনা হবে কী? ঘোগোমালি সেতুর সংস্কার হয়নি।

ডেঙ্গি নিয়ে কী ভাবনা?

- ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গির সমস্যা অনেকটাই বেশি। সেখানে এখন নজর পড়েছে প্রশাসনের। বাকি ওয়ার্ডে নজরদারি বেড়েছে।

ডেঙ্গি নিয়ে তির অশোকের

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : শুধুমাত্র যথাসময়ে দেখভালের অভাবেই ডেঙ্গি শিলিগুড়িতে মারাত্মক আকার নিয়েছে। এই অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, 'শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিলেও মেয়র, ডেপুটি মেয়র, মেয়র–পরিষদের সদস্যরা সেসময় পুজো উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন।'

রবিবার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে এলাকার মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি তাঁদের হাতে সচেতনতামূলক লিফলেট তুলে দেওয়া হয়। এদিন অশোকবাবুর সঙ্গে থাকা সিপিএম নেতা–কর্মীরা ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার পাশাপাশি মশা মারার তেলও স্প্রে করেন।

আগেই ঠিক হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের সিপিএম কাউন্সিলারদের উদ্যোগে ডেঙ্গি প্রতিরোধে রাস্তায় নেমে মানুষকে সচেতন করার কাজ করা হবে। সেইমতো শনিবার থেকে সিপিএমের পক্ষ থেকে এই কাজ শুরু হয়। এদিন অশোকবাবুর বাড়ি যে ওয়ার্ডে সেই ২০ নম্বর ওয়ার্ডে মানুষকে সচেতন করার কাজে নামেন সিপিএম নেতা–কর্মীরা। এই নেতা–কর্মীদের পুরোভাগে ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য।

বাসিন্দাদের সচেতন করছেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। ছবি : তপন দাস

এদিকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছে সিপিএম। দলের বক্তব্য, প্রায় ৪ হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত, ২০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি পরিস্থিতি যেখানে ভয়াবহ সেখানে মেয়র ও তাঁর পারিষদরা কার্নিভাল, বিজয়া সম্মিলনি ও আনন্দ উৎসবে ব্যস্ত ছিলেন। পুরনিগমের বুনিয়াদি কাজের দিকে এঁদের নজর দেওয়ার সময় ছিল না। সেই কারণে শিলিগুড়িতে এত ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অশোকের বক্তব্য, 'আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে তাতে যদি ১০ জন মানুষকেও সচেতন করতে পারি তবে সেটা দরকার। ডেঙ্গি প্রতিরোধে পুলিশ কমিশনার কিংবা জেলা শাসকের প্রয়োজন হয় না। সময়মতো যদি কাউন্সিলার, ওয়ার্ড কমিটি ও নাগরিকদের সচেতন করা যেত তবে এমন পরিস্থিতি হত না। কিন্তু সেই সচেতন করার কাজ হয়নি। দেরিতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্যই মানুষ আজ ভুগছেন।' যদিও অশোকবাবুর রাস্তায় নেমে মানুষকে সচেতন করার কাজের কটাক্ষ করেছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'ওঁরা যখন বোর্ডে ছিলেন তখন আমরা বোর্ডের সদস্য ছিলাম। কিন্তু ওঁদের বীরদর্পে কাজ করতে দেখিনি। উনি এখন সচেতন করতে বের হচ্ছেন এটা ভালো কথা। এতে যদি ওঁর বুথে কিছু ভোট বাড়ে, সেটাকে আমরা খারাপভাবে দেখছি না। তবে অযথা মানুষকে আতঙ্কিত করা ঠিক নয়। ওঁর যদি কোনও পরামর্শ থাকে তবে সেটা আমাদের জানাতেই পারেন।'

> ডেঙ্গি প্রতিরোধে জেলা শাসকের প্রয়োজন হয় না। সময়মতো যদি কাউন্সিলার, ওয়ার্ড কমিটি ও নাগরিকদের সচেতন করা যেত তবে এমন পরিস্থিতি হত না।
>
> – অশোক ভট্টাচার্য

টোটোচালকের হাতে মার খেলেন চিকিৎসক

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : টোটোচালককে সতর্ক করতে গিয়ে তার হাতে মার খেলেন শিলিগুড়ির দন্ত চিকিৎসক ডাঃ অনির্বাণ রায়। রবিবার সন্ধ্যায় হিলকার্ট রোডের জংশন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। চিকিৎসককে মারধরের সময় আশপাশে পুলিশ থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়েই ঘটনাস্থল থেকে রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিংকে ফোন করেন অনির্বাণ। তারপরেই পুলিশ সক্রিয় হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা। রাতে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শুশ্রুতনগর শাখার সম্পাদক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'দ্রুত ওই টোটোচালককে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে টোটোচালকদের দৌরাত্ম্য দুর্ভাগ্যজনক।' প্রধাননগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। রাত পর্যন্ত অভিযুক্ত টোটোচালককে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

রবিবার সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। গুরুংবস্তি মোড় পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখতে পান সামনেই একটি টোটো এক বয়স্ক পথচারীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে। এই দেখে গাড়ির গতি কমিয়ে ওই টোটোচালককে সতর্কভাবে টোটো চালানোর অনুরোধ করেন অনির্বাণ। এর পরেই জংশন ট্রাফিক সিগন্যালে গিয়ে দাঁড়ায় অনির্বাণের গাড়ি। অভিযোগ, সেখানেই পিছন থেকে ওই টোটোচালক গিয়ে গাড়ির চালকের আসনে থাকা অনির্বাণকে ঘুষি মারতে থাকে। কান ও মুখে পরপর চার পাঁচটি ঘুসি মেরে সে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন চিকিৎসক সেখানে আসেন। আহত ওই চিকিৎসকের প্রাথমিক পরীক্ষা করিয়ে প্রধাননগর থানায় নিয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানেই ডাঃ অনির্বাণ বলেন, 'আমি তেমন কিছুই বলিনি। একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদ করেছিলাম। এরপরেই আমাকে এসে মারধর করে পালিয়ে যায়।' তাঁর অভিযোগ, 'ওই ঘটনার সময় আশপাশেই পুলিশ সহ অন্য লোকজন ছিলেন। কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেননি।' আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্ত টোটোচালককে দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আমি বিষয়টি শুনেই ওই চিকিৎসকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি। পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি। এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্ত টোটোচালককে দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।'

পুরনিগম 'ব্যর্থ' তত্ত্বে সিলমোহর নিয়ে প্রশ্ন

ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে ময়দানে নামল এসজেডিএ

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে 'ব্যর্থ' পুরনিগম, বারবার যখন ক্ষমতাসীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগছে বিরোধীরা, তখন মাঠে নামল শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এসজেডিএ। আর রবিবার সৌরভ চক্রবর্তীদের এই মাঠে নামা শহরে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল। পুরনিগম ব্যর্থ বলেই কি এসজেডিএ–কে নামতে হল, এমন প্রশ্নও উঠছে।

এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভের বক্তব্য, 'ডেঙ্গি যখন শিলিগুড়িতে মারাত্মক আকার নিয়েছে, তখন তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। তাছাড়া এই শহরে আমাদের সংস্থার বেশ কয়েকটি প্রপার্টি রয়েছে, সেখানকার পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। ফগিংয়ের পাশাপাশি সমস্তরকম পদক্ষেপ করা হবে।'

বিধান মার্কেটে আবর্জনার স্তূপ এবং নিকাশিব্যবস্থা নিয়ে এদিন সেখানে তাঁকে ক্ষোভ প্রকাশও করতে দেখা যায়। যদিও পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলছেন, 'এসজেডিএ'র সঙ্গে আমরা যৌথভাবে অনেক কাজ করেছি। দুটি সংস্থাই সরকারি। ফলে মানুষের সুবিধার জন্য এসজেডিএ কোনও কাজ করলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কেন?'

২০১৭ সালেও ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে ময়দানে নামতে দেখা গিয়েছিল এসজেডিএ–কে। সে সময় অবশ্য পুরবোর্ডে ক্ষমতায় ছিল বামেরা। বামেদের তরফে সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর অভিযোগ তোলা হয়েছিল। যদিও সেসময় এসজেডিএ'র তরফে তৃণমূল কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডে ফগিং, স্প্রে করার ঘটনাকে বামেদের ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরেছিল রাজ্যের শাসকদল। পাঁচ বছরের মাথায় সেই এসজেডিএ ময়দানে নামায় একইরকমভাবে ব্যর্থতার অভিযোগ চলে আসছে। আর তা অন্যমাত্রা পেয়েছে দুটি বোর্ডের দায়িত্বে তৃণমূল থাকায়। তাহলে কি দলের মধ্যেই বিরোধ রয়েছে, এই প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

এদিন সকালে সৌরভ, বোর্ড সদস্য রঞ্জন শীলশর্মারা (রঞ্জন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও) বিধান মার্কেটে যান। ফল, সবজি মার্কেট পরিদর্শনের সময় প্রতিটি দোকানের সামনে লাগানো ত্রিপল ও প্লাস্টিক খুলে ফেলার নির্দেশ দেন তাঁরা। বর্ষার জল ত্রিপল, প্লাস্টিকের ওপর আটকে থাকায় তা থেকে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিধান রোডের ওপর কাটা ডাব পড়ে থাকতে দেখে বিক্রেতাদের তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। ফল বাজার এবং সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন সৌরভ, রঞ্জনরা। অধিকাংশ ড্রেনেই আবর্জনা জমে থাকায় বিধান মার্কেটের নিকাশিব্যবস্থা যে বেহাল হয়ে পড়েছে, তা তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার হয় না বলে অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের কাছে অভিযোগ করেন।

সৌরভকে বলতে শোনা যায়, 'ভয়ংকর পরিবেশ। এটা মেনে নেওয়া যায় না।' সঙ্গে থাকা আধিকারিকদের জলনিকাশি ব্যবস্থায় জোর দিতে কয়েকটি জায়গায় ড্রেন তৈরির নির্দেশ দিতে দেখা যায় তাঁকে।

এসজেডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা পাঁচটি বাজার সহ আবাসনগুলি পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

> ডেঙ্গি যখন শিলিগুড়িতে মারাত্মক আকার নিয়েছে, তখন তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।
>
> –সৌরভ চক্রবর্তী
> *চেয়ারম্যান, এসজেডিএ*

ক্যানসার সচেতনতা

মেডিকা ক্যানসার হাসপাতালের উদ্যোগে ক্যানসার সচেতনতা যাত্রা।

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস পালন করল মেডিকা ক্যানসার হাসপাতাল। এই রোগ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য, সঠিক চিকিৎসার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের তরফে। ৬ নভেম্বর শহরে একটি ওয়াকাথনের (হাঁটা) আয়োজন করা হয় হাসপাতালের তরফে। সেখানে অংশগ্রহণ করেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, কমিশনার সোনম ভুটিয়া প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। যোগ দেন ক্যানসার জয়ীরাও। এই কর্মসূচির মূল বার্তা ছিল, 'আমরা ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রতিজ্ঞা করছি।'

মেডিকা ক্যানসার হাসপাতালের তরফে ২ দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। একইসঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় ছাড় এবং ব্রেস্ট ক্যানসার সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য এক মাসব্যাপী অফার।

সাম্প্রতিকতম তথ্য অনুযায়ী, দেশের রোগাক্রান্তদের মধ্যে ৪০ শতাংশই বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের শিকার। এই ভয়াবহতা দিন–দিন বাড়ছে। তবে সকলকে মাথায় রাখতে হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যানসার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে শনাক্তকরণ এবং সঠিক চিকিৎসা। অথচ সচেতনতার অভাব, অযথা ভয় পাওয়া পরিস্থিতি কঠিন করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে মেডিকার উদ্যোগের প্রশংসা করেছে সব মহল।

পড়ুয়াদের জন্য গাঁটছড়া

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের শিল্পোদ্যোগে উৎসাহিত করে তুলতে গাঁটছড়া বাঁধল আইআইটি খড়্গপুরের আন্ত্রাপ্রেনরশিপ সেল এবং আইআইএস স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট, শিলিগুড়ি।

শহরের মাড়োয়ারি সেবা ট্রাস্টে অনুষ্ঠিত হল আন্ত্রাপ্রেনরশিপ অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ (ইএডি)–২০২২। বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের তিনশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেছিল। পড়ুয়াদের সামনে নানা ধরনের ব্যবসায়িক মডেল, স্টার্টআপের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে যা ভবিষ্যতে একজন সফল উদ্যোগপতি হয়ে উঠতে তাদের সহযোগিতা করবে।

উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রখ্যাত আন্ত্রাপ্রেনরশিপ অ্যাম্বাসাডর তথা নীতি আয়োগের পরামর্শদাতা শীর্ষেন্দু ভরদ্বাজ। তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে শিল্পোদ্যোগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, যেসব উদ্যোগপতিরা দেশের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন তাঁদের পাশে সরকার রয়েছে।

আইআইএএস–এর ইএডি অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা।

অন্য বক্তাদের মধ্যে আইআইএ ভেঞ্চার্সের ম্যানেজিং পার্টনার দীপেশ মোহাইল বিনিয়োগের বর্তমান অবস্থা এবং কীভাবে পড়ুয়ারা সেখান থেকে ফায়দা তুলতে পারে, সেব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়া ছিলেন শিলিগুড়ির বিখ্যাত উদ্যোগপতি রাজীব বৈদ।

আইআইএস স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান অভিজিৎ দে অতিথিদের সংবর্ধনা জানান। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিনন্দন দে উপস্থিত সকলকে শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কানে শোনার সমস্যা
এখানে সব ধরনের
কানের মেশিন পাওয়া যায়
NORTH BENGAL
HEARING AID CENTER
Opp. Bidhan Market
Auto Stand, Siliguri
Ph: +91 8509454426

রাজ্যের সুপারিশে ধূপগুড়ি, কালিম্পং ও কার্সিয়াং সহ ১৩ পুরসভা

পঞ্চায়েতের সঙ্গেই পুরভোট

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : আগামী বছরের গোড়ায় রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। একইসঙ্গে রাজ্যের ১৩টি পুরসভার ভোটও সেরে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। ওই চিঠি পাওয়ার পরই এ সম্পর্কে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। যে পুরসভাগুলিতে ভোট হবে তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি, কার্সিয়াং ও কালিম্পং।

এছাড়াও হাওড়া ও বালি পুরসভার ভোটও একইসঙ্গে করতে আগ্রহী রাজ্য। কিন্তু হাওড়া ও বালি পুরসভা পৃথকীকরণ আইন এখনও অনুমোদন করেননি রাজ্যপাল। ফলে রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া এই দুই পুরসভায় ভোট করা এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান রাজ্যপাল লা গণেশনের সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকারের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। গত সপ্তাহেই রাজ্যপালের আমন্ত্রণে তাঁর পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেন্নাই গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বর্তমান রাজ্যপালের কাছে এই বিলের অনুমোদন পাওয়া যাবে বলেই পুর দপ্তর মনে করছে।

তবে বসে নেই নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১৩ পুরসভার ভোটের প্রস্তাব পাওয়ার পরই ডিলিমিটেশনের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। হাওড়া ও বালি পুরসভাকে পৃথক ধরেই ডিলিমিটেশন করা হয়েছে। বাকি পুরসভাগুলির ডিলিমিটেশনও শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। ২০১৬ সালে হাওড়া ও বালি পুরসভার সংযুক্তিকরণ হয়। তার আগে হাওড়া পুরসভায় ৫০টি ও বালি পুরসভায় ৩৫টি ওয়ার্ড ছিল। সংযুক্তিকরণের পর হাওড়া এলাকায় ৫০টি ওয়ার্ড রাখা হলেও বালি এলাকায় ১৬টি ওয়ার্ড হয়। সূত্রের খবর, ফের ডিলিমিটেশনে হাওড়ায় আগের মতোই ৫০টি ও বালিতে ৩৫টি ওয়ার্ড করা হবে। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এছাড়াও যে পুরসভাগুলিতে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হল পাঁশকুড়া, হলদিয়া, বুনিয়াদপুর, দুর্গাপুর, নলহাটি, কুপার্স ক্যাম্প, রায়গঞ্জ, ডোমকল ও পূজালি।

রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সারা বছর ধরে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে প্রশাসনিক কাজে অনেক অসুবিধা হয়। ওই সময় অনেক কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই পঞ্চায়েত ভোটের সঙ্গেই বাকি থাকা পুরসভার ভোটগুলি আমরা সেরে ফেলতে চাইছি। তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠানো হয়েছে। কমিশন এবার ভোটের প্রস্তুতি শুরু করবে।'

পুজোর আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, আগামী বছরের শুরুতেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবে। বাকি থাকা পুরসভার ভোটগুলিও তখন সেরে ফেলা হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পুজোর ছুটির পরই এই নিয়ে কমিশনকে চিঠি দেয় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

পঞ্চায়েত ও পুরসভা ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক দল তৃণমূল।

ইতিমধ্যেই বিজয়া সম্মিলনীর আড়ালে তৃণমূল বুথস্তরে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি জেলা সফরেও বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই নদিয়া দিয়ে তাঁর জেলা সফর শুরু হবে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে রাজ্যের সবক'টি জেলায় তিনি প্রশাসনিক বৈঠক ও দলীয় বৈঠকে অংশ নেবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। কলকাতার প্রভাবশালী মন্ত্রীদেরও জেলা সফরে বেরোতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। সেইমতো তাঁরাও জেলা সফর শুরু করেছেন। তুলনায় বিরোধীদল বিজেপি ও সিপিএম প্রচারে এখনও নামতেই পারেনি।

কমিশন সূত্রে খবর, ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পুরসভাগুলির ডিলিমিটেশন শেষ করে ফেলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারিতে যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে, তার ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচন করা হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই ভোট প্রক্রিয়া শেষ করতে চায় কমিশন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি

- পঞ্চায়েতের সঙ্গে রাজ্যের ১৩টি পুরসভার ভোটও সেরে ফেলতে চাইছে সরকার
- তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি, কার্সিয়াং ও কালিম্পং
- ডিলিমিটেশনের কাজ শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন
- ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সেই কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে
- ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই ভোটপ্রক্রিয়া শেষ করতে চায় কমিশন

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উদ্যোগে সমর্থন নেই

স্পষ্ট অবস্থান নমশূদ্র বোর্ডের চেয়ারম্যানের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিকে সমর্থন না করার কথা স্পষ্ট জানালেন পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য। রবিবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার কচুয়া বোয়ালমারিতে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের স্মরণে সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, 'একবার দেশভাগের বলি হতে হয়েছে। নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি হারাতে চাই না। পৃথক রাজ্য তো নয়ই, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিকেও সমর্থন করি না।' তৃণমূল তাঁর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছে। বিজেপি এবিষয়ে মন্তব্য করতে চায়নি।

এদিন কচুয়া বোয়ালমারির প্রভাত প্রহ্লাদের একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুকুলবাবুর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ির তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ প্রদীপ বর্মা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন। তাঁরা সবাই মুকুলবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় দলীয় কাজে জেলার বাইরে থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

মুকুলবাবু এদিন বলেন, 'যারা এই ধরনের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কথা উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখে করতে চাইছেন, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এটা করছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে সেই প্রস্তাব পাশ করাতে হবে। যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় কখনোই সম্ভব নয়।'

এদিন মুকুলবাবু জানান, নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডকে রাজ্য সরকার ৫ কোটি টাকা দিয়েছে। দুই বছর করোনার কারণে কাজ করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত নমশূদ্র অধ্যুষিত ১৪টি জেলায় ৬৩টি কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছে। দুটি স্কুলে কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। তাঁর মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রয়োজন নেই।'

তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ, উত্তরবঙ্গে নমশূদ্র ভোটারের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ। রাজ্যে নমশূদ্র জনসংখ্যা ২ কোটি ৮৭ লক্ষ। পৃথক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিষয়ে নমশূদ্রদের মতামত সরকার নিতে বাধ্য। কারণ যারা পৃথক রাজ্যের দাবি করছেন, নমশূদ্রদের জনসংখ্যা উত্তরবঙ্গে তাঁদের প্রায় সমান। অনুষ্ঠান শেষে সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই পৃথক রাজ্যের বিরোধিতা করেছেন। মুকুল বৈরাগ্য সঠিক কথাই বলেছেন।' বিজেপি চক্রান্ত করছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনজাতিদের জন্য যে উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছেন, নমশূদ্র বোর্ড তার মধ্যে একটি। এই বোর্ড অনেক ভালো কাজ করছে।'

বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় ফোনে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রতি সার্বিক বঞ্চনা ও উপেক্ষার কারণে মানুষের মধ্যে যে চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে আমিও আওয়াজ তুলেছি। এখন যা বলার বিজেপির রাজ্য, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলবে।'

একবার দেশভাগের বলি হতে হয়েছে। নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি হারাতে চাই না। পৃথক রাজ্য তো নয়ই, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিকেও সমর্থন করি না। যাঁরা এই ধরনের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কথা উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখে করতে চাইছেন, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এটা করছেন।

–মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য, চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ড

ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় জখম শিশু

চাকুলিয়া, ৬ নভেম্বর : ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় জখম হল দেড় বছরের এক কন্যাশিশু। ঘটনাটি ঘটে রবিবার সন্ধ্যায় চাকুলিয়া থানার পুয়ার গ্রামে। শিশুটির নাম রাকিবা খাতুন। স্থানীয় সূত্রের খবর, রাকিবা মায়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে রাস্তার পাশে খেলছিল। তার মা গল্পে মগ্ন ছিলেন। সেই সময় একটি ট্র্যাক্টর শিশুটিকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় রাকিবাকে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

বাম–তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

'এটা ভাবা যায়? সিপিএম ও তৃণমূলের আঁতাত কোন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, ভাবলেই অবাক লাগে।' তাঁর কথায়, পুরনিগমের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে ওই পদে বসাবার জন্য আমরা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে সিপিএম কাউন্সিলারকে তারা চেয়ারম্যান করল। শংকরের অভিযোগ, 'চোখের সামনে শিলিগুড়ি শহরটা ডুবছে। চার হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। মেয়র ও ডেপুটি মেয়র অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে ব্যস্ত। যাঁরা আগে বোর্ডে ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা শীতঘুমে রয়েছেন। সিপিএম ও তৃণমূলের আঁতাত এবার পরিষ্কার।' শংকর এদিন চাঁছাছোলা ভাষায় বলেন, 'সিপিএম যে কেবল পিছন থেকে তৃণমূলকে সহযোগিতা করছে, তা নয়, সেইসঙ্গে ওদের শক্তি জোগানোর কাজও করে যাচ্ছে।'

এদিকে প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের দাবি, শংকর পুর আইন ঠিকমতো না জেনে কথা বলছেন। শংকরকে উদ্দেশ্য করে অশোকের প্রতিক্রিয়া, 'ওঁকে আগে বলব, আইনটা ভালো করে দেখতে। কারণ আইনে লেখা আছে, বিরোধী দলের যে কোনও একজন কাউন্সিলারকে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করতে হবে। বিরোধী দলনেতাকেই যে সেটা করতে হবে, এমনটা বলা হয়নি। সেই কারণে বিরোধী দলের কে চেয়ারম্যান হবেন সেটা মেয়রের উপর নির্ভর করবে।' প্রাক্তন মেয়র আরও বলেন, 'আমরা যখন বোর্ডে ছিলাম তখন প্রয়াত কাউন্সিলার কৃষ্ণচন্দ্র পালকে চেয়ারম্যান করেছিলাম। শিলিগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাই আঁতাতের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বরং আমরা বলব, বিজেপির সঙ্গেই তৃণমূলের গোপন আঁতাত রয়েছে।'

এদিকে বিধায়ক শংকরের অভিযোগ নিয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'আইনটা শিখতে হবে। উনি জানেন না আইনটা। আইন না জানলে আমার কাছে এলে শিখিয়ে দেব। সৌজন্য সাক্ষাতের নামে ওঁর মাঝেমাঝেই গুরুর কাছে যাওয়ার বিষয়টি সবাই জানেন। আমরা আইনের সমস্ত দিক বিচার করেই বোর্ড চালাই। নিজেদের খামতি ঢাকার জন্যই ওঁরা এই ধরনের কথা বলে থাকেন।'

আর যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা সেই ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কী বলছেন? 'আমি গত বোর্ডে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য ছিলাম। তাই আইনটা আমিও জানি। এবারও যেটা হয়েছে সেটা আইন মেনেই হয়েছে।' সাফ কথা মৌসুমির।

বৃন্দাবনের একটি গোশালায় মথুরার সাংসদ ড্রিমগার্ল হেমামালিনী। রবিবার। –পিটিআই

বালককে অপহরণ করে খুন

বালুরঘাট, ৬ নভেম্বর : আট বছরের বালককে অপহরণ করে খুন করল প্রতিবেশী যুবক ও তার বন্ধুরা। দীপ হালদার নামে ওই বালককে অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার বস্তাবন্দি ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় অভিযুক্ত যুবকের বাড়ির পাশে খাঁড়ি লাগোয়া ঝোপের মধ্যে থেকে। খবর জানাজানি হতেই উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত মানস সিংয়ের বাড়িতে চড়াও হয়। ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তার বাড়িতে। এই ঘটনা ঘিরে ধুন্ধুমার বেধে যায় বালুরঘাটে। নামাতে হয় র‍্যাফ। জনতার রোষ থেকে বাঁচতে মানস বালুরঘাট থানায় আত্মসমর্পণ করে। জেরার মুখে মানস খুনের কথা কবুল করেছে। পরে মানসের স্ত্রী ও মা, বাবাকে গ্রেপ্তার করে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শনিবার বিকেলে ঘুড়ি কিনে দেওয়ার নাম করে আট বছরের দীপকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশী মানস সিং ও তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতভর খুঁজেও অপহৃত বালকের কোনও সন্ধান পায়নি তার পরিবারের লোকজন। এদিন সকালে তার বাড়ির পাশে খাঁড়ির ঝোপের মধ্যে থেকে দীপের বস্তাবন্দি ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। এরপরেই জনরোষ আছড়ে পড়ে অভিযুক্তের বাড়ির ওপর। বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবক মানস সিং শনিবার বিকেলে ঘুড়ি কিনে দেওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় দীপকে। সন্ধ্যার পর থেকে দীপের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বিকেলে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার মানুষজন। অপহৃত দীপকে খুঁজে বের করার পাশাপাশি দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। ঠিক তখনই খবর পাওয়া যায় অভিযুক্তের বাড়ির পাশের ঝোপ থেকে দীপের বস্তাবন্দি ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। এরপরেই জনরোষ আছড়ে পড়ে অভিযুক্তের বাড়ির ওপর। বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যায় দীপকে দ্রুত খুঁজে বের করার দাবিতে বালুরঘাট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার মানুষজন। ঠিক তখনই খবর আসে অভিযুক্তের বাড়ির পাশের খাঁড়ি সংলগ্ন ঝোপ থেকে দীপের দেহ পাওয়া গিয়েছে।

গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে গণধর্ষণের শিকার হল এক নাবালিকা। অভিযোগ, ৭ জন মিলে ওই নাবালিকার উপর চড়াও হয়। নির্যাতিতার বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকে। দুর্গাপুজোর সময় পাটকাপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সে। লক্ষ্মীপুজোর পরে ওই ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে লোকলজ্জায় নির্যাতনের কথা প্রকাশ্যে আনতে চায়নি ওই মেয়েটি ও তার পরিবার। যদিও পরে পুলিশের দ্বারস্থ হয় ওই নাবালিকার পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত পাটকাপাড়ায় লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এক বন্ধুর সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান দখতে গিয়েছিল মেয়েটি। সেখানেই আড়ালে নিয়ে গিয়ে তার উপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। মেয়েটির সেই বন্ধুও প্রথমে মুখ খুলতে চায়নি। সেজন্যই আরও বেশি করে ঘটনাটি জানাজানি হয়নি। এদিকে, মেয়েটিও সেই ৭ জনের কারও নাম–পরিচয় বলতে পারেনি। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে প্রাথমিকভাবে ওই তিনজনকে আটক করেছে। পুলিশের বড়কর্তারা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ।

আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানান, প্রাথমিকভাবে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বিচিত্রানুষ্ঠান সারারাত ধরে চলছিল। সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝের রাতে ঘটনাটি ঘটে। মেয়েটি ও তার বন্ধু গল্পগুজব করছিল। তখনই তার উপর দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়। তাদের ভিড়ভাট্টা থেকে একটু দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর শুরু হয় অত্যাচার। ঘটনার পর মেয়েটি ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি। সম্প্রতি ওই নাবালিকা বাড়ির লোকদের বিষয়টি জানায়। তারপর পরিবারের তরফে আলিপুরদুয়ার মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ।

প্রশ্ন উঠছে, ঘটনার পর মেয়েটির সঙ্গী ওই নাবালক কাউকে কিছু জানায়নি কেন? এক্ষেত্রে তার ভূমিকাও রহস্যজনক। এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে কেউ মুখ খুলতে চাননি। এই বিষয়ে ওই নাবালিকার আত্মীয়রাও কিছু বলতে চাননি।

রাঁধুনিদের ১৩ দফা

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে রবিবার চোপড়া থানা মাঠ চত্বরে প্রস্তুতি সভা হল। রাঁধুনিদের সাম্মানিক বৃদ্ধি, অবসরকালীন ভাতা, ১২ মাসের বেতন প্রদান সহ মোট ১৩ দফা দাবিতে আগামী ১৪ নভেম্বর কলকাতায় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে সংগঠনের জেলা নেত্রী কবিনা খাতুন জানান। কলকাতার কর্মসূচিকে সফল করতে এদিনের কর্মীসভা।

বাউল উৎসব

চোপড়া, ৬ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের ঘিরাগড় এলাকায় জমে উঠেছে বাউল উৎসব। শনিবার থেকে উৎসব শুরু হয়েছে। মহিলাদের পরিচালনায় এই উৎসব এবার ১৫তম বর্ষে পড়ল। আয়োজক কমিটির পক্ষে শিখা মৈত্র, শিল্পী মণ্ডলের বক্তব্য, সোমবার পর্যন্ত বাউল উৎসব চলবে।

অনন্ত ও বনসালের বৈঠকে

প্রথম পাতার পর

একদিকে, প্রকাশ্যে বাংলাভাগের সম্ভাবনা বিজেপি নেতৃত্ব উড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে, প্রায় প্রতিদিনই গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নেতা অনন্ত সঙ্গে বৈঠক করছেন দলীয় নেতাদের একাংশ। দু'দিন আগে কোচবিহারে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজেই। কোচবিহারের ভেটাগুড়িতে তাঁর বাড়িতে বসেই অনন্ত দাবি করেছিলেন, '২০২৪–এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে যাবে। দিল্লির আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে।'

অথচ শিলিগুড়িতে এসে শনিবার থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রসঙ্গকে জল্পনা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন বারবার। রবিবার শিলিগুড়িতে তিন জেলার সাংগঠনিক বৈঠকেও এই প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি বলা হচ্ছে। অথচ দলের রাজ্য পর্যবেক্ষক বৈঠক করলেন অনন্ত সঙ্গে। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা আবার খোলাখুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পক্ষে সওয়াল করে চলেছেন।

এতে সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিজেপিরই একাংশ বিভ্রান্ত হচ্ছে। রবিবারের বৈঠকে উপস্থিত শিলিগুড়ির জেলাস্তরের এক নেতা বলেন, 'কোনও ধারণায় আসতে পারছি না। মানুষের কাছে কী জবাব দেব, বুঝতে পারছি না।' নিশীথ ও অনন্তর সঙ্গে বৈঠকের আগে রবিবার সেবক রোডের একটি ভবনে দলের শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার কার্যকর্তাদের কার্যত 'ক্লাস' নেন বনসাল। বিজেপি সূত্রে খবর, 'কাগুজে বাঘ' না থেকে মাঠে নেমে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বাংলায় সংগঠনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈঠকে তাঁর মূল্যায়ন ছিল, 'বাংলার বিজেপি নেতারা কাগজে-কলমে ভালো তথ্য দিতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোথাও বুথ কমিটি গঠন হয়নি বা যাঁদের কমিটিতে রাখা হয়েছে, তাঁদের অনেকে জানেনও না যে তিনি কমিটিতে আছেন।' এই ঢিলেঢালা পরিস্থিতি কাটিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সমানতালে লড়াই করতে চোখে চোখ রাখার জন্য সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে জোর দিতে বলেছেন সুনীল বনসাল। মানুষকে দলের সঙ্গে যুক্ত করতে নতুন নতুন কর্মসূচি নিতে বলেছেন। উত্তরপ্রদেশের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি জানান, যোগী রাজ্যে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল বিজেপি। তাতে অংশ নিয়েছিল প্রায় ২৫ লক্ষ পড়ুয়া। ওই পড়ুয়াদের অভিভাবকদের বড় অংশের ভোট আদিত্যনাথের সরকার গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল নতুন কী কর্মসূচি বা পন্থা নেবে, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি বৈঠকের পর বিজেপির রাজ্য সভাপতির সাংবাদিক বৈঠকে। সুকান্ত শুধু বলেন, 'পুরভোটের বিজেপি এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিজেপি এক থাকবে না। এবার নতুন বিজেপিকে দেখতে পাবে তৃণমূল। চোখে চোখ রেখেই লড়াই হবে।' পঞ্চায়েতে ভোটে কোনও মায়ের কোল খালি হলে তার দায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিতে হবে দাবি করে তিনি বলেন, 'ভোট শেষ, দায়িত্ব শেষ– এটা এবার হবে না। রক্ত ঝরলে আমরা আদালতে যাব। কারও অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে চেয়ার বাঁচানো যাবে না।'

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে সুনীল বনসাল, সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ। শিলিগুড়িতে রবিবার। ছবি : তপন দাস

নার্সিংহোম, ল্যাবের তথ্য চাইল স্বাস্থ্য দপ্তর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : প্রতিটি জেলা ও স্বাস্থ্য জেলার নার্সিংহোম–হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি নিয়ে তথ্য চাইল স্বাস্থ্য দপ্তর। ২০১১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক ওই তথ্য চাওয়া হয়েছে। এই কাজে অগ্রাধিকার দিয়ে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারির মধ্যে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে ওই তথ্য পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (জনস্বাস্থ্য) ডাঃ সুশান্ত রায় জানান, এর ফলে সমস্ত ধরনের ক্লিনিকাল প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারির কাজ চালানো আরও সহজ হবে। যে সমস্ত তথ্য জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরগুলির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কি বছর শয্যাসংখ্যার ভিত্তিতে নার্সিংহোম–হাসপাতালের সংখ্যা ঠিক কত ছিল। তার মধ্যে ৫০০–র বেশি শয্যা, ১০০–৫০০ শয্যা, ৫০–১০০ শয্যা ও ৫০–এর কম শয্যাযুক্ত নার্সিংহোম–হাসপাতালের সংখ্যা। একইভাবে বছরভিত্তিক এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও এমআরআই, সিটি স্ক্যান সহ অন্যান্য পরিষেবা সমৃদ্ধ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যার তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। বছর ধরে ধরে প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির সংখ্যাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

ওই সমস্ত তথ্যের মাধ্যমে বেসরকারি ক্লিনিকাল প্রতিষ্ঠানগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস তৈরি করা সম্ভব হবে। কী হারে ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে তা এখনও বোঝা সম্ভব হবে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নার্সিংহোম, প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিগুলির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হামেশাই ওঠে সেবিষয়েও পদক্ষেপ করতে সুবিধে হবে।

কোচবিহারে আজ শুরু রাস উৎসব

কোচবিহার, ৬ নভেম্বর : কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন।

সোমবার কোচবিহারে মদনমোহনের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব শুরু হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পসার ভাড়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হবে। এরপর রাজ আমলের পরম্পরা অনুযায়ী নির্ঘণ্ট মেনে সন্ধ্যা ৭টা বেজে ২৩ মিনিটে মন্দির চত্বরে রাসের পুজো শুরু হবে।

রাজ আমলের প্রথা মেনে প্রতি বছরের মতো এবারও কোচবিহারে মদনমোহনের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব মদনমোহন মন্দিরে শুরু হচ্ছে। কোচবিহারের বৈরাগীদিঘির ধারে মূল মদনমোহন মন্দিরের মদনমোহনের রাস উৎসব এবারে ১৩৩তম। ১৮১০ সালে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মন্দির চত্বরে এই উৎসব শুরু হয়। রাজ আমলে কোচবিহারের মহারাজারা এই রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করলেও রাজ আমলের অবসানের পর বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

দেবত্র ট্রাস্ট সূত্রে খবর, দিনভর কার্তিক উপোস থেকে নতুন বস্ত্র পরিধান করে ট্রাস্টের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান মন্দির চত্বরে বিশেষ পুজো ও যজ্ঞ করবেন। মন্দিরের দুই পুরোহিত তাঁকে সেই পুজো করাবেন। পুজো ও যজ্ঞ শেষে রাত ১০টা বেজে ১০ মিনিটে মন্দির চত্বরে থাকা ঐতিহ্যবাহী রাসচক্র ঘুরিয়ে জেলা শাসক উৎসবের উদ্বোধন করবেন। এখনও পর্যন্ত পবন কাদিয়ানই একমাত্র জেলা শাসক যিনি এই উৎসব চারবার মদনমোহনের রাস উৎসবের উদ্বোধন করবেন। সোমবার রাতে জেলা শাসক রাস উৎসবের উদ্বোধন করার পর মন্দিরের বাইরে ভিড় করে থাকা অপেক্ষারত ভক্তরা মন্দিরের ভেতরে ঢুকে রাসচক্র ঘোরাবেন।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব বিশ্বদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ আমলের প্রথা মেনে প্রতিবারের মতো এবারও সোমবার মদনমোহনের রাস উৎসব শুরু হচ্ছে।' অপরদিকে, মদনমোহনের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দির সংলগ্ন চত্বরে প্রতিবারের মতো এবারও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাসমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাসমেলার জোর প্রস্তুতিও চলছে। কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী এই রাসমেলা এবার ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। মেলা ২০ দিন ধরে চলবে বলে

মেলা চলবে ২০ দিন

নির্ধারিত সময় মেনে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের উদ্যোগে মন্দির চত্বরকে ইতিমধ্যেই রং করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দির চত্বরে কাপড়-শামিয়ানাও বাঁধা হয়েছে। মঞ্চও তৈরি হচ্ছে। রাস উৎসব চলাকালীন মন্দির চত্বরের মঞ্চে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন যাত্রাপালাও অনুষ্ঠিত হবে। মদনমোহনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর রাসপূর্ণিমায় কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ওই উৎসব উপলক্ষ্যে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে প্রতিবছর সর্ববৃহৎ অবলম্বনে ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনে রাসচক্র ঝোলানো হয়। শহর সংলগ্ন হরিণচওড়া এলাকার তোর্ষা নদীর পাড়ের বাসিন্দা আলতাফ মিয়াঁ বংশপরম্পরায় কোচবিহারে এই রাসচক্র তৈরি করে আসছেন।

সূর্যের তেজে ছাই জিম্বাবোয়ে

প্রথম পাতার পর

কোথাও হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি, আবার কোথাও 'মা তুঝে সেলাম'–এর জয়গান। দিনকয়েক আগে প্রাক দীপাবলি পাকিস্তান ম্যাচের সময়ও একই ছবি দেখেছিলাম। মাঝে আরও কয়েকটি ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে খেলে ফেল এমসিজি–তে টিম ইন্ডিয়া। স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ তাই লাগামছাড়া। এদিনও স্বমহিমায় উৎসবের আবহকে আরও রঙিন করে দিলেন সূর্যকুমার, লোকেশরা। ভারত অধিনায়ক রোহিত টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সূর্য–লোকেশরা দেখিয়ে দিলেন মন্থর শুরুর পরও ভারত বড় স্কোর করতে জানে। ইনিংসের শেষ পাঁচ ওভারে ৭৯ রান তুলে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা প্রমাণ করেছেন কুড়ির বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের চ্যালেঞ্জ নিতে তাঁরা তৈরি।

স্যর ডনের দেশে চলতি টি২০ বিশ্বকাপকে বলা হচ্ছে অঘটনের। আয়ারল্যান্ডের কাছে আগেই হেরেছিল ইংল্যান্ড। নেদারল্যান্ডস আজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি করে দিয়েছে। এমন মঞ্চে জিম্বাবোয়ে আজ টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে চমক দিতে পারে কি না, সেদিকে আগ্রহ ছিল দুনিয়ার। বাস্তবে দেখা গেল, দুই দলের মধ্যে বিস্তর ফারাক। যদিও টসে জিতে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের শুরুতে বোঝা যায়নি সূর্যের ব্যাটের তেজ কত তীব্র হতে চলেছে। দুই ওপেনার রোহিত–রাহুলের জুটি আজও জমেনি। হিটম্যান ফেরার পর কোহলির সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা দায়বদ্ধভাবে করছিলেন লোকেশ। কোহলি ফেরার পর সূর্যের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন লোকেশ রাহুল। কিন্তু ব্যক্তিগত ৫১ রানে সূর্য। পরে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে (১৮) সঙ্গে নিয়ে দলের রানটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিলেন সূর্য, যেখান থেকে শুরুই সাফল্যের স্বপ্ন দেখা যায়। অধিনায়ক রোহিত ছাড়া টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র দীনেশ কার্তিকের বদলে সুযোগ পাওয়া ঋষভ পন্থ (৩) রান পাননি আজ।

দিল্লি থেকে আজই মেলবোর্ন পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা। জিম্বাবোয়ে ইনিংসের শুরুতে এমসিজি'র প্রেস বক্সে ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। তাঁর গলাতেও বিশ্বকাপের আত্মবিশ্বাসের কথা শোনা গিয়েছে। ভারতীয় বোলারদের দাপটে জিম্বাবোয়ে (১৪/২), অর্শদীপ সিং (৯/১), ভুবনেশ্বর কুমার (১১/১), রবিচন্দ্রন অশ্বীনের (২২/৩) বোলিংয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত মিলেছে আজ। সঙ্গে আগামীর আত্মবিশ্বাসও। যা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাডিলেডে ১০ নভেম্বরের সেমিফাইনালের আগে নিশ্চিতভাবেই বড় পাওনা হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার।

আসলে রাতের এমসিজি–তে ক্রিকেটের সব বিভাগে টিম ইন্ডিয়ার দাপটে পারফরম্যান্সের মঞ্চটা তৈরি করেছিলেন সূর্য। এমসিজি–তে আজ ৩৬০ ডিগ্রির মায়া জড়ানো এমন কিছু শট তিনি খেলেছেন, যা অতীতে এমসিজি–তে কেউ কখনও দেখেনি। অফস্টাম্পে সরে গিয়ে উইকেটকিপারের মাথার উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকানোই হোক অথবা থার্ডম্যান, ফাইনলেগ, স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে অনায়াস দক্ষতায় ছক্কা মারা– এমন শট বড্ড মায়াবী। আবার আগ্রাসীও। মায়াজড়ানো ব্যাটিংয়ের মাঝে প্রথম ভারতীয় ও ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে কুড়ির ক্রিকেটে এক বছরে এক হাজার রানের নজিরও গড়লেন সূর্য।

আবহাওয়া

সোমবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.০	২১.০
শিলিগুড়ি	৩১.০	১৮.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	১৯.০
কোচবিহার	৩১.০	১৯.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	২০.০
মালদা	৩৩.০	১৮.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	১৯.০
গ্যাংটক	২৪.০	১২.০

কুড়ি-বিশের বিশ্বযুদ্ধ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP AUSTRALIA 2022

ইংল্যান্ড ম্যাচের পরিকল্পনা শুরু টিম ইন্ডিয়ার

সূর্যপ্রণাম দ্রাবিড়, রোহিতের

ব্র্যাডম্যানের দেশে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলবোর্ন, ৬ নভেম্বর : ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং। অলরাউন্ড ক্রিকেট। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন।

এমসিজি-তে পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই মেলবোর্নের এমসিজি-তেই আজ জিম্বাবোয়েকে হেলায় হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষ স্থান দখলের পাশে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল দুপুরের বিমানে পুরো দল মেলবোর্ন থেকে অ্যাডিলেড উড়ে যাচ্ছে। সেখানেই আগামী ১০ নভেম্বর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল। ইংল্যান্ডের দখল নিতে পারলে ফাইনাল আগামী ১৩ নভেম্বর এমসিজি-তেই।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত শেষ পর্যন্ত ফাইনালে যাবে কিনা, আগামী ১৩ নভেম্বর এমসিজি-তে টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তান নাকি নিউজিল্যান্ড-কাদের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে-ক্রিকেটমহলে এখন প্রশ্ন, জল্পনার শেষ নেই। কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষয়ে কারোর কোনও সন্দেহ নেই। সেটা হল 'এক্স ফ্যাক্টর' সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার। ব্যাট হাতে বাইশ গজে যিনি যেমন ইচ্ছে শট খেলার আশীর্বাদ ধন্য।

ফাস্ট বোলারকে সুইপ করাই হোক বা পেসারকে হাঁটু মুড়ে বসে উইকেটকিপারের মাথার উপর দিয়ে তুলে দেওয়াই হোক-রকমারি শটের রংমশালের কমতি নেই সূর্যের ব্যাটিংয়ে। এভাবেই আজ সূর্য এমসিজি মাতিয়েছেন। ২৫ বলে অপরাজিত ৬১ করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জিম্বাবোয়েকে চূর্ণ করে সরকারিভাবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার পর সূর্য পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বলেছেন, 'হার্দিক আর আমি যখন ব্যাট করছিলাম, তখন আমাদের পরিকল্পনা ছিল সহজ। শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া। ২০ ওভার পর্যন্ত আমি সেটাই করেছি। যেভাবে আমি অনুশীলনে বা নেটে ব্যাট করি, সেভাবেই ম্যাচেও ব্যাটিং করি। আজও সেটাই করেছি। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে। আমি এভাবেই চালিয়ে যাব আগামীদিনেও। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। সামনে এখনও অনেক কঠিন লড়াই বাকি।'

ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় প্রায়ই দেখা যায় কোচ রাহুল দ্রাবিড় তাঁর দলের ব্যাটারদের জন্য ১০ বলে ২২ রান, ৩ বলে ৯ রানের মতো লক্ষ্য স্থির করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, অনুশীলনে এমন কাজ সফলভাবে করার কাজটা দুর্দান্তভাবে সামলান সূর্য। বাকিদের চেয়ে এই কাজে তিনি অনেক বেশি সফল। তাই ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে সূর্য বলেছেন, 'এভাবেই আমি ব্যাটিং করতে পছন্দ করি। রোজ হয়তো এভাবে সফল হওয়া যায় না। কিন্তু আমি জানি, পজিটিভ মানসিকতা থাকলে এভাবেই সাফল্য আসবে।' সূর্যের আগ্রাসী, মায়াবী, ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং কুড়ির বিশ্বকাপের মঞ্চে নিয়মিতভাবে দুনিয়াকে চমকে দিয়ে যাচ্ছে। আজ জিম্বাবোয়ে ম্যাচের পর চমকটা বিপক্ষ দলের কাছে কার্যত আতঙ্কে পরিণত হয়েছে।

একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাডিলেডে সেমিফাইনালের ভাবনাও শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। ম্যাচের পর অধিনায়ক রোহিত শর্মার গলায় সেই ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে। তিনি সতীর্থ সূর্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার পাশে বলেছেন, 'সূর্য অসাধারণ। ওর ব্যাটিং নিয়ে নতুনভাবে কিই বা বলব। ওর জন্য বাকিদের চাপ কমে যায়। অ্যাডিলেডে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থেকে নামতে হবে। ওখানকার দুই পাশের বাউন্ডারি ছোট। আবার সামনে-পিছনের বাউন্ডারি বড়। ফলে পরিকল্পনা সঠিকভাবে করতে হবে আমাদের। মানিয়ে নিতে হবে অনেক কিছুর সঙ্গে।'

টিম ইন্ডিয়ার আগামীর পরিকল্পনা এখন যাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, সেই সূর্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও। এমসিজি-তে রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'সূর্য অসাধারণ। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার পাচ্ছে ও। ধারাবাহিকভাবে এমন স্ট্রাইকরেট বজায় রাখা, এমসিজি-র মতো বড় মাঠে অনায়াসে ছক্কা মারার কাজটা সহজ নয়। অথচ সূর্যের ব্যাটিং দেখে বোঝাই যায় না সেখানে কোনও চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে।' স্ট্রাইক রেট ১৯৩.৯৬। যা এককথায় অবিশ্বাস্য। অথচ সূর্যের কাছে সেটা খুবই সহজ ব্যাপার। কোচ দ্রাবিড়ও মজেছেন সূর্যের অদ্ভুত স্কিলে। তিনি বলেছেন, 'সাজঘর বা ডাগআউট থেকে সূর্যের ব্যাটিং দেখা একটা অভিজ্ঞতা। এভাবে যে ব্যাটিং করা যায়, সেটাই তো ভাবা যায় না।' সূর্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার পাশে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টি২০ বিশ্বকাপে আজই প্রথমবার দলে সুযোগ পাওয়া ঋষভ পন্থের পাশেও দাঁড়িয়েছেন দ্রাবিড়। ভারতীয় কোচ বলেছেন, 'শুধু ঋষভ নয়, স্কোয়াডে থাকা ১৫ জন ক্রিকেটারের উপরই পূর্ণ আস্থা রয়েছে আমাদের। আর ঋষভের উপর আস্থা কমে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবারের সফরে আজই প্রথম সুযোগ পেল ও।'

শেষ চারের লড়াই

প্রথম সেমিফাইনাল
নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান
৯ নভেম্বর
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : সিডনি

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
ভারত বনাম ইংল্যান্ড
১০ নভেম্বর
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : অ্যাডিলেড
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

এ শুধু হাসির দিন। গ্রুফিতে ঋষভ পন্থ, সূর্যকুমার যাদব ও অর্শদীপ সিং।

ছক্কা মারছেন সূর্যকুমার যাদব।

স্কোরবোর্ড

ভারত

লোকেশ ক মাসকাদজা বো সিকান্দার	৫১
রোহিত ক মাসকাদজা বো মুজারাবানি	১৫
কোহলি ক বার্ল বো উইলিয়ামস	২৬
সূর্য অপরাজিত	৬১
ঋষভ ক বার্ল বো উইলিয়ামস	৩
হার্দিক ক মুজারাবানি বো এনগারাভা	১৮
অক্ষর অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	১২
মোট (৫ উইকেট, ২০ ওভার)	১৮৬

উইকেট পতন : ২৭/১, ৮৭/২, ৯৫/৩, ১০১/৪, ১৬৬/৫।
বোলিং : এনগারাভা ৪-১-৪৪-১, চাতারা ৪-০-৩৪-০, মুজারাবানি ৪-০-৫০-১, মাসাকাদজা ২-০-১২-০, বার্ল ১-০-১৪-০, সিকান্দার ৩-০-১৮-১, উইলিয়ামস ২-০-৯-২।

জিম্বাবোয়ে

মাধেভেরে ক কোহলি বো ভুবনেশ্বর	০
আরভিন ক ও বো হার্দিক	১৩
চাকাভা বো অর্শদীপ	০
উইলিয়ামস ক ভুবনেশ্বর বো সামি	১১
সিকান্দার ক সূর্য বো হার্দিক	৩৪
মুনিয়োঙ্গা এলবিডব্লিউ বো সামি	৫
বার্ল বো অশ্বীন	৩৫
মাসাকাদজা ক রোহিত বো অশ্বীন	১
এনগারাভা বো অশ্বীন	১
চাতারা ক ও বো অক্ষর	৪
মুজারাবানি অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	১১
মোট (অলআউট, ১৭.২ ওভার)	১১৫

উইকেট পতন : ০/১, ২/২, ২৮/৩, ৩১/৪, ৩৬/৫, ৯৬/৬, ১০৪/৭, ১০৬/৮, ১১১/৯, ১১৫/১০।
বোলিং : ভুবনেশ্বর ৩-১-১১-১, অর্শদীপ ২-০-৯-১, সামি ২-০-১৪-২, হার্দিক ৩-০-১৬-২, অশ্বীন ৪-০-২২-৩, অক্ষর ৩.২-০-৪০-১।

ফল : ভারত ৭১ রানে জয়ী।
ম্যাচের সেরা : সূর্যকুমার যাদব।

ডাচদের অবাক জয়ে সেমিতে বাবরের পাকিস্তান

নেদারল্যান্ডস-১৫৮/৪ বাংলাদেশ-১২৭/৮
দক্ষিণ আফ্রিকা-১৪৫/৮ পাকিস্তান-১২৮/৫

অ্যাডিলেড, ৬ নভেম্বর : কখনও বাংলাদেশ, কখনও জিম্বাবোয়ে।

ভারতের বিরুদ্ধে দুই দলের জয়ের প্রার্থনায় গত কয়েকদিন ধরে মশগুল ছিল গোটা পাকিস্তান। দুই দেশই ব্যর্থ। তারপরও সেমিফাইনালে পাকিস্তান! সৌজন্যে বিশ্ব ক্রিকেটের লিলিপুট নেদারল্যান্ডস। অবিশ্বাস্য ক্রিকেট। চলতি টি২০ বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন। ডাচদের হাতে বধ শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকা!

দিনের প্রথম ম্যাচে ডাচদের স্বপ্নের জয় সেমির দরজা খুলে দেয় পাকিস্তানের সামনে। সুযোগ ছিল বাংলাদেশের কাছেও। যে জিতবে সেই শেষ চারে। কিন্তু ব্যাট-বলের দাপটে টাইগারদের উড়িয়ে দিয়ে নকআউটে পা বাবর আজমদের।

গ্রুপ '২'-এর আজ তিনটি ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকা-নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান-বাংলাদেশ ও ভারত-জিম্বাবোয়ে। পাকিস্তান, বাংলাদেশের জন্য অঙ্কটা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে কাউকে হারতে হবে। ভারত হারলে নেট রানরেটের প্রয়োজন পড়বে। দক্ষিণ আফ্রিকা ছিটকে গেলে জিতলেই চলবে।

অ্যাডিলেডে কুইন্টন ডি ককদের হারিয়ে বাবরদের কাজ সহজ করে দেয় যোহান ক্রুয়েফের দেশ। জিতলেই সেমিফাইনালের টিকিট। বাংলাদেশকে হারিয়ে ডাচদের উপহার কাজে লাগান বাবররা। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। শুরুটা ভালোও হয়েছিল। একসময় ৭৩/১ স্কোর ছিল ১০.৩ ওভারে। চ্যালেঞ্জিং স্কোর ছুঁড়ে দেবে মনে হচ্ছিল। যদিও একাদশ ওভারে শাদাব খানের (২/৩০) জোড়া ধাক্কায় সৌম্য সরকার (২০) ও বিতর্কিত এলবিডব্লিউয়ে সাকিব আল হাসান (০) ফিরতেই ম্যাচের রং বদল। লিটন দাসকে (১০) প্রথম স্পেলে ফিরিয়ে খাতা খোলা শাহিন শা আফ্রিদি (২২/৪) রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন। শাহিনের সুইং-গতির উত্তর ছিল না বাংলাদেশি ব্যাটারদের কাছে। নিটফল, শেষ ৫৭ বলে ৭ উইকেট হারিয়ে আসে মাত্র ৫৪ রান!

একসময় দেড়শো প্লাসের সম্ভাব্য স্কোর আটকে যায় ১২৭/৮-এ। চলতি বিশ্বকাপে প্রথম হাফ সেঞ্চুরির জুটিতে (৫৭ রান) টার্গেট আরও সহজ করে দেন বাবর (২৫) ও মহম্মদ রিজওয়ান (৩২)। মহম্মদ নওয়াজ (১), ইফতিকার আহমেদ (৪) এদিন ব্যর্থ হলেও, রাশ আলগা হতে দেননি মহম্মদ হ্যারিস (৩১), শান মাসুদরা (অপরাজিত ২৪)। নিটফল, গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে সেমিফাইনালের টিকিট লাভ পাকিস্তানের। যেখানে বুধবার বাবররা মুখোমুখি হবে গতবারের ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ডের।

গ্রুপ '২'-এর অঙ্কটা অবশ্য বদলে দেয় নেদারল্যান্ডস। ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি করে দিয়েছিল তাঁরা। এবার প্রোটিয়া-শিকার। ক্রিকেট বিশ্বকে ফের চমকে দেন রঙিন ক্রিকেটে। অরেঞ্জ ব্রিগেডের টিমগেম, নিখুঁত পরিকল্পনা এবং যথাযথ বাস্তবায়নের সামনে লক্ষ্যচ্যুত দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথমে ব্যাটিং করে লড়াকু ১৫৮/৪ স্কোর তোলে ডাচরা। নতুন বলে কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিডি, ওয়েন পারনেলদের ভয়ংকর হতে দেননি স্টিফেন মাইবার্গ (৩৭), ম্যাক্স ও'ডাউড (২৯), টম কুপাররা (৩৫)। অবশ্য মন্থর পিচে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নায়ক পল অ্যাকরম্যান (২৬ বলে অপরাজিত ৪১)।

১৫৯-এর লক্ষ্যে আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকে প্রোটিয়া ইনিংস। ফ্রেড ক্লাসেন (২০/২), ব্রেন্ডন গ্লোভার (৯/৩), বাস ডি লিডদের (২৫/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিং বেঁধে ফেলে ডি কক (১৩), টেম্বা বাভুমা (২০), রিলি রসৌদের (২৫)। ক্রিজে থিতু হয়েও রানের গতি বাড়াতে পারেনি ত্রয়ী।

ব্যর্থ ডেভিড মিলার (১৭), আইডেন মার্করাম (১৭), হেনরিচ ক্লাসেনরা (২১)। জিততে হবে পরিস্থিতিতে চাপের সামনে রীতিমতো নড়বড়ে দেখায় প্রোটিয়া ব্যাটাররা। ডাচদের ফিল্ডিংও প্রশংসনীয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিদায়ের অন্যতম কারিগর ডি ককদেরই প্রাক্তন সতীর্থ রোলফ ভ্যান ডার মারউই! উলটো দিকে দৌড়ে মিলারের ক্যাচ নেন ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রোটিয়া ব্রিগেডের সদস্য মারউই। যা বাভুমাদের দেয়াল লিখন নিশ্চিত করে দেয়। শেষপর্যন্ত লক্ষ্যের ১৪ রান আগে ইতি পড়ে যায় ডি ককদের বিশ্বকাপ অভিযান। দরজা খুলে যায় পাকিস্তানের সামনে।

৪ উইকেট নিয়ে একাই বাংলাদেশকে ভাঙলেন শাহিন শা আফ্রিদি।

শাহিনের চোখ ট্রফিতে

অ্যাডিলেড, ৬ নভেম্বর : বাংলাদেশ ম্যাচে মানেই কি বিতর্ক?

ভারতের পর পাকিস্তান ম্যাচেও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সাকিব আল হাসানদের অভিযোগ তাঁরা ফের খারাপ আম্পায়ারিংয়ের শিকার। বিতর্কের কেন্দ্রে স্বয়ং সাকিব। দাবি, ব্যাটে লেগে বল প্যাডে লেগেছে। তারপরও লেগবিফোর আউট! ডিআরএস নেওয়ার পরও ভুলটা নাকি শোধরানো হয়নি। যে দাবিতে মাঠেই ক্ষোভ উগরে দেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।

তৃতীয় আম্পায়ারও আউটের পক্ষে রায় দিলেও বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সাকিবের সঙ্গে সহমত। যুক্তি, মাটিতে ব্যাট লাগার আওয়াজ বলে যা ধরা হচ্ছে, তা ভুল। যখন ব্যাটে-বলে হয়, তখন ব্যাট নাকি বাতাসেই ছিল। ফলে আওয়াজটা ব্যাটে বল লাগারই। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাকিবের যে বিতর্কিত আউটের পর ধস নামে টাইগারদের ইনিংসে।

পাকিস্তান শিবির যদিও বিতর্ককে গুরুত্ব দিতে নারাজ। সাকিবকে আউট করা শাদাব খানের পালটা দাবি, আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আর প্রতিটি দলই খারাপ সিদ্ধান্তের শিকার হয়। এই নিয়ে হইচই করা অযৌক্তিক। পাক অলরাউন্ডার বলেছেন, 'বিতর্কের কিছু নেই। আম্পায়ার আউট দিয়েছেন। সাকিব আউট। আমরা যথেষ্ট ভালো বল করেছি। উইকেট বুঝে বোলিংয়ে সাফল্যও পেয়েছি।' বিতর্ক সরিয়ে রাখলে বাংলাদেশ কিন্তু জেতার মতো খেলেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার অবাক বিদায়ে পাকিস্তানের মতো তাদের কাছেও সুযোগ চলে এসেছিল। হারের পর যে হতাশা নিয়ে সাকিবও ব্যাটিং ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিলেন।

বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেছেন, 'একসময় আমাদের স্কোর ৭৩/১ ছিল। স্কোরটাকে ১৫০-এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। দেড়শো এই পিচে ভালো স্কোর হত। মানছি ক্রিজে নেমে নতুনদের পক্ষে খেলা সহজ ছিল না। কিন্তু তারপরও ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা কারওর নেওয়া উচিত ছিল। আমরা যা পারিনি।' ছিটকে গেলেও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ফেরার কথা সাকিবের গলায়। বলেছেন,

ব্যাটে বল লাগা সত্ত্বেও এলবিডব্লিউ দেওয়া হল সাকিব আল হাসানকে। মাঠেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন। যা নিয়ে সারাদিন চলল বিতর্ক।

'টি২০ বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত আমাদের এটাই সেরা পারফরমেন্স। মানছি আরও ভালো ফল করা উচিত ছিল। তবে নতুন অনেকে দলে এসেছে। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এরচেয়ে বেশিকিছু প্রত্যাশাও ছিল না।'

প্রবল চাপ সরিয়ে সেমির টিকিট পকেটে পুরে বাবর আজমের মুখে দলগত প্রয়াসের কথা। পাক অধিনায়ক বলেছেন, 'টিমগেমের সুফল। ক্রিকেট সত্যিই মজার খেলা। কঠিন পরিস্থিতি থেকে যেভাবে শেষ চারের জায়গা করে নিলাম আমরা, তার জন্য কোনও প্রশংসায় যথেষ্ট নয়। এবার চোখ সেমিতে (প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড)। এখনই থেকেই পরিকল্পনা শুরু।'

ম্যাচের নায়ক শাহিন শা আফ্রিদির চোখ অবশ্য একেবারে ফাইনালে, খেতাবি যুদ্ধে। ক্রমশ ছন্দে ফেরা পাক স্পিডস্টার (২২/৪) একার হাতেই এদিন শেষ করে দেন বাংলাদেশ ব্যাটারদের। শাহিন বলেছেন, 'সেমিফাইনাল শুধু নয়, আমরা মুখিয়ে রয়েছি ফাইনালে খেলার জন্য।' নিজের পারফরমেন্স সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রত্যাবর্তনের পর ক্রমশ উন্নতি করছি। চোট থেকে ফিরে ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করা সহজ নয়। আমি সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রধান রামিজ রাজার কথায়, সবই আল্লার দান। নেদারল্যান্ডসের হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার অবাক হার, পাকিস্তানের বাংলাদেশ বধের প্লট সাজিয়ে রেখেছিলেন ওপরওয়ালাই।

আনন্দ প্রকাশ করার শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না ডাচ অধিনায়ক

কোচিং জীবনের জঘন্য দিন : বাউচার

অ্যাডিলেড, ৬ নভেম্বর : চোকার্স।

বদনাম বোধহয় ঘোচার নয় দক্ষিণ আফ্রিকার। হ্যান্সি ক্রোনিয়ের প্রোটিয়া ব্রিগেড থেকে আজকের আর টেম্বা বাভুমার দল, ট্র্যাডিশন অব্যাহত। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হেরে আবারও ছিটকে যাওয়া, স্বপ্নভঙ্গের চেনা গল্প।

সেমিফাইনালে পা রাখতে সহজ অঙ্ক-লিলিপুট নেদারল্যান্ডসকে হারাতে হবে। কখনও যে দলটির কাছে হারেনি, এদিন তাদের কাছেই অবাক হারে বিদায় দক্ষিণ আফ্রিকার! যার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না ক্রিকেট দুনিয়া।

বিশ্বাস হচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার, সমর্থকদের। মাঠ ও গ্যালারিতে কার্যত বিধ্বস্ত হাল প্রোটিয়া শিবিরের। হজম করতে পারছেন না হেডকোচ মার্ক বাউচার। বাভুমাদের কোচ হিসেবে বিদায়ি ম্যাচে যে হারকে কোচিং কেরিয়ারে জঘন্যতম আখ্যা দিলেন।

প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'কোচ হিসেবে জঘন্যতম ম্যাচ। আমার জন্য প্রবল হতাশার। মাঠের বাইরে বসে যা হজম করা আরও কঠিন।' বাউচারের কথায়, শুরু থেকেই দল যেন ঘুমিয়েছিল। প্রত্যাশিত এনার্জি এদিন অজ্ঞাত কারণে দেখতে পাননি। কেন, কী কারণে এই দশা বোধগম্য নয় তাঁর। টিম হোটেলে ফিরে সবাইকে নিয়ে বসবেন। কোথায় গণ্ডগোল, বোঝার চেষ্টা করবেন।

ডাচদের বিরুদ্ধে কখনও হারেনি টি২০ ফরম্যাটে। কিন্তু অতীতে একাধিকবার এরকম অঘটন ঘটিয়েছে তারা। জিততেই হবে পরিস্থিতিতে প্রোটিয়া শিবিরে একটা চাপ ছিলই। শেষপর্যন্ত সেটাই কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। বাউচারের কথায়, 'পরিকল্পনা অনুযায়ী একেবারেই খেলতে পারিনি আমরা। অপরদিকে ওরা দারুণ বল করেছে। আমাদের বাধ্য করে মাঠের সবচেয়ে লম্বা বাউন্ডারির দিকে শট খেলে চাপে ফেলতে।'

বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সহ অন্যান্য দায়িত্বে নতুন ইনিংস শুরু করবেন বাউচার। বিদায়ের আগে জোর ধাক্কা। বাউচারের মতে, 'অভিজ্ঞতাটা একদমই সুখকর হল না। তবে সাপোর্ট স্টাফরা সবাই মিলে চেষ্টার কোনও কসুর ছাড়িনি। অনেক সময় পরিস্থিতি হাতে থাকে না। এদিন সেটাই হয়েছে।'

চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটিয়ে বাকরুদ্ধ নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। স্বপ্নের জয়কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। ডাচ ক্রিকেট ইতিহাসের নয়া অধ্যায়ের সংযোজন নিয়ে অধিনায়ক এডওয়ার্ডস বলেছেন, 'শব্দ হারিয়ে ফেলছি! ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবে। নিশ্চিতভাবে বিশ্বকাপের মঞ্চে নেদারল্যান্ডসের জন্য বিশাল প্রাপ্তি। আরও একটা অঘটন। মুখিয়ে থাকব পরবর্তী ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য।'

স্মরণীয় জয়ের উচ্ছ্বাস নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটারদের। রবিবার অ্যাডিলেডে।

ম্যাচের সেরা কলিন অ্যাকারম্যানের দাবি, এই জয়টা তাদের প্রাপ্য ছিল। গোটা দল প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিল। সেই পরিশ্রমের পুরস্কার মিলল। উইকেট কিছুটা মন্থর। বলও টার্ন করছিল। টার্গেট ছিল ম্যাচটাকে শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলা। সেই কাজে একশোভাগ সফল ডাচ ব্রিগেড।

সহজ অঙ্ক মেলাতে না পারার অক্ষেপ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বাভুমা বলেছেন, 'পরবর্তী পর্বে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। দুর্ভাগ্য তা পারলাম না। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট খুইয়ে ম্যাচ হাতছাড়া। নেদারল্যান্ডস মাঠটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করল। আমরা পারিনি। যা মানতে কষ্ট হচ্ছে।'

১০ জনে খেলে গোল শোধ ম্যাকহিউয়ের

মুম্বইয়ে পয়েন্ট প্রাপ্তি বাগানের

মুম্বই সিটি এফসি-২ (ছাঙ্গতে ও গ্রিফিথ)
এটিকে মোহনবাগান-২ (কাউকো ও ম্যাকহিউ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : চলতি আইএসএলের অন্যতম সেরা ম্যাচটা সম্ভবত এদিনই হয়ে গেল আরব সাগরের তীরে। যে ক্লাবের ভালোবাসার অমোঘ টান উপেক্ষা করা অসম্ভব, সেই ক্লাব যে একবারও জেতেনি আইল্যান্ডারদের কাছে এই কাঁটাও যথেষ্ট বেদনাদায়ক সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে।

এদিন বহু সমর্থক এসেছিলেন মুম্বই এরিনায়। সম্ভবত দুরুদুরু বুকে এদিনও ভাবতে ভাবতে তাঁরা মাঠে এসেছেন, কাটবে কি মুম্বই সিটি এফসি ফাঁড়া? কিন্তু বিশাল কেইথের ক্ষমার অযোগ্য ভুল ও লেনি রডরিগেজের অকারণে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে মেরে লাল কার্ড দেখা, প্রায় শেষ করে দিয়েছিল মেরিনার্সদের স্বপ্ন। কিন্তু এবার বোধহয় ফুটবল দেবতাও সহায় তাঁদের। সেই কারণেই ১০ জনের মোহনবাগান শেষপর্যন্ত হারা ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে। স্বপ্নের শহর মুম্বই ফেরাল না হুয়ান ফেরান্দোর দলকে।

দর্শকরা নিজেদের সিট খুঁজে বসার আগেই গোল হজম এটিকে মোহনবাগানের। মাত্র পাঁচ মিনিটে গোলটা পাওয়ার কারণ অবশ্যই শুরু থেকে প্রবল আক্রমণে ঝাঁঝ নিয়ে মুম্বই ফুটবলারদের মোহনবাগান ডিফেন্সের উপর আছড়ে পড়া। লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেকে কেন শুভাশিস বসু ছেড়ে রেখেছিলেন, তা পরিষ্কার নয়। তবু দীপক টাংরি বলটা পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হেড করে ক্লিয়ার করতে না পারায় আবার ছাঙ্গতে পেয়ে গেলে তিনি ওখান থেকেই বাঁ পায়ে যে জোরালো শটটা নেন তা ক্রসপিসে লেগে গোললাইনে ড্রপ খায়।

ছাঙ্গতে ডানদিকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করলেন শুভাশিসকে। তার জন্যই মোহনবাগানের বাঁদিক রীতিমতো কানা হয়েই রইল। লিস্টন কোলাসো এমনিতেই নিজের ফর্মে নেই। তার উপর শুভাশিস একেবারেই ওভারল্যাপে উঠতে না পারায় আক্রমণে তিনি রীতিমতো একা হয়ে পড়েন। তবু গোলটা খাওয়ার পরেই দিমিত্রিস পেত্রাতোসের ক্রস থেকে লিস্টনের হেড ক্রসপিসে না লাগলে তখনই হয়তো ম্যাচটা ১-১ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য লিস্টনের, ছাঙ্গতের মতো তাঁর হেড ক্রসপিসে লেগে ভিতরে না ঢুকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এদিন বরং ডার্বির গোল স্কোরার মনবীর সিং বেশকিছু গোলের বল বাড়ালেও তাঁর সতীর্থরা তা কাজে লাগাতে পারেননি। অত্যন্ত সহজ দুটি সুযোগ পেত্রাতোস ও ডার্বির আর এক গোল স্কোরার হুগো বৌমৌস নষ্ট করলেন। আর এরকম হাই ভোল্টেজ শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে এত সুযোগ নষ্ট করলে ম্যাচ জেতার আশা না করাই ভালো।

গোলের সেলিব্রেশন এটিকে মোহনবাগানের কার্ল ম্যাকহিউয়ের।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শেষপর্যন্ত তারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে কিনা, তা সময়ই বলবে। কিন্তু এবারের লিগের সেরা আক্রমনভাগ যে মুম্বই সিটির, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গ্রেগ স্টুয়ার্ট, জোরগে পেরেরা দিয়াজের মতো বিদেশির পাশাপাশি বিপিন সিং-ছাঙ্গতে-আপুঁইয়াদের মতো তরুণ প্রজন্মরাও সেরা ফর্মে। গত মরশুমেও এই ম্যাচে তাঁর লাল কার্ড ছিল। আহমেদ জাহৌ আর তাঁর সেরা ফর্মে নেই। যা চোখেই পড়ল না এই ভারতীয় ব্রিগেডের জন্য। এঁদের জন্য শুধু রস্টিন গ্রিফিথকে রেখে নির্ভয়ে ডিফেন্সে খেলে গেলেন রাহুল ভেকে, সঞ্জীব স্টালিন, মেহতাব সিংরা। আপুঁইয়া-ছাঙ্গতেদের আটকাতে জেরবার হয়েই মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যে হলুদ কার্ড দেখলেন টাংরি। চোট পাওয়ায় তাঁকে তুলেও নিতে হল বিরতিতে।

তিনি নামার পরেই মাঝমাঠে খেলাটা ধরতে পারে মোহনবাগান। ফলে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর তিন মিনিটের মধ্যে গোলশোধ জনি কাউকোর। বল বাড়ান লিস্টন। এই অর্থে তুল্যমূল্য হল খেলাটা, শুরু হতেই অবশ্য বিশ্রি গোলকিপিংয়ে গোলহজম মোহনবাগানের। ৭২ মিনিটে জাহৌয়ের উঁচু ক্রসে গ্রিফিথ হেড করলে অদ্ভুতভাবে গ্রিপ করতে গিয়ে কেইথ ফসকান এবং বল লাফিয়ে পোস্টের কোণ দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। আর এতেই ফের ছন্দপতন। দুই মিনিটের মধ্যে স্টুয়ার্টকে বল ছাড়া হাঁটুতে মেরে লাল কার্ড দেখে লেনি বেরিয়ে যেতেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় মোহনবাগান। এরপর যখন ম্যাচজুড়ে যখন শুধুই মুম্বই তখনই গতির বিরুদ্ধে গোলশোধ কার্ল ম্যাকহিউয়ের। ৮৬ মিনিটে নেমে তিন মিনিটের মধ্যে হেডে গোলটা করলেন পেত্রাতোসের কর্নার থেকে। গোল না পেলেও এদিন কিন্তু প্রচুর খাটলেন পেত্রাতোস। প্রশংসা প্রাপ্য ফেরান্দোরও। তিনি এই সময়ে কিয়ান নাসিরিদের মতো অ্যাটাকারদের নামানোর মতো সাহস দেখানোয়।

> **আমরা সবসময়ই ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে নামি। কিন্তু এই ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। সেই কারণেই ১ পয়েন্ট পাওয়াকে ইতিবাচকভাবেই নিচ্ছি।**
>
> **-হুয়ান ফেরান্দো**

এটিকে মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস (কিয়ান), প্রীতম, হামিল, শুভাশিস, মনবীর (হাওকিপ), টাংরি (লেনি), কাউকো, লিস্টন (আশিক), হুগো (ম্যাকহিউ) ও পেত্রাতোস।

সানিয়া-শোয়েব বিচ্ছেদ ঘিরে চর্চা

দুবাই, ৬ নভেম্বর : ২০১০ সালে তাঁদের বিয়ে কম নাটকীয় ছিল না। প্রায় শেষমুহূর্তে সোহরাব মির্জাকে আউট করে দিয়ে সানিয়া মির্জাকে জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন শোয়েব মালিক। এরপর ১২ বছর দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মহাতারকা খেলোয়াড় সুখেই সংসার করেছেন। অন্তত সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের পোস্ট করা ছবি সেই কথাই বলেছে। কিন্তু পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ আসন্ন। এজন্য শোয়েব মালিকের পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়াকেই দায়ী করা হচ্ছে। উঠে আসছে দুই পাক অভিনেত্রীর নাম। জল্পনা আরও বেড়েছে সানিয়ার সাম্প্রতিক কিছু পোস্ট দেখার পর।

২০২১ সালে একটি ম্যাগাজিনের জন্য শোয়েব ফোটোশুট করেছিলেন আয়েশা ওমরের সঙ্গে। কখনও তাঁরা সুইমিং পুলের জলে শরীর ভিজিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার কখনও তাঁদের দেখা গিয়েছিল বেডরুমে রোমান্টিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। খাবার টেবিলে আয়েশা-শোয়েবের দুষ্টুমি দেখে তো অনেক নেটিজেনই প্রশ্ন তুলেছিলেন, শুধুই কী অভিনয়?

কম অবাক করেনি শাহরুখ খানের 'রইস' সিনেমার নায়িকা মাহিরা খানের সঙ্গে শোয়েবের ইনস্টাগ্রামে লাইভ আড্ডা। যেখানে কোনও রকম রাখঢাক ছাড়াই প্রাক্তন পাক অধিনায়ককে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আমার বয়স বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু মাহিরার বয়স বাড়েনি।' পালটা রসিকতায় মাহিরা জানতে চেয়েছিলেন, ভাবি এই লাইভ দেখছে কিনা। সানিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখেছিলেন, 'হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ।'

কিন্তু এখন কী আর শোয়েব আর সানিয়ার মধ্যে সেই বিশ্বাস অটুট আছে? ভারতীয় টেনিস সুন্দরীর শেষ দুইটি পোস্ট অন্য কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ভাঙা হৃদয় কোথায় যায়? ঈশ্বরকে খুঁজতে!' আবার কখনও ছেলে ইজহানের সঙ্গে ছবি দিয়ে তাঁর পোস্ট, 'যে মুহূর্তগুলো কঠিন সময় পার করে।'

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর, জল অনেক দূরই গড়িয়েছে। খেলার সুবিধের জন্য একটা সময় তাঁরা দুবাইয়ের পাম জুমেরাহতে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। কিন্তু এখন দুইজনেই আলাদা থাকেন। বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তাঁরা কথা বলছেন। তবে বিয়ে ভাঙলেও সানিয়া-শোয়েব একসঙ্গেই ইজহানের দেখভাল করবেন।

গত সপ্তাহে ছেলে ইজহানের জন্মদিনে একসঙ্গে সানিয়া মির্জা ও শোয়েব মালিক।

এই সেই দুই নারী - মাহিরা খান (বাঁয়ে) ও আয়েশা ওমর। যাঁদের সঙ্গে পরকীয়ায় নাম জড়িয়েছে প্রাক্তন পাকিস্তানি অধিনায়কের।

বার্সেলোনায় জন্মেছি, এখানেই মরব : বিদায়ি মঞ্চে পিকে

বার্সেলোনা, ৬ নভেম্বর : দিন দুয়েক আগে ঘোষণা করেছিলেন, ৯ অক্টোবর ওসাসুনা ম্যাচটাই শেষ। তারপর বার্সেলোনার জার্সিতে দেখা যাবে না। সত্যি বলতে জেরার্ড পিকের কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল সমর্থক, ভক্তদের।

আসলে বয়স ৩৫ ছুঁয়ে ফেলছে, দলে তিনি এখন পঞ্চম পছন্দের ডিফেন্ডার। কিন্তু এখনও কাতালান ক্লাবটির রক্ষণভাগের অলিখিত নেতা তিনি। ফলে মরশুমের মাঝপথে কিংবদন্তির বিদায় হজম করতে আরও অনেকদিন সময় লাগবে। কিন্তু সবকিছুরই একটা শেষ থাকে। সেই নিয়ম মেনেই বার্সেলোনার ঘরের মাঠে শনিবার উজ্জ্বল কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন পিকে। সতীর্থরা ন্যু ক্যাম্পে অখ্যাত আলমেরিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে তাঁকে জয় উপহার দিলেন। ম্যাচের পর রবার্ট লেওয়ানডস্কি, ওসমানে ডেম্বেলে, সের্জিও বুস্কেটসদের কাঁধে চেপে জানিয়ে দিলেন, 'আমি বার্সেলোনায় জন্মেছি, এখানেই মরব।'

১৯৯৭ সালে বার্সার বিখ্যাত অ্যাকাডেমি লা মাসিয়ায় পিকের ফুটবলের হাতেখড়ি। ৭ বছরের ইয়ুথ কেরিয়ারের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, সেদিনের সেই লম্বা, রোগা ছেলেটা বার্সাতেই সিনিয়ার পর্যায়ের ফুটবল শুরু করবেন। কিন্তু ২০০৪ সালে হঠাৎ করেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে পাড়ি দেন তিনি। সেখানে পাঁচটা বছর কাটালেন। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসনের অধীনে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পেলেন। কিন্তু শিকড়কে ভুলতে পারেননি তাই ২০০৮ সালে বার্সায় ফিরে আসেন পিকে। আর বার্সাই তাঁকে ফুটবলের সব মণিমুক্তো, ঐশ্বর্য, খ্যাতি এনে দিয়েছে। নিটফল, বার্সার জার্সিতে ৬১৬ ম্যাচের বিশাল কেরিয়ার। সঙ্গে ৩০টি ট্রফি। মানুষ যেমন প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে চায় না, তেমনি সময় হয়ে এলেও শনিবার এই রাজ্যপাটকে বিদায় জানানোর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না পিকের। যার জন্য ম্যাচ শেষে যখন দুই সন্তানকে নিয়ে মাঠে এলেন পিকে, তখন এই বর্ষীয়ান ডিফেন্ডারের চোখের জল বাঁধ মানছিল না।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন জেরার্ড পিকে। শনিবার রাতে।

সম্মান জানাতে এদিন পিকের হাতেই ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড তুলে দিয়েছিলেন বার্সার কোচ জাভি। ন্যু ক্যাম্পের ৯২ হাজার দর্শক পিকের ৩ নম্বর জার্সির সঙ্গে মিলিয়ে 'ফরথ্রিভার' লেখা বিশাল টিফো নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত মাঠে থাকলেন পিকে। তার আগেই জয় নিশ্চিত করে ফেলে বার্সা। লেওয়ানডস্কি পেনাল্টি মিস করলেও ৪৮ মিনিটে ডেম্বেল বার্সাকে এগিয়ে দেন। ৬২ মিনিটে ২-০ করেন ফ্রাঙ্কি ডি জং। শেষ বাঁশি বাজার পর সতীর্থদের গার্ড অফ অনারের মাঝে শেষবার ন্যু ক্যাম্পের ঘাসে পা পড়ল পিকের। বাচ্চাদের মতো ঝরঝর করে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর নিজেকে সামলে বললেন, 'বার্সেলোনায় জন্মেছি আমি, এখানেই মরব। অন্য কোথাও নয়। যখন বয়স বাড়ে তখন আমরা বুঝতে পারি, ভালোবাসার সব জিনিস সারাজীবন থাকে না। আমি বার্সাকে ভালোবাসি। এখান থেকেই ফুটবলের শুরু হয়েছিল। এই ক্লাব আমাকে সবকিছু দিয়েছে। কিন্তু থামতেই হত। তাই মনে হল এটাই সেরা সময়। কিন্তু এটা গুডবাই নয়। আমাকে ভবিষ্যতে আবার বার্সাতে দেখা যেতেই পারে।'

দিন দুয়েক আগে পিকে ফুটবলকে বিদায় জানানোর ঘোষণা করার পর জাভি বলেছিলেন, 'ওর অবসর মেনে নেওয়াটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।' এদিন পিকে যখন কাঁদছিলেন, তখন চোখও চিকচিক করছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা রক্ষণে পিকে-কার্লোস পুওল আর মাঝমাঠে জাভি-ইনিয়েস্তা জুটি বার্সাকে বহু স্মরণীয় জয় উপহার দিয়েছে। তাই প্রাক্তন সতীর্থের বিদায় জাভিকেও আবেগপ্রবণ করে দিয়েছিল শনিবার রাতে। জাভি যেন অস্ফুটে বলতে চাইলেন, তোমার বিদায় বার্সার স্মরণীয় যুগের ইতি ঘটাল।

১০ ম্যাচ পর হার রোনাল্ডোদের

বার্মিংহাম, ৬ নভেম্বর : ঘরের মাঠ ভিলা পার্কে দল নিয়ে নামার আগে দুর্দান্তভাবে উনাই এমেরিকে স্বাগত জানালেন অ্যাস্টন ভিলার সমর্থকরা। ক্লাবের হয়ে কোচিংয়ের অভিষেকেই তাঁকে জয় উপহার দিল ছাত্ররা। ১০ ম্যাচ ধরে অপরাজিত থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ১-৩ গোলে হেরে গেল। এদিন শুরু থেকেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে মাঠে রেখেছিলেন কোচ এরিক টেন হ্যাগ। কিন্তু টাইরন মিঙ্গলসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ৬১ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখা ছাড়া কিছুই বলতে গেলে করতে পারেননি তিনি। ৭ মিনিটে লিওন বেইলির গোলে লিড নেয় ভিলা। এর ৪ মিনিট পর তাদের দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন লুকাস দিগনে। বিরতির আগে জ্যাকব র‍্যামসের আত্মঘাতী গোলে কিছুটা খেলায় ফিরে ছিলেন রোনাল্ডোরা। কিন্তু ৪৯ মিনিট র‍্যামসে ভিলাকে ৩ নম্বর গোলটি এনে দেওয়ায় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়।

এদিকে, শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল আর্সেনাল। চেলসির বিরুদ্ধে ১-০ গোলে তাদের জয় এসেছে। ১৩ ম্যাচে গানার্সদের পয়েন্ট ৩৪। দুই নম্বরে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির থেকে তারা ২ পয়েন্টে এগিয়ে। ৬৩ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস একমাত্র গোলটি করেন।

জয়ে ফিরল লিভারপুলও। ২-১ গোলে তারা হারিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পারকে। ১১ ও ৪০ মিনিটে জোড়া গোল করেন মহম্মদ সালাহ। ৭০ মিনিটে টটেনহ্যামের গোলটি হ্যারি কেনের। ১৩ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল আছে অষ্টম স্থানে। ১৪ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট টটেনহ্যামের। তারা আছে চারে।

শালবাড়ি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে চলছে তিরন্দাজি। ছবি : খোকন সাহা

তিরন্দাজিতে প্রথম বিশাল, অবিনা

বাগডোগরা, ৬ নভেম্বর : শালবাড়ি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে আয়োজিত তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছেন বিশাল তামাং। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে সোনম চিরিগ লেপচা এবং আশিক ওরাওঁ। মেয়েদের বিভাগে প্রথম স্থানটি গিয়েছে অবিনা রাইয়ের দখলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে বিদিশা ওরাওঁ এবং আকাঙ্খা ওরাওঁ। উত্তরবঙ্গের চারটি জেলার প্রতিযোগীরা এখানে অংশ নিয়েছিল। পুরস্কার তুলে দেন সাংসদ রাজু বিস্ট, সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, বিধায়ক আনন্দময় বর্মন প্রমুখ।

টোকিওয় সোনা প্রমোদ, মনীষার

টোকিও, ৬ নভেম্বর : প্যারাব্যাডমিন্টন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন প্রমোদ ভগৎ ও মনীষা রামদাস। পুরুষদের এসএল-৩ বিভাগে ৫৩ মিনিটের লড়াইয়ে স্বদেশীয় নিতেশ কুমারকে ২১-১৯, ২১-১৯ পয়েন্টে হারিয়েছেন প্রমোদ। এসইউ-৫ বিভাগে জাপানের মামিকো তোয়োদার বিরুদ্ধে ২১-১৫, ২১-১৫ পয়েন্টে জয় পেয়েছেন ১৭ বছরের মনীষা। পুরুষদের ডাবলসে এসএল-৩ ও এসএল-৪ বিভাগে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে প্রমোদকে। ফাইনালে মনোজ সরকারকে সঙ্গী করে ইন্দোনেশিয়ার হিকমত রামদানি ও উকুন রুকায়েন্ডির বিরুদ্ধে ২১-১৪, ১৮-২১ ও ১৩-২১ পয়েন্টে হেরে যায় ভারতীয় জুটি।

প্রথম পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স দলবদল শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আসন্ন অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য প্রথম পর্যায়ের দলবদল ও নাম নথিভুক্তকরণ রবিবার শেষ হল। পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, দুইদিন মিলিয়ে ৪৬৩ জন দলবদল ও নাম নথিভুক্তকরণে অংশ নিয়েছিলেন। পুনঃনবীকরণ হবে ১২ ও ১৩ নভেম্বর।

পেনাল্টি নিতে গিয়ে নার্ভাস ছিলাম : হাল্যান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার, ৬ নভেম্বর : চলতি মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে এখনও পর্যন্ত দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ইপিএলের এই অন্যতম ক্লাবটির হয়ে ১৮টি গোল করে ফেলেছেন নরওয়ের এই তরুণ স্ট্রাইকার। প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ানোটাকে তিনি যেন একটা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছেন। তবে যাই হোক না কেন, স্নায়ুর চাপ হাল্যান্ডকেও ভোগাতে ছাড়ে না। বছর ২২-এর এই ফুটবলারটিও নার্ভাস হয়ে পড়েন। সেই কথা তিনি নিজে মুখেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার ফুলহ্যামের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যান সিটির জয় নিশ্চিত করেন হাল্যান্ড। কিন্তু অন্তিম লগ্নে স্পটকিক নিতে যাওয়ার আগে ভীষণভাবে স্নায়ুর চাপ অনুভব করছিলেন তিনি। সিটিজেন্সদের এই সদস্য বলেন, 'ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি নেওয়ার আগে বেশ নার্ভাস ছিলাম। আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বেশি চাপের মুহূর্ত ছিল। তবে পেনাল্টি থেকে গোল করাটা আমার কাছে একটা দারুণ অনুভূতি ছিল। কারণ ওই গোলটা না করতে পারলে আমরা জিততে পারতাম না। ইনজুরির জন্য গত ম্যাচে আমি খেলতে পারিনি, তাই এই ম্যাচটা আমি জিততে চেয়েছিলাম। এটা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণও ছিল।'

যৌন নির্যাতনে গ্রেপ্তার দানুষ্কা

সিডনি, ৬ নভেম্বর : টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের মাঝেই খারাপ খবর শ্রীলঙ্কা শিবিরে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সিডনি পুলিশ গ্রেপ্তার করল ডানহাতি ব্যাটার দানুষ্কা গুণথিলাকাকে।

টিম হোটেল থেকে তাঁকে সকালে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। দানুষ্কাকে ছাড়াই অবশ্য এদিন শ্রীলঙ্কা রওনা হয়ে যান দলের বাকি সদস্যরা। চোটের জন্য প্রথম রাউন্ডের পরই ছিটকে গিয়েছিলেন দানুষ্কা। তবে তিনি অস্ট্রেলিয়াতেই থেকে যান। ২ নভেম্বর দানুষ্কা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কান তারকার সঙ্গে পরিচয় হয় স্থানীয় ২৯ বছরের এক মহিলার। ঘটনার দিন পাঁচেক আগে ওই মহিলার সঙ্গে ডেটে গিয়েছিলেন দানুষ্কা। ২ নভেম্বর অভিযোগকারিণীর বাড়িতে পৌঁছে যান তিনি। মহিলার অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই তাঁর সঙ্গে সম্ভোগ করেছেন দানুষ্কা। সঙ্গে যৌন নির্যাতনও করা হয় প্রায় চারঘণ্টা ধরে।

পুলিশের বক্তব্য, অভিযুক্ত কেমন মানুষ সেটা জানতে সবরকম চেষ্টাই করেছিলেন অভিযোগকারিণী। নিশ্চিত হওয়ার পরই ডেটে গিয়েছিলেন তিনি। মহিলার কথায়, 'দুর্ভাগ্য ছাড়া এটাকে আর কিছু বলব না। ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল বলেই এমনটা হয়েছে সেটা ভুল ধারণা।'

সিডনি পুলিশ জানিয়েছে, আইসিসি-র সঙ্গে তারা বিষয়টি নিয়ে কথা বলবে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডও ঘটনার দিকে নজর রাখছে। সোমবার আদালতে পেশ করা হবে দানুষ্কাকে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে দানুষ্কার জন্য।

কোচ ছাঁটার রব ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই রব উঠেছে ট্রেভর জেমস মরগ্যান অথবা আলেহান্দ্রো মেনেন্ডেজ গার্সিয়াকে ফিরিয়ে আনার। হারের সরণি থেকে জয়ের রাস্তায় দলকে ফেরাতে সমর্থকরা ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে এখনই কোচকে ছাঁটতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল। তাদের আস্থা রয়েছে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনেই।

এসবের মধ্যেই দলের পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছেই। আপাতত সামনে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ। সেই ম্যাচে ফোকাস করতেই ফুটবলারদের নির্দেশ দিয়েছেন লাল-হলুদ কোচ কনস্ট্যানটাইন। পরপর হারের ফলে জর্ডন ও'ডোহার্টিরা যথেষ্টই বিপর্যস্ত। এমন অবস্থা কাটিয়ে উঠতেই স্টিফেনের সঙ্গে কথা বললেন লাল-হলুদ কর্তারা। যদিও এই আলোচনাকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে চাননি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। রবিবার ফুটবলারদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন কনস্ট্যানটাইন। তবে গোলরক্ষক কোচ অ্যান্ডি পিটারসন ও ক্রীড়াবিজ্ঞানী আওয়েন ম্যানসিপ গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরতে। শুক্রবার ম্যাচ। বুধ অথবা বৃহস্পতিবার দল বেঙ্গালুরু উড়ে যাবে। আগেই কথা ছিল ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে দলের সঙ্গে যাবেন ক্লাবকর্তারাও। সেই মতো বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে ব্যক্তিগত কাজের জন্য বেঙ্গালুরু যেতে পারছেন না দেবব্রত সরকার।

নিকোলা ফের মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : মাঝমাঠের সমস্যা কাটাতে আরেক বিদেশি ফুটবলার আনল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গতবার মহমেডানেই খেলা বিদেশি নিকোলা স্টোজানোভিচকে ফিরিয়ে আনল তারা। যদিও একজন ভালো বিদেশি স্ট্রাইকারের খোঁজে ছিল মহমেডান টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ডাওডা আবিওলা এসে যাওয়ার পর মাঝমাঠের এক অভিজ্ঞ ফুটবলার নেওয়ার কথা ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করে তারা। অবশেষে কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের পরামর্শেই গত মরশুমে খেলা সার্বিয়ান মিডিও স্টোজানোভিচকেই দলে নিল মহমেডান।

সাদা-কালো ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাদের দলে ডাওডা, মার্কাস জোসেফের মতো গোল করার লোক রয়েছে, কিন্তু মাঝমাঠে খেলা তৈরি করার মতো ফুটবলার কম। তাই নিকোলাকে আনা হল।' তবে এই সার্বিয়ান মিডিও এমন সময় সই করলেন যখন দল একেবারে প্রস্তুত আই লিগে নামার জন্য। আগামী শনিবার মঞ্জেরিতে অ্যাওয়ে ম্যাচে গোকুলাম কেরালা এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন শেখ ফৈয়াজরা।

বাজি রাউত কাপে প্রথম ম্যাচে হারের পর শনিবার রাতেই কলকাতায় ফিরেছেন সাদা-কালো ফুটবলাররা। রবিবার দলের অনুশীলন করাননি চেরনিশভ। গোকুলাম ম্যাচ খেলতে বুধবার কেরল উড়ে যাওয়ার কথা মহমেডানের। তার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন নিকোলা।

রাজ্য দলে আসরাফ, শিবাঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ১১-১৫ নভেম্বর গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় জুনিয়ার ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য বাংলা দলে শিলিগুড়ির মহম্মদ আসরাফ আলি ও শিবাঙ্গি রায় সুযোগ পেয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, আসরাফ ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে হাইজাম্পে নামবে। শিবাঙ্গি নামবে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ৩ হাজার মিটার রেস ওয়াকে। তারা দলের সঙ্গে ৯ নভেম্বর রওনা হবে।

পুলিশ-পাবলিক ফুটবল শুরু

নকশালবাড়ি, ৬ নভেম্বর : পানিঘাটা ফাঁড়ি ও পানিঘাটা ইয়ুথের উদ্যোগে পুলিশ-পাবলিক ১৬ দলীয় ফ্রেন্ডলি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে লোহাগড় ৪-২ গোলে এমএম তরাই এফসি-কে হারিয়েছে। পানিঘাটা ফুটবল মাঠে লোহাগড়ের জ্ঞানদীপ তামাং হ্যাটট্রিক করেন। তাদের অন্যটি পঙ্কজ থাপার। তরাইয়ের জোড়া গোল অর্জুন গুরুংয়ের। সোমবার খেলবে মারাপুর এফসি ও পুটুং এফসি।

Donation cum Lucky Gift Coupon
Shree Shree Jagaddhatri Puja Dhamaka-2022
Alingan
1st-7996, 2nd-7420, 3rd-3044, 4th-4141, 5th-8231, 6th-6143, 7th-4126, 8th-6538, 9th-2837, 10th- 7364, 1908, 2048, 7207, 3830, 11th con last two Digit- 80.

চোখের সমুখে তুমি নাই,
মনের গভীরে নিয়েছো যে ঠাঁই।
যেখানেই আছো ভালো থেকো।
বিজু, মেঘা, টুসি, মুনকি,
পাপান, কৌশিক, অর্ণব।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর একজন বাসিন্দা মোহন নস্কর-কে 09.09.2022 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86H 94260 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কারের দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। মোহন বললেন, "আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে আমি একজন কোটিপতি হয়েছি তখন আমি আমার আনন্দ নিয়ন্ত্রন করতে পারিনি। আমি কোটিপতি হওয়ার পর আমার বন্ধু-বান্ধব ও আমার পরিবারের সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তারা আমাকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছে। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in